بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

আহমদীয়াতের বিশ্বজনীন অগ্রযাত্রা

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

সাপ্তাহিক

বদর

Weekly কাদিয়ান
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা:51-52

বাৎসরিক চাঁদা
Rs. 575/-

বর্ষ-7
সম্পাদক:
তাহির আহমদ
মুনীর

Postal Reg. No. GDP/ 43 /2020 -2022 | 22 - 29 - December - 2022 | 27 জামাদিউল আওয়াল- 5 জামাদিউস সানী, 1444 হিজরী কামরী।

আমি জোরালো দাবী ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর খোদা তা'লার কৃপায় এক্ষেত্রে আমারই বিজয় অবধারিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)- বলেন:

আমি জোরালো দাবী ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর খোদা তা'লার কৃপায় এক্ষেত্রে আমারই বিজয় অবধারিত। যতদূর আমি আমার দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছি, সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার সত্যতার পদতলে সমর্পিত দেখতে পেয়েছি। অচিরেই আমি এক মহান বিজয় লাভ করতে চলেছি। কেননা, আমার কথার সমর্থনে অন্য একজন কথা বলছেন। আমার হাতকে শক্তিশালী করতে এমন একটি হাত ক্রিয়াশীল- যা জগত দেখতে পায় না, কিন্তু আমি তা দেখতে পাই। আমার মাঝে ঐশী-চেতনা কার্যকর যা আমার প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষরকে জীবন্ত করে তুলেছে। আর আকাশে এক বিরাট আলোড়ন ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যা এই মাটির ঢেলাকে একটা পুতুলের ন্যায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তৌবার দরজা বন্ধ হয় নি এমন প্রত্যেক ব্যক্তি অচিরেই বুঝতে পারবে আমি নিজ পক্ষ থেকে আসি নি, বরং খোদা তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন। যার চোখ সত্যবাদীকে সনাক্ত করতে পারে না তারা কি চক্ষুষ্মান? এই ঐশী আহ্বান শুনেও যার অন্তরে কোনও চেতনা নেই সে-ও কি জীবিত?

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযয়েন,৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৩)

১লা অক্টোবর ২০২২ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদ 'ফতেহ আযীম' –এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার ভাষণ দান করছেন।

মসজিদ 'ফতেহ আযীম' –এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যায়ন শহরের মেয়র হুযুর আনোয়ারের হাতে শহরের চাবি তুলে দিচ্ছেন।

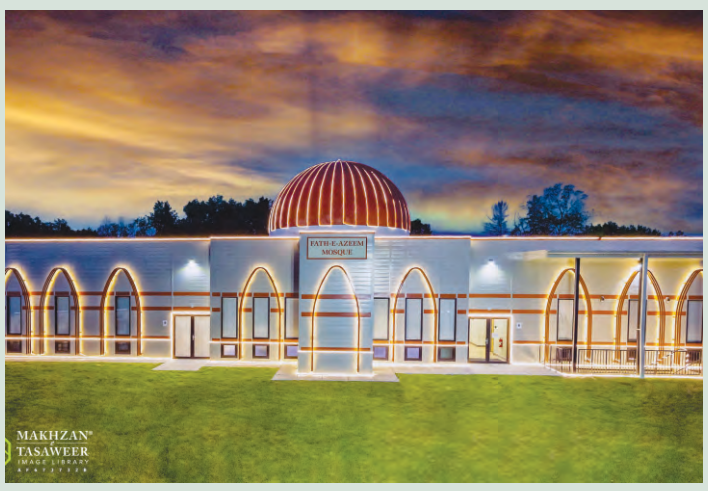

মসজিদ 'ফতেহ আযীম' –এর একটি দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য।

হুযুর আনোয়ার মসজিদ 'ফতেহ আযীম' –এর উদ্বোধন করছেন।

মসজিদ বায়তুল ইকরাম (যুক্তরাষ্ট্র)

৮ই অক্টোবর, ২০২২ মসজিদ বায়তুল ইশরাম (যুক্তরাষ্ট্র)–এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার ভাশণ দান করছেন।

১লা অক্টোবর ২০২২ তারিখে হুযুর আনোয়ার **Lake County News-Sun Prior**– কে সাক্ষাতকার দান করছেন।

৭ই অক্টোবর ২০২২ তারিখে হুযুর আনোয়ার যুক্তরাষ্ট্রের বায়তুল কাইয়ুম (ফোর্টওয়ার্থ)–এর এর উদ্বোধন করছেন।

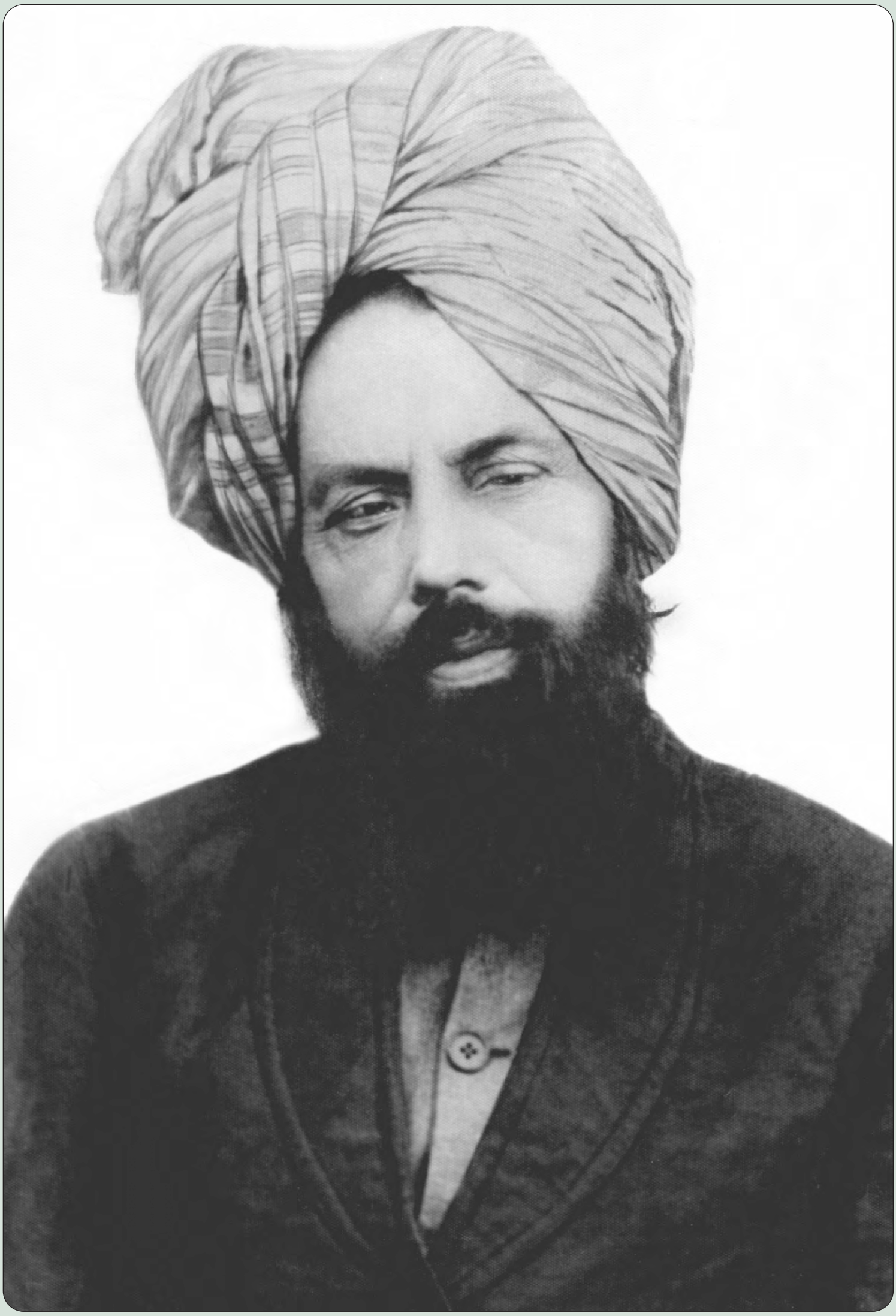

হযরত মির্যা গুলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী

মসীহ মওউদ ও মাহদী আলাইহিস সালাম (১৮৩৫-১৯০৮ খৃষ্টাব্দ)

সৈয়্যদানা ও ইমামানা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

وَعَلٰی عَبْدِہِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْدِ

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

ھوالنّاصر

وَاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

امام جماعتِ احمدیہ

“খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করে দিবেন। তিনি আমার অনুসরণকারীদের জামাতকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার জামাত ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে।

“ আজ পৃথিবীর কোনও মহাদেশ এমন নেই যেখানে মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের উপস্থিতি নেই আর এমন কোনও ধর্ম নেই যার থেকে এই জামাত নিজের অংশ পায় নি।

খিলাফত ইসলামী শরিয়তের অপরিহার্য অঙ্গ। খিলাফত ব্যতিরেকে ধর্মের উন্নতি হওয়া সম্ভবই নয়। খিলাফত ছাড়া কখনই জামাতের একতা টিকে থাকতে পারে না। অতএব, খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে পৃথিবীতে একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় জামাতের জন্য অসংখ্য সুসংবাদ রয়েছে আর ইনশাআল্লাহ্ অগ্রগতি এবং বিজয়ের দ্বার চিরকাল উন্মুক্ত হতে থাকবে।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর পক্ষ থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ বার্তা

ইসলামাবাদ, যুক্তরাজ্য

MA 18-10-2022

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান পত্রিকার প্রিয় পাঠকবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আলহামদোলিল্লাহ! বদর পত্রিকা ‘আহমদীয়াতের বিশ্বজনীন অগ্রযাত্রা’-শিরোণামে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার তৌফিক পাচ্ছে। আমাকে এই উপলক্ষ্যে বার্তা পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। আমার দোয়া এই যে, আল্লাহ্ তা’লা সার্বিকভাবে এটিকে বরকতমণ্ডিত করুন। আমীন।

আল্লাহ্ তা’লা কুরআন শরীফে বলেন-

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ

তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্ কিভাবে একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলিয়া উপমাস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহ আকাশে (বিস্তৃত) রহিয়াছে? উহা স্বীয় প্রভুর আদেশক্রমে সদা ফল দিতেছে।

(সূরা ইব্রাহিম: ২৫-২৬)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: “রসুল করীম (সা.)-এর যুগে যেভাবে তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল নজির বিহীন। আর তাঁর পরেও কুরআন করীমের বিধিনিষেধ মান্যকারীদের সঙ্গে ঐশী নিদর্শনাবলীর ধারা এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে যে বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবে, কুরআন শরীফের সঙ্গে এমন কোনও সত্তার সংযোগ রয়েছে যা প্রকৃতির নিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর সেই সত্তা যার প্রতি সন্তুষ্ট হয় তার জন্য অভাবনীয় পন্থায় সাহায্যের উপকরণ সৃষ্টি করে দেয়। বর্তমান যুগেও ‘বি ইজনে রাব্বিহা’-র সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার জীবন্ত উদাহরণ রয়েছে, যাঁর কল্যাণে এই আয়াতের এমন গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছে, তিনি হলেন এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)। আর তাঁর পশ্চাতে জামাতের প্রতিও আল্লাহ্ তা’লা অনুরূপ আচরণ করেছেন আর এই আচরণের কারণে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও জামাত প্রতিদিনই উন্নতি করে চলেছে। “فَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ- ”

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৫)

আল্লাহ্ তা’লার কৃপারাজির উপর অগভীর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমাদেরকে এক দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। কিম্বা বলতে পারি যেগুলি আমাদের কৃতজ্ঞতা আদায়ের দাবি করে। কোথাও যখন রিপোর্টে পড়ি বা শুনি যে জামাত পরিচালিত স্কুল, হাসপাতাল উন্নতি করছে তখন তা আমাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার আবেগ তৈরী করে। কখনও আবার হাসপাতাল থেকে আরোগ্যলাভকারী দুস্থদের তৃপ্ত মুখগুলি আর জামাতের জন্য তাদের প্রার্থনা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কখনও মানবতার সেবা হিসেবে দারিদ্রপীড়িতদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ফলে নিষ্পাপ শিশুদের মুখে ফুটে ওঠা অনাবিল আনন্দ আল্লাহ্ তা’লার প্রশংসার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আনন্দ সেই সব শিশুদের যারা নিজেদের বাড়ি থেকে দুই-তিন মাইল দূর থেকে পানি বয়ে আনত। কিন্তু এখন তারা ঘরের দরজায় পানি পেয়ে যাচ্ছে। এতে তারা জামাতের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় আর জামাত এর জন্য আল্লাহ্ তা’লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আমরা যখন কোথাও জামাতের উন্নতির সংবাদ শুনি তখন আল্লাহ্ কৃপায় জামাত যে সব মিশন হাউস ও মসজিদ পেয়ে থাকে, তার জন্য আমরা আল্লাহ্ তা’লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কখনও বা আমরা ঈমানের বিস্ময়কর ঘটনাবলী শুনে আল্লাহ্ তা’লার প্রশংসাকীর্তন করি, তাঁর সামনে সিজদাবনত হই। কোথাও আমরা দেখি যে আল্লাহ্ তা’লা ইসলাম প্রচারকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য এমন সব ব্যবস্থা ও উপকরণ তৈরী করেছেন

যা আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। আর আল্লাহ্ প্রদত্ত এই ব্যবস্থাপনা এবং তা থেকে লাভবান হওয়ার ফলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কখনও আমরা এর জন্যও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতি বছর কোনও না কোনও দেশ আমাদের দান করছেন যেখানে আহমদীয়াতের চারাবৃক্ষ রোপিত হচ্ছে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ইলহামটি আমরা পূর্ণ হতে দেখছি এবং 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।' - এই ইলহামের সত্যায়নস্থল হিসেবে নিজেদেরকে দেখছি। কখনও আমরা পুণ্যবানদেরকে লাখে লাখে জামাতে প্রবেশ করতে দেখে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কেননা একদিকে যেমন বিরোধীদের বিরোধিতা সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তেমনি তাদের মধ্য থেকেই এমন মানুষও তৈরী হচ্ছে যাদের মধ্যে জামাতের প্রতি উপচে পড়া ভালবাসা রয়েছে। আর তারা আঁ হযরত (সা.)এর প্রকৃত প্রেমী ও প্রাণদাসের প্রতিও দরুদ প্রেরণ করছে, কোনও অত্যাচার ও বিরোধিতা তাদেরকে সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। হযরত মুসলেহ মওউদ বলেন:

" আজ পৃথিবীর কোনও মহাদেশ এমন নেই যেখানে মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের উপস্থিতি নেই আর এমন কোনও ধর্ম নেই যার থেকে এই জামাত নিজের অংশ লাভ করে নি। খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসি, শিখ, ইহুদী- প্রত্যেক জাতি থেকে এর অনুসারী বিদ্যমান আর ইউরোপিয়ান, আমেরিকান, আফ্রিকান এবং এশিয়াবাসী তাঁর উপর ঈমান এনেছে। তিনি যা কিছু সময়ের পূর্বে বলে দিয়েছিলেন সেগুলি যদি আল্লাহ্‌র বাণী না হত তবে কিভাবে সেগুলি পূর্ণ হল? "

(দাওয়াতুল আমীর, পৃ: ৩৫০)

এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাবে আর জগতবাসী তাঁকে আঁ হযরত (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমী ও খোদার বীরপুরুষ হিসেবে জানবে।

এষন আমরা দেখছি যে, এম.টি.এ-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাঁর বাণী প্রচার করছেন। আমি পূর্বেও একাধিক বার উল্লেখ করেছি যে, একটা টিভি চ্যানেল পরিচালনা করা, ২৪ ঘন্টা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা এবং পৃথিবীর সর্বত্র তা পৌঁছে দেওয়া আর পৃথিবীর সর্বত্র আমার খুতবার অনুবাদ পৌঁছে দেওয়া- আমাদের সামর্থের কথা চিন্তা করলে তা কখনই সম্ভব ছিল না, বিশেষ করে এই মুহূর্তে। বর্তমানে পৃথিবীর ছয়-সাতটি ভাষায় খুতবার সরাসরি অনুবাদ সম্প্রচারিত হচ্ছে। এগুলি সবই হযরত মসীহ মওদউ (আ.)-এর সঙ্গে কৃত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির পরিণাম। এরপর এর মাধ্যমে, অর্থাৎ আমার খুতবার মাধ্যমে ও এম.টি.এ-র অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পুণ্যবানরা আহমদীয়াতে যোগদান করছে। আমাকে অনেকে লেখে যে, তারা কিভাবে এম.টি.এ-তে আমার খুতবা কিম্বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান দেখে প্রভাবিত হয়েছে আর আহমদীয়াতের প্রতি তাদের আগ্রহ বেড়েছে এবং অবশেষে তারা আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে জামাতের এক প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যত সম্পর্কে লেখেন-

"খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করে দিবেন। তিনি আমার অনুসরণকারীদের জামাতকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদের সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীরা এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে, তারা স্ব-স্ব সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সবার মুখ বন্ধ করে দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার জামাত ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বাধা দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হতে অপসারিত করে দেবেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।" ..... খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করতে থাকব।এমন কি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে। অতএব হে শ্রোতৃবর্গ! এই কথাগুলি স্মরণ রেখো! এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আপন-আপন সিন্দুকে সুরক্ষিত করে রাখ। এটি খোদার বাণী। একদিন তা পূর্ণ হবেই হবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৪০৯)

অতএব, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় জামাতের জন্য অসংখ্য সুসংবাদ রয়েছে আর ইনশাআল্লাহ্ অগ্রগতি এবং বিজয়ের দ্বার চিরকাল উন্মুক্ত হতে থাকবে। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে নিজেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বয়আতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে, এই ঈমানকে নিজেদের অন্তরে চিরস্থায়ী করে নেওয়া এবং এর উপর অবিচল থাকা তার কর্তব্য। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের কর্তব্য, তাঁর পর তাঁর অনুসরণে পরিচালিত খিলাফত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে ঈমানের বিকাশস্থল হয়ে সেই ঈমানকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া আর পৃথিবীতে একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত রীতি, তিনি দু'টি শক্তির বিকাশ ঘটান। আর আমরা সম্যকরূপে অবগত যে, এই দ্বিতীয় কুদরত তথা শক্তির বিকাশ স্থল হল খিলাফত ব্যবস্থাপনা। অতএব, জাগতিক উন্নতির সঙ্গে খিলাফত ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আর এটি ইসলামী শরিয়তের অপরিহার্য অঙ্গ। খিলাফত ব্যতিরেকে ধর্মের উন্নতি হওয়া সম্ভবই নয়। খিলাফত ছাড়া জামাতের একতা কখনই টিকে থাকতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে 'আব্দান শুকুরা' অর্থাৎ কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করুন, আমাদেরকে পূর্বাপেক্ষা বেশি নিজ কৃপা ও পুরস্কারের উত্তরাধিকারী করুন আর আগামী প্রতিটি দিন আমরা যেন উন্নতির নতুন নতুন লক্ষ্য স্পর্শ করতে পারি।

ওয়াসসালাম

খাকসার

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

পৃথিবীর প্রতিটি দেশে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাওয়ার এবং আহমদীয়াতের সঙ্গে মানুষের নৈকট্য তৈরী হওয়ার একটি ধারা শুরু হয়েছে।

"অন্ধরা কি করে জানবে যে, এই জামাত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দিকে কতটা এগিয়ে গিয়েছে।"

জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই বিশেষ সংখ্যার জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.) "বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে জামাত আহমদীয়ার অসাধারণ অগ্রগতি।'- বিষয়বস্তু অনুমোদন করেছেন। সীমিত সংখ্যক পৃষ্ঠার মধ্যে আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি এই বিষয়বস্তুটির গভীরতাকে স্পর্শ করার। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আজ জামাত যতটা ব্যপকতা ও প্রসারতা লাভ করেছে, সেই বর্ণনা মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় মধ্যে লিখে ফেলা গোষ্পদে সিন্ধুদর্শনের নামান্তর হবে। এটি এমন এক বিষয়বস্তু যা নিয়ে লেখালেখি চলতেই থাকবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) এই বছরের শুরুতেই বিষয়বস্তুর মঞ্জুরী প্রদান করেছিলেন। ঘটনাক্রমে এই বিষয়বস্তু সংবলিত অর্থাৎ 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব'- হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সুমহান এই ইলহামের উপর রোযনামা আল ফযল অনলাইন পত্রিকাও ২১-২৬ শে মার্চ পর্যন্ত ৬টি সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিকে পুস্তিকাকারে তারা www.alfazlonline.org ওয়েব সাইটেও প্রকাশ করেছে। মাননীয় হানীফ মাহমুদ সাহেব, এডিটর এবং সকল নিবন্ধকাররা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। আশা করি, পাঠকরা তাঁদের এই মূল্যবান প্রচেষ্টা থেকে উপকৃত হবেন। ডেইলি আলফল -এর সৌজন্যে সাবেক এডিটর আব্দুস সমী খান সাহেব এবং জামেয়া আহমদীয়া ঘানার শিক্ষকমণ্ডলীর রচনাবলী আমরা এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করছি।

প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) নিজের অশেষ ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের অনুরোধে এই বিশেষ সংখ্যার জন্য তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ বার্তা এবং নিজের স্বাক্ষরিত ছবিও পাঠিয়েছেন। এর জন্য আমরা হুযুর আনোয়ারের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁর জন্য দোয়া করি- اَللّٰهُمَّ اٰيِّدْ اِمَامَنَا بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ عُمُرِهٖ وَاَمْرِهٖ । অতঃপর আমরা নিবন্ধকারদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা একনিষ্ঠতার সঙ্গে এমন চমৎকার তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

নবীগণ পৃথিবীতে একাকী ও নিঃসঙ্গ আসেন, কিন্তু নিঃসঙ্গ থাকেন না। খুব দ্রুত এক জামাত তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয় যারা তাদের প্রাণ, সম্পদ, সময়, সব কিছু উৎসর্গ করে দেওয়ার জন্য সর্বক্ষণ তৎপর থাকে। কেননা, তারা তাঁর চেহারায় খোদার চেহারা দেখতে পায়। আর যারা খোদার চেহারা দেখতে পায় তাদেরকে পৃথিবীর কোন শক্তি ভীত করতে পারবে না। এরপর তাঁদের অনুসারীরা নবীর জনপদ ছাড়িয়ে সারা জগতে বিস্তৃত হয়ে যায়। আর এমনটি সেই নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হয়ে থাকে যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে জগতকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেন। এটি নবীর সত্যতার এক শক্তিশালী প্রমাণ যা আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ । এটি এক অটল তকদীর। এই অটল তকদীরের লক্ষণাবলী সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে পড়েছে , সেই ছবিটি স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হচ্ছে। আজ জামাত আহমদীয়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২১৩টি দেশে প্রসার লাভ করেছে। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নিকট হতে সংবাদ পেয়ে পূর্ণ সংকল্প ও প্রত্যয়ের সাথে সারা জগতে আহমদীয়াতের প্রসার লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেন–

হে মানবমণ্ডলী! শুনে রাখ! এটি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী – যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের এই জামাতকে সকল দেশে বিস্তৃত করে দিবেন এবং হুজ্জত ও সত্য–মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল দ্বারা সকলের উপর তাদের বিজয় দান করবেন। ঐদিন আসছে বরং ঐ দিন কাছে আছে যখন পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই একটি ধর্ম হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদা এই ধর্মকে এবং জামাতকে উচ্চ মর্যাদা ও অসাধারণ আশিসে বিভূষিত করবেন এবং যে কেউ একে ধ্বংস করার কথা চিন্তা করবে তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। এই বিজয় চিরকাল কায়েম থাকবে। এমনকি এটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।"

(তাযাকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২০, পৃ: ৬৬)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আমরা অসাধারণভাবে পূর্ণ হতে দেখছি। সেই দিন দূর নয় যেদিন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত ও প্রতিটি স্থান এই ভবিষ্যদ্বাণীর আওতাভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'লা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন ' অর্থাৎ আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব– তখন সময়টি ছিল ১৮৯৮ সাল আর জামাতের সদস্য সংখ্যা মাত্র দশ হাজার যা আজ কোটিতে পৌছে গিয়েছে। আল হামদো লিল্লাহ। আঞ্জুমান হিমায়াতে ইসলাম লাহোর কটাক্ষ করে বলত, জামাতের সদস্য সংখ্যা মাত্র ৩১৮জন। এর জবাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৯৮ সালে 'আল বালাগ' পুস্তক রচনা করেন।

যদি একথা বলা হয় যে মির্যা সাহেব তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৩১৮–এর বেশি বলে দাবি করতে পারবে না, তবে তা অনৃতভাষণ বৈ কিছুই নয়। এই সংখ্যা কেবল সেই সব লোকের যাদের নাম সেই সময় মোটামুটি একটা অনুমানের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল। এটিই প্রকৃত সংখ্যা ছিল না, সদস্য সংখ্যাকে এরই মধ্যে সীমিত রাখা হয় নি। বরং আমি আমার পুস্তকে স্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ করেছিলাম যে, এখন আমার জামাতের সদস্য সংখ্যা ৮ হাজারের কম হবে না। কিন্তু সে তো দীর্ঘ সময় পূর্বের কথা। এখন আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে এই সংখ্যা আরও দুই হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমার জামাতের সদস্য সংখ্যা দশ হজারের কম নয়, যারা পেশোয়ার থেকে বোম্বাই, কলকাতা, করাচি, হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ, মাদ্রাস, আসাম, বোখারা, গযনি,মক্কা,মদিনা এবং সিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত। আর প্রতি বছর অন্তত তিন চারশ সদস্য বয়আত করে আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কেউ যদি দশ দিনও কাদিয়ানে থাকে তবে সে জানবে যে খোদার কৃপা কেমন দ্রুতহারে মানুষকে আমার দিকে টেনে আনছে। অন্ধরা কি করে জানবে যে এই জামাত শ্রেষ্ঠত অর্জনের দিকে কতটা এগিয়ে গিয়েছে! আর সত্যান্বেষীরা কিভাবে يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا -এর সত্যায়ন করে চলেছে!"

(আল বালাগ', ফরিয়াদে দরদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–১৩, পৃ: ৪২২)

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। ২০১৯ সালে বয়আতের মাধ্যমে জামাতে যোগদানকারীদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫২৭ জন। সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০১৫, ৭ই জুন জলসা সালানা জার্মানী উপলক্ষ্যে সমাপনী ভাষণে বলেন–

"আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিগত বছরগুলির তুলনায় এখানেও (অর্থাৎ

এরপর ১৮-এর পাতায়

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	১
দরসুল কুরআন ও দরসুল হাদীস	২
হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম -এর বাণী	৩
আফ্রিকায় জামাতের অগ্রগতি	৪
মধ্যপ্রাচ্যে জামাতের অগ্রগতি	১৯
ইউরোপে জামাতের অগ্রগতি	২৩
" আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।" –ইলহামের পটভূমি এবং বাণী প্রসারের অলৌকিক ঘটনাবলী।	২৬

*****❖*****❖*****❖*****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে সমস্ত ধর্মের উপর যে বিজয় হবে সেটি হবে নবী করীম (সা.)-এর বিজয়? কিন্তু প্রশ্ন হল সেই বিজয় কার মাধ্যমে হবে? মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে।

যেহেতু এই সূরা-য় আমাদের আহমদ আলাইহিসসালাম এবং সেই সব লোকদের উল্লেখ রয়েছে যারা আহমদী, তাই স্বভাবতই আমাদের আনন্দিত হওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

অনুবাদ: তাহারা চাহে যেন তাহারা নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নিজ নূরকে নিশ্চয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবেন, কাফেরগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন। (সূরা সাফ: ৯)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই সূরাটি সম্পর্কে বলেন:

এটি এমন একটি সূরা যা পাঠ করা সত্ত্বেও একজন আহমদীর হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি না পাওয়া আমার কাছে আশ্চর্যের। মানুষ যখন বিরাট কোনও আনন্দ লাভ করে তখন তার হৃদয় নৃত্য শুরু করে। অনুরূপভাবে দুঃখের সময় হৃদয়ের স্পন্দন গতি বেড়ে যায়। আর এটি মানুষের সহজাত প্রক্রিয়া। কেউই এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। যেহেতু এই সূরাতে আমাদের আহমদ আলাইহিসসালাম (তাঁর উপর খোদার হাজার হাজার দরুদ বর্ষিত হোক) এবং সেই সব লোকদের উল্লেখ রয়েছে যারা আহমদী, তাই স্বভাবতই আমাদের আনন্দিত হওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। খোদা তা'লা এই সূরাটি সম্পর্কে এমন যুক্তি প্রমাণ আমার নিকট স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোনও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির নিকট আমাদের দাবির সত্যতা নিয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না আর সে এই প্রমাণগুলির সত্যতাকে মোটেই অস্বীকার করতে পারবে না।

(আল ফযল, ১৮ই এপ্রিল, ১৯১৪, পৃ: ৫)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা সাফ-এর উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

লোকে আল্লাহ্‌র নুরকে নিজেদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার বাসনা করে। কিন্তু অস্বীকারকারীদের জন্য তা অপছন্দনীয় হলেও আল্লাহ্‌ স্বীয় জ্যোতির প্রসার ঘটাবেন । এটি স্পষ্টভাবে এই যুগের সম্পর্কে বলা হয়েছে। রসুল করীম (সা.)-এর যুগে মানুষ মুখ দিয়ে ইসলামকে প্রতিহত করার কথা ভাবত না,বরং অস্ত্রের বলে তারা মোকাবেলা করতে চাইত। সেই সময় মুসলমানদের মুছে ফেলার জন্য অস্ত্র ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু মসীহ মওউদ এর যুগেই লোকেরা মুখ দিয়ে নিভিয়ে ফেলতে চেয়েছে আর তারা বিফলমনোরথ হয়েছে। মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীরও ধারণা ছিল যে, কুফরের একটি ফতোয়া সেঁটে দিলেই এই জামাত ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু সে কি করতে পেরেছে? মসীহ মওউদ (আ.)-এ বিরুদ্ধে লেকচার, টিকিট এবং পত্রিকা জারি করা হয়েছে, কিন্তু খোদা সকল দিক থেকে অস্বীকারকারীদের অপদস্ত করেছেন।

(আল ফযল, ২০ শে এপ্রিল, ১৯১৪, পৃ:৫)

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

অনুবাদ: তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন। (সূরা সাফ: ১০)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা সাফ-এর উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

সমস্ত তফসীরকারীরা এখানে এসে বলে দেন যে এটি মসীহর যুগ, যখন সমস্ত ধর্ম খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। একথা একেবারে সঠিক। কেননা রসুল করীম (সা.)-এর যুগে দু'-তিনটি ধর্মই ছিল। কিন্তু বর্তমানে কয়েক হাজার ধর্ম জন্ম নিয়েছে। '*এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়নস*'-এ হাজার হাজার সংখ্যায় ধর্মের অস্তিত্বের কথা লেখা হচ্ছে। এই আয়াতে *'লি ইউযহিরাহু'* বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময় সমস্ত ধর্মের উপর যে বিজয় হবে সেটি হবে নবী করীম (সা.)-এর বিজয়? কিন্তু প্রশ্ন হল সেই বিজয় কার মাধ্যমে হবে? মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে। অতঃপর খোদা তা'লা আমার নিকট আরও একটি প্রমাণ স্পষ্ট করেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে এই আয়াত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)- এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা এই আয়াত কুরআন করীমে তিনটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এবং তিনটি স্থানেই মসীহর সঙ্গে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ১) সূরা তওবা, রুকু৫। (২) সূরা ফাতাহ, রুকু-৪। (৩) এবং সূরা সাফ।

এই তিনটি স্থানেই মসীহর উল্লেখ রয়েছে। দুটি স্থানে তো স্পষ্ট নামও বর্ণিত হয়েছে আর সূরা ফাতাহ-য় ইঞ্জিলের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে যার কারণ হল মসীহর দ্বিতীয় আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি ছিল। আর তাঁর সঙ্গে এই সব ঘটনাগুলি ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। অন্যথায় এই আয়াত কুরআন করীমের বিভিন্ন অংশে বর্ণিত হওয়া এবং প্রত্যেক স্থানে মসীহর উল্লেখ থাকার কোনও কারণ বোধগম্য হয় না।

(আল ফযল, ২০ শে এপ্রিল, ১৯১৪, পৃ: ৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

আনুমাণিক কুড়ি বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যখন আমার উপর এই কুরআনী আয়াতটি ইলহাম হয়। আর সেটি হল هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ ۙ (তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন) আর আমাকে ইলহামের এই অর্থ বোঝানো হয় যে, আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি যাতে আমার হাতে খোদা তা'লা ইসলামকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। এই স্থানে স্মরণ থাকে যে, এটি কুরআন শরীফের একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যার সম্পর্কে সত্যান্বেষী উলেমাগণ ঐক্যমত যে, এটি প্রতিশ্রুত মসীহর হাতে পূর্ণ হবে। সুতরাং, যত সংখ্যক আওলিয়া এবং আব্দাল আমার পূর্বে গত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউই নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল বলে দাবি করে নি আর তাঁদের মধ্যে কেউ এও দাবি করে নি যে উপরোক্ত আয়াত তার পক্ষে ইলহাম হয়েছে। কিন্তু যখন আমার সময় হল তখন আমাকে এই ইলহাম হল এবং আমাকে বোঝানো হল যে, এই আয়াতের সত্যায়ন স্থল তুমি আর তোমার হাতেই এবং তোমার যুগেই অন্যান্য সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে।

(তিরইয়াকুল কুলুব, পৃ: ৪৭)

যেমনটি খোদা তা'লা মসীহ মওউদ -এর এই বৈশিষ্ট কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন -لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ। সেই নিদর্শন আমার হাতে পূর্ণ হয়েছে। (তিরইয়াকুল কুলুব, পৃ: ৫৩)

একথা স্পষ্ট যে, জীবিত ধর্ম সেটিই যার হাতে স্বর্গীয় নিদর্শন রয়েছে এবং পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট জ্যোতির আভা তার ললাটে শোভা পায়, আর সেটি হল ইসলাম ধর্ম। খৃষ্টান, শিখ কিম্বা হিন্দুদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে আমার মোকাবেলা করতে পারে? অতএব, আমার সত্যতার জন্য এই অকাট্য প্রমাণই যথেষ্ট যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ টিকতে পারবে না। এখন যেভাবে চাও পরখ করে দেখ, আমার আগমণে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যা বারাহীনে আহমদীয়ায় কুরআনের অভিপ্রায় অনুসারে বর্ণিত হয়েছিল। সেটি হল-

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ ۙ

[তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ১১৭]

*****❖*****❖*****❖*****

খোদা তা'লার কৃপায় এক্ষেত্রে আমারই বিজয় হবে আর। আর আমি আমার দুরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই যে সমগ্র জগতে সত্যতার মানদণ্ডে আমিই সর্বাগ্রে রয়েছি।

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম -এর পবিত্র বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপুত করে দিবেন। তিনি আমার অনুসরণকারীদের জামাতকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদের সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীরা এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে, তারা স্ব-স্ব সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সবার মুখ বন্ধ করে দেবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার জামাত ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বাধা দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হতে অপসারিত করে দেবেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করতে থাকব।এমন কি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।

অতএব হে শ্রোতৃবর্গ! এই কথাগুলি স্মরণ রেখো! এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আপন-আপন সিন্দুকে সুরক্ষিত করে রাখ। এটি খোদার বাণী। একদিন তা পূর্ণ হবেই হবে। আমি আপন চিত্তে কোন ভাল দেখি না এবং যে কাজ আমার করা উচিত ছিল, তা আমি করিনি। আমি নিজেকে একজন অযোগ্য ভৃত্য বলে মনে করি। এটি শুধু খোদার অনুগ্রহ, যা আমার মধ্যে সংযুক্ত হয়ে গেছে। অতএব সহস্র-সহস্র কৃতজ্ঞতা সেই মহাশক্তিশালী এবং পরম দয়ালু খোদার প্রতি, যিনি অধীনকে তার একান্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও গ্রহণ করেছেন।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৪০৮-৪১০)

"আমি বড়ই দাবি এবং অবিচলতার সঙ্গে বলছি, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। খোদা তা'লার কৃপায় এক্ষেত্রে আমারই বিজয় হবে আর। আর আমি আমার দুরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই যে সমগ্র জগতে সত্যতার মানদণ্ডে আমিই সর্বাগ্রে রয়েছি আর অচিরেই এক মহান বিজয় লাভ করব। কেননা, আমার জিহ্বার সমর্থনে অপর একজন বলছে আর আমার হাতকে শক্তি জোগাতে অপর এক হাত ক্রীয়াশীল রয়েছে, পৃথিবী যেটিকে দেখতে পায় না। কিন্তু আমি দেখছি। আমার অভ্যন্তরে এক স্বর্গীয় আত্মা কথা বলছে যা আমার প্রতিটি শব্দকে জীবন দান করছে। আর স্বর্গলোকে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে যা এক মুষ্টি মাটিকে মূর্তির ন্যায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার জন্য এযাবৎ প্রায়শ্চিত্তের দ্বার রুদ্ধ হয় নি, সে অচিরেই দেখবে যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু দাবি করছি না। সেই ব্যক্তিও কি চাক্ষুষমান যে একজন সত্যবাদীকে সনাক্ত করতে পারে না? সেই ব্যক্তিও কি জীবিত, যে এই স্বর্গীয় আহ্বানকে উপলব্ধি করতে পারে না?"

(রুহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৩)

"খোদা তা'লা স্বীয় সমর্থন ও নিদর্শনাবলীর ধারা এখনও অব্যাহত রেখেছেন। আর আমি সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার সত্যতা পৃথিবীতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেন। অতএব, হে মানবমণ্ডলী! যারা আমার কথা শুনছ, তোমরা খোদাকে ভয় কর এবং সীমা লঙ্ঘন করো না। এটি যদি মানবীয় পরিকল্পনা হত তবে খোদা আমাকে ধ্বংস করে দিতেন আর এই যাবতীয় কার্যকলাপের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু তোমরা দেখেছ যে খোদা তা'লার সাহায্য কিভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আর এত অধিক পরিমাণ নিদর্শন অবতীর্ণ হয়েছে যা গণনা করা যায় না। দেখ, কত শত শত্রু আমার সঙ্গে মোবাহালা করে ধ্বংস হয়ে গেছে। হে খোদার বান্দাগণ! কিছু তো ভেবে দেখ! খোদা তা'লা কি মিথ্যাবাদীদের প্রতিও এমন আচরণ করেন?"

(হাকিকাতুল ওহী, পরিশিষ্ট, রুহানী খাযায়ে, খণ্ড-২২, পৃ: ৫৫৪)

পুনরায় ইসলামের জন্য বিজয় ও সাহায্যের সময় এসে গিয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল আওয়াল (রা.) বলেন:

" ইসলামের এই শক্তিহীনতার যুগেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের মাধ্যমে পুনরায় এই সুসংবাদ দান করেছেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে পুনরায় ইসলামের জন্য বিজয় ও সাহায্যের সময় এসে গিয়েছে। আর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে এবং ইসলামের অনুসারীদের মাঝে অনুরূপ আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারিত হবে। ধন্য সেই সব মানুষ যারা অহংকার করে না এবং খোদার কাজের সম্মান করে যাতে তাদের জন্যও সম্মান হয়। "

(হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩২)

আহমদীয়াত পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে আর অবশ্যই জয়যুক্ত হবে।

একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) তাঁর বক্তৃতায় মাননীয় বশীর আহমদ আরচার্ড সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন:

"যদিও তুমি এই মুহূর্তে অজ্ঞাত পরিচয় ও অখ্যাত, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন মানুষ তোমার নাম নিয়ে গর্ব করবে আ তোমার কীর্তির প্রশংসা করবে। অতএব,তুমি নিজের প্রতিটি কাজকে তুচ্ছ বলে ভেবো না। আর একথা মনে করো না যে এই কার্যকলাপ কেবল তোমার একার নিজস্ব, বরং এটা সমগ্র ইংরেজ জাতির। যারা তোমার পরে আসবে, তারা তোমার প্রতিটি কাজের অনুকরণ করবে আর তোমার প্রতিটি কথার অনুসরন করবে।.....

সেই যুগে আহমদীয়াত যখন পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করবে এবং অবশ্যই প্রাধান্য লাভ করবে আর কোনও শক্তি একে প্রতিহত করতে পারবে না- সেই সময় মানুষের মনে তোমার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বৃদ্ধি পাবে, এমনকি বড় বড় প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও বেশি হবে।

(আল ফযল, ৬ই মে, ১৯৪৭)

সমস্ত দেশ ও জাতি আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসায় আপ্লুত হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহ. বলেন:

'এই সময় শয়তান প্রতারণার বেশে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। আর জামাত আহমদীয়া শয়তানের বিরুদ্ধেই এই আধ্যাত্মিক লড়াই লড়ছে। এই যুদ্ধকে ঐশী গ্রন্থাবলীতে সত্য ও মিথ্যার মাঝে চূড়ান্ত যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এই যুদ্ধে জয় লাভ করার পর ইসলাম সমগ্র জগতে জয় লাভ করবে। আর আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে আর পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জাতি আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে পড়বে। :

(খুতবাতে নাসের, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২)

সারা বিশ্বে আঁ হযরত (সা.)এর পতাকা স্থাপন করা করা হবে আর

[হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রা.)]

তাই যারা আমাদেরকে মুছে ফেলার বাসনা রাখে, তাদের এই স্বপ্ন কখনও পূর্ণ হবে না। সেই স্বপ্নই পূর্ণ হবে যা আমার প্রিয় প্রভু হযরত মহম্মদ (সা.)-এর স্বপ্ন ছিল, যা তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর স্বপ্ন ছিল। সারা বিশ্বে আঁ হযরত (সা.)এর পতাকা স্থাপন করা করা হবে আর ইসলামের শত্রুরা বিফল মনোরথ হবে, তাদের সকল বাসনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রতিটি জনপদ, প্রতিট শহর ও নগরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পতাকা উত্তোলিত হবে। অর্থাৎ তা বস্তুত সেই পতাকাই যা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পতাকা, ইসলামের শত্রুদের সকল স্বপ্ন ব্যর্থ হবে।" (আল ফযল, ৯ই জুন, ১৯৮৩)

আঁ হযরত (সা.)-এর পতাকা পূর্ণ গৌরব ও বৈভবে পৃথিবীতে উড্ডীন হবে ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

"অতএব আজ ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য, ইসলামের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য এবং আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা যে বীরপুরুষকে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরন করে এবং খোদা প্রদত্ত তাঁর দেওয়া যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এবং তাঁর নির্দেশিত শিক্ষা অনুশীলন করে ইসলাম ও আঁ হযরত (সা.)-এর পতাকা পূর্ণ গৌরব ও বৈভবে পৃথিবীতে উড্ডীন হবে এবং চিরতরে থাকবে। ইনশাআল্লাহ।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ই মার্চ, ২০০৬)

আফ্রিকায় জামাতের অগ্রগতি

বুর্কিনাফাসোয় আহমদীয়াতের পরিচয়

–চৌধুরী নাঈম আহমদ বাজওয়া, প্রিন্সিপাল জামিয়াতুল মুবাশ্বিরীন, বুর্কিনাফাসো

ঘানার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত WA মফসসলের এক নিষ্ঠাবান আহমদী হলেন আল হাজ্জ সালেহ আহমদ, যার মাধ্যমে আপ্রোলটায় ১৯৫০-এর দশকের প্রারম্ভে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছয়। তাঁর ডাকে সাড়াদানকারী প্রারম্ভিক নিষ্ঠাবান আহমদীদেরকে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

ঘানার সাবেক আমীর মাননীয় আব্দুল ওয়াহাব বিন আদম সাহেবের প্রচেষ্টায় ১৯৮৬ সালের ২রা জানুয়ারী বুর্কিনাফাসোয় জামাত আহমদীয়া নথিভুক্ত হয়। সেই সময় মুবাল্লিগগণ এখানে পরিদর্শনে প্রায় আসতেন। বুর্কিনাফাসোর প্রথম আমীর ছিলেন মাননীয় মহম্মদ ইদ্রিস শাহিদ সাহেব, যিনি ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে এখানে পৌঁছন।

নবজাতক জামাতের প্রারম্ভিক ঘটনাবলী

১৯৯০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বছরগুলি প্রারম্ভিক বছর বলা যেতে পারে। এই সময়ে মজলিস শুরার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জলসা সালানার সূচনা হয়। অনুরূপভাবে অঙ্গ সংগঠনগুলির ভিত রচিত হয় এবং বুর্কিনাফাসোর সাধারণ মানুষের মধ্যে জামাতের বাণী প্রসার লাভ করতে শুরু করে।

২০০৪ সাল: হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সফর

১৯৯০ সালে মাননীয় মহম্মদ ইদ্রিস সাহেব আমীর জামাত আহমদীয়া বুর্কিনাফাসো হযরত খলীফাতুল মসীহ আল রাবে (রহে.) কে লেখা চিঠিতে বুর্কিনাফাসোর এক আহমদী ব্যক্তির একটি স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন। এর উত্তরে, মাননীয় আমীর সাহেবের নামে লেখা চিঠিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.)-এর পক্ষ থেকে নিম্নরূপ দিক-নির্দেশনা লাভ হয়।

'স্বপ্নটি বরকতময়। এর অর্থ হল, দেশের মাটি সত্যগ্রহণের জন্য উর্বর আর আমার সফরের পর ইনশাআল্লাহ্ সত্য গ্রহণ করে হেদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত হবে। খোদা করুন এমনটিই যেন হয়।"

(মাননীয় এডিশিনাল ওকীলুত তবশীর, লন্ডনের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত চিঠি, ১৯৯০, ১৯ জুন)

হযরত খলীফাতুল মসীহ যদিও বুর্কিনাফাসো সফরে যেতে পারেন নি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার তকদীরের অধীনে তাঁর উত্তরসূরি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বুর্কিনাফাসোতে পদার্পণ করেন। এই ঐতিহাসিক এবং কল্যাণময় সফরের পর বুর্কিনাফাসোর ভূমি হেদায়াতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে আর আহমদীয়াতের জয়যাত্রা দ্রুত অগ্রসর হতে শুরু করেছে।

২০০৪ সালের ২৫ শে মার্চ এদেশের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন, যেদিন প্রথম বার হযরত খলীফাতুল মসীহ বুর্কিনাফাসোর মাটিতে পদার্পণ করেন। ৪ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর সেই সফরে হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন জামাত সফর করেন, বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন ও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দান করেন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং বেসরকারি সাক্ষাত অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়, হুযুর আনোয়ার বুর্কিনাফাসোর জলসা সালানায় ভাষণ প্রদান করেন। জাতীয় কর্মসমিতি, বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন এবং মুবাল্লিগগণের সঙ্গে বৈঠক করেন। আতফাল ও নাসেরাতরা সরাসরি ক্লাসে অংশগ্রহণ করে হুযুরের সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়। আর সব থেকে বড় বিষয় হল এই প্রান্তিক দেশের আহমদীরা তাদের প্রিয় ইমামকে চোখে দেখে আধ্যাত্মিক সতেজতা লাভের উপকরণ লাভ করল।এই সফরের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী উপস্থাপন করা হল:

২০০৪ সালের ২৬ শে মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বুর্কিনাফাসোর প্রধানমন্ত্রী পারামাঙ্গা আর্নেস্ট ইউনিল-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, বুর্কিনাফাসোর মানুষের মিশুক স্বভাব এবং আতিথেয়তার গুণ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সেই দিনই বুর্কিনাফাসোর রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও হুযুর আনোয়ার সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার যখন রাষ্ট্রপতির দপ্তরে প্রবেশ করেন তখন রাষ্ট্রপতি মহাশয় হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষারত ছিলেন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি বুর্কিনাফাসোর মানুষের ব্যবহারে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মহাশয়কে তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন- "আপনারা যদি সৎভাবে কাজ করেন, পরিশ্রম করেন তবে আপনারা অচিরেই আফ্রিকার অগ্রণী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।

জলসাগাহ্ আগমণ এবং বুর্কিনাফাসো থেকে প্রথম সরাসরি খুতবা

২০০৪ সালের ২৬ শে মার্চ সেই ঐতিহাসিক দিন যেদিন বুর্কিনাফাসোর মাটি থেকে প্রথম কোনও খলীফার জুমআর খুতবা সরাসরি এম.টি.এতে সম্প্রচারিত হল। এই খুতবা টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। রেডিও ইসলামিক আহমদীয়া বোবোজালাসো-র মাধ্যমেও এই খুতবা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। হুযুর আনোয়ার খুতবা প্রদান করেন ওয়াগাদোগো মিশনে প্রস্তুত জলসা গাহে আর সেই সময় তেরো হাজার অংশগ্রহণকারী জলসাগাহে উপস্থিত ছিলেন।

২৭শে মার্চ হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসার সমাপনী ভাষণ দান করেন এবং দোয়া করেন। জলসা সালানায় দেশের ৪২৫ টি জামাত থেকে ১৩৭৫৫জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও নাইজেরিয়া, আইভোরিকোস্ট এবং ঘানা থেকেও অনেক সদস্য জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

২৮ শে মার্চ হুযুর আনোয়ার কেন্দ্রীয় মিশন হাউসের বায়তুল মাহদী মসজিদে ফজরের নামায পড়ান। এরই মাধ্যমে মসজিদটির উদ্বোধন হয়। ৩০ শে মার্চ ২০০৪ সালে কোডওয়ারিতে প্রথম আহমদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ৩১ শে মার্চ 'কায়া'-তে মসজিদ হুদার উদ্বোধন হয় এবং মিশন হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

৩রা এপ্রিল ২০০৪ তারিখে হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাক্ষাত লাভের জন্য মিশন হাউসে আসেন। সাক্ষাতের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) ওয়াগাদোগো তে আহমদীয়া হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে মন্ত্রী মহাশয়ও হাসপাতাল প্রাঙ্গনে আমের চারা রোপন করেন।

সফরের অসাধারণ পরিণাম প্রকাশ পাবে।

এই ঐতিহাসিক সফরের পর হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) বুর্কিনাফাসোর আমীর জামাত-এর নামে একটি চিঠিতে লেখেন-

"খোদা তা'লার কৃপায় বুর্কিনাফাসোর সফর অসাধারণ ও সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল। এরজন্য আল্লাহ্‌র তা'লার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। জামাতের সমস্ত সদস্য অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং আত্মনিবেদনের নমুনা প্রদর্শন করেছে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, বুর্কিনাফাসোর মাটিতে আহমদীয়াতের যে বীজ বপিত হয়েছে তা অচিরেই চিরস্থায়ী ফল বহন করবে। বুর্কিনাফাসোর মানুষ সত্যিই মহৎ গুণের অধিকারী। আর আমি আনন্দিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে আহমদীয়াতের আলোয় আলোকিত করেছেন। আমি বুর্কিনাফাসোর জামাতের মধ্যে যে সচেতনা লক্ষ্য করেছি তা আমাকে আশ্চর্য করেছে। আশা করি আগামি দুই-তিন বছরে এই সফরের মহান পরিণাম প্রকাশিত হবে এবং জামাত দ্রুত উন্নতি লাভ করবে। ইনশাআল্লাহ॥

(T.9653/1.5.2004)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: আমি আদম সন্তানের নেতা। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.)-এর কল্যাণময় সফরের পর জামাত আহমদীয়া বুর্কিনাফাসো অগ্রগতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এই প্রসঙ্গে বুর্কিনাফাসোতে জামাতের উপর হওয়া আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বর্ষিত কৃপা ও আশিসরাজির বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সব কল্যাণ খিলাফতে আহমদীয়াতের স্নেহছায়া, দিক-নির্দেশনা এবং দোয়ার কারণে হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে টেনে এনে দূরদূরান্তের এই মরুভূমির দেশটির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর ফলে এই দেশের মাটিতে খোদা এক-অদ্বিতীয়র ইবাদতের হক আদায়কারী এবং হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুরাগী এবং হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) -এর প্রেমী তৈরী হচ্ছে। এই সব নিষ্ঠাবানরা সকল প্রকারের কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে আর ক্রমশ তাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় উন্নতি করছে।

মসজিদ, মিশন হাউস নির্মাণ এবং জামাতের সংখ্যা

বুর্কিনাফাসোয় প্রতি বছর মসজিদ এবং মিশন হাউস নির্মিত হচ্ছে। ২০০৪ সালের পর এই কাজে দুর্দান্ত গতি এসেছে। বর্তমানে প্রত্যেকটি প্রদেশেই জামাতের উপস্থিতি রয়েছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বুর্কিনাফাসোয় জামাতের মসজিদের সংখ্যা হল ৪৯৩টি। আর মিশন হাউসের সংখ্যা হল ১৩২টি। বুর্কিনাফাসোয় মোট ৭৪১টি জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বুস্তানে মাহদী

জামাত আহমদীয়া বুর্কিনাফাসোর উপর আল্লাহ তা'লার অজস্র কৃপারাজির অন্যতম হল বুস্তানে মাহদী । বুস্তানে মাহদী ওয়াগাদো শহরে অবস্থিত ৩৭.৫ একরের একটি ভূখণ্ড। এই প্লটটি ওয়াগাদোগো থেকে ঘানা যাওয়ার জাতীয় সড়কে অবস্থিত।

এই পথ দিয়েই ২০০৪ সালে হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) বুর্কিনাফাসো এসেছিলেন। জাতীয় সড়কে অবস্থিত বুস্তানে মাহদীর দৃষ্টিনন্দন বোর্ড লাগানো রয়েছে যা প্রত্যেক পথচারীর সামনে এই যুগের মাহদীর জামাতের আগমণ ও উন্নতির সংবাদ শোনায়। বুস্তানে মাহদীতে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন রয়েছে। ছোট্ট একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মসজিদ রয়েছে যার মিনার রাস্তা থেকে দেখা যায়। অন্যান্য নির্মাণসমূহের মধ্যে মসরূর আই হসপিটাল, বাসভবন, গেস্ট হাউস এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর কলেজ প্রভৃতি রয়েছে। জামাত আহমদীয়া বুর্কিনাফাসোর জলসা গাহও এখানেই অবস্থিত।

জলসা সালানা

বুর্কিনাফাসোতে জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আর ১৯৯০ সালে প্রথম জলসা সালনা থেকে প্রতি বছর জামাত উন্নতির দিকেই অগ্রসর হয়েছে। ব্যতিক্রমী কয়েকটি বছর ছাড়া প্রতিবছর জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৬ সালে বুস্তানে মাহদীতে জলসা গাহ তৈরী করা হয়। স্থায়ী মঞ্চ, জলসার জন্য ভাঁড়ারঘর, অতিথিদের জন্য নানান সুযোগ সুবিধা এবং স্থায়ী স্নানাগার নির্মিত হয়েছে। ২০২২ সালে ৩০তম জলসা সালানা অনুষ্ঠিতে হয় যাতে দশ হাজারের বেশি আহমদী অংশগ্রহণ করেন। প্রায় প্রতি বছর বুর্কিনাফাসোর সালানা জলসায় কেন্দ্রীয় অতিথির প্রতিনিধিত্ব থাকে। ২০২২ সালের কেন্দ্রীয় অতিথি ছিলেন মাননীয় মহম্মদ শরীফ অউদাহ সাহেব।

মজলিসে শুরা

মজলিসে শুরা জামাতের বুনিয়াদি ব্যবস্থাপনার অংশ বিশেষ। বুর্কিনাফাসোয় ১ম জলসা সালানার সাথেই মজলিসে শুরার সূচনা হয়। প্রতি বছর এই ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটছে। ২০২২ সালের জুন মাসে বুর্কিনাফাসোর ৩২তম মজলিসে শুরা নিজ অনন্য ঐতিহ্য বজায় রেখে সেন্ট্রাল হাউস সোমগান্দের বায়তুল মাহদী মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

আহমদীয়া বিশ্বের প্রথম রেডিও স্টেশন

আলহামদোলিল্লাহ। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ব আহমদীয়ার প্রথম রেডিও স্টেশন বুর্কিনাফাসোর বোবোজালাসো থেকে তার প্রথম পথ চলা শুরু করে। আর বর্তমানে এটি খিলাফতে আহমদীয়াতের কণ্ঠ হয়ে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত। ২০০৪ সালে বুর্কিনাফাসোতে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর আগমণ হলে তিনি এই রেডিও স্টেশনটি পরিদর্শন করেন। সেই সময় তাঁর এই বার্তা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল।

"রেডিও ইসলামিক আহমদীয়ার শ্রোতাদেরকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুলিল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে আপনাদের নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আশ্রয় দিন।"

(আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ১৬ই এপ্রিল, ২০০৪)

এরপর বুর্কিনাফাসোতে আরও একটি রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্টেশনটির নাম রাখতে গিয়ে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন, "প্রত্যেক স্থানে রেডিও ইসলামিক আহমদীয়া' নামটি রাখুন।"

(৭জুলাই,২০০৭)

বর্তমানে এখানে চারটি রেডিও ইসলামিক আহমদীয়া পরিষেবা দিচ্ছে। এই স্টেশনগুলি ডউরি, লিও, দোগো এবং বোবোজালাসো-য় অবস্থিত। এছাড়াও আরও ৩৩টি বিভিন্ন প্রাইভেট রেডিও স্টেশন বিভিন্ন ভাষায় দিবা রাত্র জামাতের বাণী প্রচার করে চলেছে। এই রেডিও স্টেশনগুলি জলসা সালানা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এম.টি.এ-র সম্প্রচার, হুযুর আনোয়ারের ভাষণসমূহের সরাসরি সম্প্রচারের দায়িত্বও পালন করে থাকে। জলসা সালানা বুর্কিনাফাসোয় রেডিও জলসা স্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে সমস্ত আহমদীয়া রেডিওগুলিকে যুক্ত করে জলসার অনুষ্ঠানসমূহ সরাসরি সারা দেশে সম্প্রচারিত হয়।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

(আহমদীয়া হাসপাতাল, ওয়াগাদোগো)

১৯৯৭ সালে ভাড়া বাড়িতে মানব সেবা ও হিতৈষার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে শুরু করা একটি ডিসপেন্সারি এক দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজকে হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২০০৪ সাল থেকে এই হাসপাতাল জামাতের নিজস্ব জমি তথা সেন্ট্রাল মিশন হাউসের মধ্যে অবস্থিত। ২০০৪ সালে হুযুর আনোয়ার তাঁর বুর্কিনাফাসো সফরকালে এই হাসপাতালটির উদ্বোধন করেন।

২০২১ সালে হাসপাতালের পরিষেবাসমূহ।

কেবল ২০২১ সালেই হাসপাতালের পক্ষ থেকে দেওয়া পরিষেবাগুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই হাসপাতালটি মানবসেবার ক্ষেত্রে কতটা এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে এই হাসপাতালে ৯জন ডাক্তার, ১৬জন নার্স কর্মী এবং ১৩জন কর্মী ম্যাটরনিটি বিভাগে কর্মরত রয়েছে। এছাড়াও ফার্মেসি ও ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়নদের একটি দল সেখানে কর্মরত রয়েছে। আর রয়েছেন ৪৪জন ভিজিটিং ডক্টর। স্ত্রীরোগ বিভাগে মোট ২০৭৭২জন রুগীর চিকিৎসা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১২৭৩ প্রসূতি মহিলার সন্তান জন্ম হয়েছে। ১০৬টি রুগীর ক্ষেত্রে বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে আর ১৯৫০ প্রসূতি মহিলাকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ৪১৬১টি নবজাতককে টিকা দেওয়া হয়েছে। এই বছর মোট ৭৩ হাজার ৩৮৫ জন রুগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

কোরেনা ভ্যাকসিন সেন্টার

সমগ্র দেশে সরকারের পক্ষ থেকে মাত্র পাঁচটি হাসপাতালে কোরোনা ভ্যাকসিন সেন্টার বানানো হয়েছিল। এই পাঁচটি হাসপাতালের মধ্যে একটি ছিল আহমদীয়া হাসপাতাল, অন্য চারটি ছিল খৃষ্টান চার্চ হাসপাতাল।

রক্তদান কর্মসূচি

প্রতিবছর বুর্কিনাফাসোয় প্রায় সমস্ত অঞ্চলে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সাধারণত মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়া বুর্কিনাফাসোর এক বিরাট সুনাম রয়েছে। এজন্য প্রায় প্রতিবছরই প্রয়োজনের সময় বিভিন্ন হাসপাতালের পক্ষ থেকে জামাতে আহমদীয়ার কাছে রক্তদানের জন্য যোগাযোগ করা হয়। প্রতি বছর প্রায় পাঁচশ ইউনিট রক্ত দান করা হয়।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কিয়ামত দিবসে আমিই হব সর্বপ্রথম 'শাফায়াত' দানকারী আর সর্বপ্রথম আমার 'শাফায়াত' গৃহীত হবে।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

দাতব্য শল্য-চিকিৎসা (চক্ষু)

২০০৫ সালের শেষে বুর্কিনাফাসোর আমীর মাহমুদ নাসের সাকিব সাহেব সৈয়্যদানা আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর নিকট বুর্কিনাফাসোতে পঞ্চাশ জন রুগীর বিনামূল্যে চোখের অপারেশন করার অনুমতি যাচনা করেন। হুযুর আনোয়ার পঞ্চাশটির পরিবর্তে ১০০ জনের অপারেশনের অনুমতি প্রদান করেন। ২০০৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত একশটি অপারেশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর আরও একশ জনের অপারেশনের জন্য আবেদন জানানো হয় যা মঞ্জুর হয়। এরপর যুক্তরাজ্যের জলসার সময় অফিসে সাক্ষাতের সময় হুযুর আনোয়ার আমীর সাহেবকে অপারেশন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচি চলছে আর এখন পর্যন্ত পনেরো হাজার মানুষের বিনামূল্যে চোখের অপারেশন করা হয়েছে।

মসরূর আই ইনস্টিটিউট

একজন মানুষের বিনামূল্যে চোখের অপারেশন দিয়ে শুরু হওয়া এই নিরবধি পুণ্যকর্মের ধারায় আল্লাহ্ তা'লা প্রভূত বরকত দান করেছেন, এতটাই যে এখন একটি বড় হাসপাতাল নিমার্ণের কথা উঠে আসছে। হুযুর আনোয়ার স্বয়ং এই প্রস্তাব দেন আর এটি বুর্কিনাফাসোতে নির্মাণের জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেন। ২০১৭ সালে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যের মজলিস আনসারুল্লাহ্-কে এটি নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় যার ভিত রচিত হয় বুস্তানে মাহদীতে। মসরূর আই ইনস্টিটিউট নামে নির্মিত এই হাসপাতালটি অত্রাঞ্চলে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন এই ধরণের প্রথম চক্ষু হাসপাতাল। বুস্তানে মাহদীতে সওয়া তিন একর জমি এই হাসপাতালের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এখন এখানে একটি দৃষ্টিনন্দন হাসপাতাল ভবন নির্মিত হয়েছে।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর সেবাসমূহ।

সন্ত্রাসবাদের কারণে এদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া হয়ে সরকারি এবং অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আশ্রয় নিয়েছে। এই সব গৃহহীন মানুষদের সহায়তার জন্য হিউম্যানিটি ফার্স্ট বুর্কিনাফাসো একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেমন- শুকনো খাবার বিতরণ, খাদ্য প্রস্তুত করে বিতরণ করা, বস্ত্র বিতরণ করা এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কেবল দুই বছরে কয়েক টন খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য সামগ্রী তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট সেলাই সেন্টার, ওয়াগাদোগো

বুর্কিনাফাসোর রাজধানী ওয়াগাদোগো-য় ২০০২ সাল থেকে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর অধীনে সেলাই সেন্টার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সারা বছর এই সেন্টারের অধীনে ক্লাস চালু থাকে। শত শত ছাত্র-ছাত্রী এই সেন্টার থেকে সেলাইয়ের কাজ শিখে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। ২০০৪ সালে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরকালে হযরত বেগম সাহেবা মাদ্দা জিল্লাহা ওয়াগাদোগোতে পঞ্চাশজন এবং বোবোজালাসোতে দশজন দুঃস্থ মহিলাদের হাতে সেলাই মেশিন উপহার হিসেবে তুলে দেন।

হিউম্যানিটি ফার্স্টের এই সেলাই সেন্টার সফলতার সঙ্গে সচল রয়েছে এবং নিরন্তর উন্নতি করে চলেছে। কোভিড-১৯ এর সময় সর্বত্র ফেসমাস্কের অভাব লক্ষ্যনীয় ছিল। যাদের কিছু মাস্ক মজুত ছিল, তারা সেগুলি অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করতে আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট নিজেদের সেলাই সেন্টারে ফেসমাস্ক উৎপাদনের কাজ শুরু করে আর লোকেদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করতে শুরু করে।

এই সেন্টারের কাজের উৎকৃষ্ট গুণবত্তা এবং উন্নত প্যাকেজিং দেখে অনেক সংস্থা ফেস মাস্ক তৈরীর বরাত দেয়। সেলাই সেন্টারের কর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করে হাজার হাজার উন্নতমানের মাস্ক তৈরী করে। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০০৪ সালে হিউম্যানিটি ফার্স্ট=এর কাজের সমীক্ষা করার পর হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর ভিজিটরস বুকে লেখেন-

"মাশাআল্লাহ! হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর অধীনে ভাল কাজ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সর্বদা আরও বেশি মানবতার সেবা করার তৌফিক দান করুন। আমীন।"

IAAAE

এই সংগঠনের মাধ্যমে বুর্কিনাফাসোয় জনকল্যণমূলক কাজের একাধিক প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। বুর্কিনাফাসোর গ্রাম্য ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া এক কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। 'ওয়াটার ফর লাইফ' প্রকল্পের অধীনে ধারাবাহিকভাবে গ্রাম্য ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য নলকূপ বসানো এবং মেরামতির মাধ্যমে সরবরাহ বজায় রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আদর্শগ্রাম প্রকল্প

এই সংগঠনের অধীনে আদর্শ গ্রাম তৈরী করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিকে নির্বাচিত সেখানে সৌরশক্তির মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, রাস্তা ও গলিতে আলোকস্তম্ভ স্থাপন, মসজিদ ও উপাসনাগারগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছাড়াও গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আদর্শ গ্রাম প্রকল্প গ্রামবাসীদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

বুর্কিনাফাসোয় ডউরি অঞ্চলে মাহদী আবাদ গ্রাম IAAAE এর প্রথম আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর আরও দুটি আদর্শগ্রাম 'সি-এনে' এবং 'মোয়াপেতি'তে তৈরী হয়েছে। চতুর্থ আদর্শগ্রাম হিসেবে বানফোরাকে অঞ্চলে লেতিফাসো গ্রামকে গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সেবাসমূহ

২০০৪ সালের ৩০ শে মার্চ সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.)-এর হাতে ডউরিতে প্রথম আহমদীয়া প্রাথমিক স্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এরপর এ বিষয়ে বুর্কিনাফাসো জামাত অনেক উন্নতি করেছে। আর এখন ২০২২ সাল পর্যন্ত বুর্কিনাফাসোতে নিম্নোক্ত স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। আর সেখানে শত শত শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে।

বর্তমানে ডউরি, কায়া, লিভ, বানফোরা, তিনোকোদোগোতে আহমদীয়া প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অপরদিকে কুদগো, দোগো এবং বুস্তানে মাহদীতে জামাতের কলেজ চলছে। বানফোরেতে একটি কলেজ নির্মাণাধীন রয়েছে।

মসরূর ভবন

কেন্দ্রীয় মিশন হাউসে সোমগান্দেতে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ইউকে-র পক্ষ থেকে মসরূর ভবন নির্মিত হয়েছে। এটি একটি মাল্টিপারপাজ হলঘর যা বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বুর্কিনাফাসোতে আহমদীয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাব নথিভুক্ত হয়েছে। এই ক্লাবের অধীনে মসরূর ভবনে জাতীয় স্তরের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন, বুর্কিনাফাসো

ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষির ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র এই প্রথম জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন ২০১৭ সালে বুর্কিনাফাসোতে স্থাপিত হয়। এখানকার পঠন-পাঠন পুরোটাই ফ্রেঞ্চ ভাষায় হয়। এই জামেয়ার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ফ্রেঞ্চ দেশসমূহ এবং ফরাসি ভাষাভাষির মানুষদের জন্য এটি প্রথম এবং একমাত্র জামেয়া। প্রারম্ভিকভাবে কেবল তিনটি কক্ষ নির্মাণ করে জামেয়ার সূচনা হয়। আলহামদোলিল্লাহ্ প্রথম বছরই বুর্কিনাফাসোর জামেয়াতে চারটি ফ্রেঞ্চ দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসে আর প্রথম বছর পাশ করে। এখন পর্যন্ত এই জামেয়া থেকে তিনটি ক্লাস পাশ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। এই তিন বছরে বুর্কিনাফাসো, নাইজার, বেনিন, মালি, কোঙ্গো কানশাসা এবং কোঙ্গো ব্রাজোভিল-এর মোট ৪৯ জন মুবাল্লিগীন এই জামেয়া থেকে পাশ করেছে। বর্তমানে নয়টি ফ্রেঞ্চ দেশের আটাত্তর জন্য ছাত্র শিক্ষারত রয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) সনদ বিতরণের প্রথম অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিজের বিশেষ বার্তা প্রেরণ করেন। এই বার্তায় জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন বুর্কিনাফাসো সম্পর্কে তিনি এই কথাটিও বলেছিলেন-

যুগ ইমামের বাণী

খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপুত করে দিবেন। - *(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)*

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

This will b great source pride not only for the members of the jamaat in French-speaking countries but for everyone in the whole world of Ahmadiyyat.

আল্লাহ্ তা'লা জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন বুর্কিনাফাসোকে খিলাফতের আশানুরূপ বানিয়ে দিন যাতে আহমদীয়াত বিশ্ব এ নিয়ে গর্ব করে।

আহমদীয়া ছাপাখানা ওয়াগাদোগো

বুর্কিনাফাসোতে ২০০৮ সালে জামাতের ছাপাখানা স্থাপিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই ছাপাখানাটি তবলীগের ক্ষেত্রে বই-পুস্তক সরবরাহ করতে সহায়কের ভূমিকা নিচ্ছে।

অঞ্জা সংগঠনসমূহ

১৯৯০ সাল থেকে বুর্কিনাফাসোয় অঞ্জা সংগঠনগুলির স্থাপনার জন্য চেষ্টা চলছিল। ১৯৯০সালের জুলাই মাসে অঞ্জা সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলির সদর নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় আমীর সাহেব বুর্কিনাফাসোর একটি চিঠির উত্তরে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন- সরাসরি নিযুক্ত করে মজলিসের তরবীয়ত করুন, নির্বাচন পর্ব পরে হবে।"

(তারিখে আহমদীয়াত, বুর্কিনাফাসো, ফাইল-১৯৯০)

আলহামদোলিল্লাহ! বুর্কিনাফাসোয় অঞ্জা সংগঠনগুলি এখন নিজেদের গন্তব্যে পোঁছে গেছে। এখন তাদের মজলিস শুরা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে তারা নিজের নিজের সদর নির্বাচন করেন।

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া

বুর্কিনাফাসোয় মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া নিরন্তর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলেছে। সংগঠনের পরিকাঠামো সমস্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কায়েদ মজলিস এবং অঞ্চলভিত্তিক মজলিসগুলির মধ্যে নিজেদের এলাকার সমৃদ্ধির জন্য খুদ্দামুল আহমদীয়া চেষ্টা করে থাকে আর আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

ফযলে উমর তরবীয়তি ক্লাস

খুদ্দাম ও আতফালদের তরবীয়তের জন্য প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ফযলে উমর তরবীয়তি ক্লাসের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই ক্লাস জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনে ভর্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে প্রত্যাশীদের প্রশিক্ষন এবং ওয়াকফ করার জন্য প্রস্তুত করার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

লাজনা ইমাউল্লাহ্ পশ্চিম আফ্রিকার রিফ্রেশার কোর্স

২০১৯ সালের শেষে মরকযি লাজনা ইমাউল্লাহ্র পক্ষ থেকে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে পশ্চিমি আফ্রিকার লাজনা ইমাউল্লাহ্র পদাধিকারীদের রিফ্রেশর কোর্সের আয়োজন করা হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) এই রিফ্রেশর কোর্সের আয়োজনের দায়িত্ব বুর্কিনাফাসোর হাতে ন্যস্ত করেন। এই রিফ্রেশর কোর্সের আয়োজক দেশ বুর্কিনাফাসো সমেত আরও ছয়টি দেশ-মালি, বেনিন, নাইজার, মারাকো এবং আলজেরিয়া-র জাতীয় লাজনা ইমাউল্লাহ্র সদস্যাবর্গ অংশগ্রহণ করে। মরকযের পক্ষ থেকে ইনচার্য লাজনা ইমাউল্লাহ্র কেন্দ্রীয় ডেস্কের সদস্যাদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। এই রিফ্রেশার কোর্সে ছয়টি দেশ থেকে সর্বমোট ৩১ সদস্যা অংশগ্রহণ করে।

উদ্যম ও সংকল্পের অভিজ্ঞান

২০০৮ সালে খিলাফত জুবিলির বছরে যখন সৈয়্যদানা হযরত আমীর মোমেনীন (আই.)-এর ঘানা আগমণের ঘোষণা হল তখন বুর্কিনাফাসোর খুদ্দামগণ জামাতের ঐতিহ্য বজায় রেখে এক অনন্য ভঙ্গিতে ঘানার জলসায় অংশগ্রহণ করতে মনস্থির করে। এরজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের খুদ্দামদের একত্রিত করা হয়। তিনশ খুদ্দামদের একটি দল বুর্কিনাফাসো থেকে সাইকেলে চেপে ঘানার খিলাফত জুবিলি জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এটি অত্যন্ত কঠিন সফর ছিল। এর জন্য সাহস ও সংকল্পের প্রয়োজন ছিল। সাইকেলগুলির এত দীর্ঘসফরের জন্য উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু সাইকেলগুলির দুর্দশাও খুদ্দামদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দমাতে পারে নি; খুদ্দামরা সমগ্র আফ্রিকা তথা বিশ্বে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই অভিযাত্রী দল বিশেষ পোশাকে প্রেমের বাণী প্রসার করতে করতে অগ্রসর হওয়ার পথে মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছিল। উভয় দেশের মিডিয়া এই ঘটনাটিকে তাদের সংবাদ মাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করেছে। ঘানার জলসার বেশ কয়েকদিন পরেও মিডিয়ায় এই সংবাদের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয় ছিল।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) অত্যন্ত স্নেহ মিশ্রিত ভাষায় এই ঘটনার উল্লেখ করে ২০০৮ সালের ১লা আগস্টের জুমআর খুতবায় বলেন-

"এবছর জলসার একটি আকর্ষণ এবং মিডিয়া খ্যাত জার্মানী থেকে আসা সাইকেল আরোহীগণও ছিল। এটি ছিল ১০০জন যুবকের সাইকেল আরোহীর দল। এটিও সেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ যা এই সমাজে বসবাসকারী যুবকদের হৃদয়ে রয়েছে আর খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে তাদের সেই সম্পর্কের কারণেই খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১০০ জন সাইকেল আরোহীর দল এই কীর্তি স্থাপন করেছে। ..... যদিও জার্মানীর আমীর সাহেব তাঁর সাইকেল আরোহীদের সমর্থন করছিলেন এবং বলছিলেন যে তাদের রাস্তায় অনেক ট্রাফিক থাকে। তাই এই দিক থেকে তাদের কীর্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বুর্কিনাফাসোর এই আফ্রিকান যুবকদেরও এটি অনেক বড় কীর্তি যারা সেখানকার খানা-খন্দে ভরা রাস্তায় ভাঙাচোরা সাইকেল নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে। এমনকি সেখানকার সংবাদমাধ্যমের মনেও এই আশঙ্কা উঁকি দেয় যে, ভাঙাচোরা সাইকেল নিয়ে তারা কি আদৌ নিজেদের গন্তব্যে পোঁছতে পারবে? এছাড়া তাদের কাছে রসদও পর্যাপ্ত ছিল না, উপরন্তু ছিল ভীষণ গরম। অতএব, সমস্ত প্রতিকূলতা বিবেচনায় এই যুবকদের কীর্তি অসামান্য ছিল। যাইহোক সারা বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করলে এই খিলাফত জুবিলির জলসাগুলিতে সাইকেল আরোহীদের অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতায় বুর্কিনাফাসোর খুদ্দামরা শীর্ষে রয়েছে। (খুতবা জুমআ, ১লা আগস্ট, ২০০৮)

২৯ শে মে ২০২০ সালের খুতবা জুমআয় তিনি বলেন-

২০০৮ সালে ঘানার সফর ছিল। বুর্কিনাফাসো থেকেও অনেক মানুষ সেখানে এসেছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলি থেকেও মানুষ এসেছিলেন। আমি জানতে পারি যে বুর্কিনাফাসো থেকে একদল মানুষ এসেছেন যাদের মধ্যে বেশ কিছুজন খাবার পাননি, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। সব থেকে বেশি সংখ্যা তাদেরই ছিল যারা সেখানে গিয়েছিলেন। তিনশ খুদ্দাম সাইকেল চেপে ১৬০০ কিমি পথ পেরিয়ে সেখানে পোঁছেছিলেন। যাইহোক সেখানকার একজন মুবাল্লিগকে আমি বললাম যারা খাবার পায় নি আপনি তাদেরকে কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন আর ভবিষ্যতের তাদের বিষয়ে অবশ্যই যত্নবান হবেন। তাদেরকে কাছে যখন ক্ষমাপ্রার্থনা জানানো হল, তারা উত্তর দিল, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলাম তা আমরা অর্জন করে ফেলেছি। খাবার তেমন বড় বিষয় নয়, প্রতিদিনই তো আমরা খাই।' এই দারিদ্রপীড়িত মানুষগুলির প্রতিদিনও হয়তো খাবার জোটে না। তারা বলল, এই মুহূর্তে আমরা যে খাদ্য খাচ্ছি, যে আধ্যাত্মিকতা থেকে উপকৃত হচ্ছি তা প্রতিদিন কোথায় পাই?

বুর্কিনাফাসোর জামাত এখনও ততটা পুরোনো নয়। আমি যখন সফরে গিয়েছিলাম, আমার ধারণা, সেই সময় দশ-পনোরো বছর পুরোনো জামাত ছিল। এখন ত্রিশ বছর পুরোনো জামাত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এরা নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় উন্নতি করে চলেছে। তাদের জীবনে দারিদ্র এতটাই প্রকট যে, অনেকের কাছে তাদের পরনের একজোড়া কাপড়ই সম্বল। সেই কাপড়েই তিন- চার দিন বা এক সপ্তাহ কাটিয়েছে, উপরন্তু সফর করেছে। খিলাফত জুবিলির জলসা, সেখানে খলীফার উপস্থিতি থাকবে, আমাদেরকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। এই ভাবনা থেকে তারা তিল তিল করে সঞ্চয় করেছে। খোদা তা'লা ভিন্ন এমন ভালবাসা তাদের হৃদয়ে কেই বা সৃষ্টি করতে পারে?

(খুতবা, জুমআ, ২৯ শে মে, ২০২০)

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (MSD)

কঙ্গো ব্রাজাভিল-এ আহমদীয়াতের সূত্রপাত

-সাঈদ আহমদ, ন্যাশনাল সদর ও মিশনারী ইনচার্জ, কঙ্গো ব্রাজাভিল

কোঙ্গো ব্রাজাভিল-এর নাম রিপাপবিলক অফ দি কঙ্গো। একে কঙ্গো ব্রাজাভিল-ও বলা হয়। ব্রাজাভিল হল এদেশের রাজধানী শহর। দেশের জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। ফ্রেঞ্চ এদেশের জাতীয় ভাষা। দেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর। জুন জুলাই এবং আগস্ট এখানে শীতকাল, বছরের বাকি ৯ মাস এখানে বর্ষাকাল। ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্ট দেশটি ফরাসিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।

দেশের ৯৭ শতাংশ জনসংখ্যা খৃষ্টান এবং ২শতাংশ মুসলমান ও স্থানীয় ধর্মাবলী।

কঙ্গোতে জামাত আহমদীয়ার সূচনা

১৯৮৮ সালে কঙ্গো কানশাসার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মাননীয় সিদ্দীক মনোয়ার সাহেব একজন স্থানীয় মুয়াল্লিমকে সেখানে তবলীগের জন্য প্রেরণ করেন আর তিনি নিজেও এক মাসের জন্য সেখানে থেকে এসেছিলেন। এরপর ২০০১ সালে আমীর ও মিশনারী মাননীয় মুহিবুল্লাহ্ সাহেব পুনরায় লোকাল মুয়াল্লিমদের সেখানে পাঠাতে থাকেন, তিনি বই-পুস্তক বিলি করেন আর রেডিও অনুষ্ঠান করেন।

রাজধানীতে মিশন হাউস

২০০৫ সালের জুন মাসে খাকসার সাঈদ আহমদ মুবাল্লিগ সিলসিলাকে কোঙ্গো কানশাসা থেকে যথারীতি জামাতের পক্ষ থেকে মিশন খোলার জন্য ব্রাজাভিল পাঠানো হয়। রাজধানীতে ঘরভাড়া নিয়ে মিশন হাউস খোলা হয়। প্রাথমিকভাবে জামাতের রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার কারণে মুসলমানদের পক্ষ থেকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও প্রিয় হুযুরের বিশেষ দোয়ার কল্যাণে ২০০৭ সালের ৭ই জুন আমাদের জামাতের রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়। আলহামদোলিল্লাহ্॥ রেজিস্ট্রেশনের পর এখন আমরা যথারীতি তবলীগ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি নির্বিঘ্নে এবং সিঃসংকোচে করতে পারতাম।

রাজধানীর বাইরে প্রথম মিশন

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রাজাভিলের বাইরে প্রথম বার পি.এ-তে জামাতের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়। মুয়াল্লিম ইব্রাহিম আতেলা সাহেবেকে তবলীগের উদ্দেশ্যে সেখানো পাঠানো হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে সফলতা লাভ হয় আর আমরা সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নবাগত আহমদীদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করি। ২০০৮ সালে আমরা একটি উপযুক্ত জমির সন্ধান পাই যার আয়তন ছিল ৪০*২৫ বর্গমিটার। শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত এই প্লটটি আমরা অত্যন্ত কম দামে পেয়ে যাই, যেখানে একটি বাড়ি তৈরী করা ছিল। পরে বাড়ির এক অংশে নামায সেন্টার বানানো হয়, হুযুর আনোয়ার যার নাম রেখেছিলেন বায়তুল মাহদী।

প্রথম জাতীয় বাৎসরিক জলসা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের রেজিস্ট্রেশন হতেই ২০০৭ সালের ২৬ শে জুন আমরা প্রথম জাতীয় সালানা জলসা আয়োজন করার তৌফিক লাভ করি। কঙ্গো কনশাসা থেকে আমীর সাহেব জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আসেন। প্রথম জলসায় মোট ৮৬জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। জলসার বিষয়বস্তু ছিল- 'ইসলাম শান্তির ধর্ম।' মেয়রের প্রতিনিধি বলেন, এই প্রথম ইসলামিক কোনও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার ও ইসলামের শিক্ষামালা সম্পর্কে শোনার সুযোগ পেলাম। আমার বেশ ভাল লেগেছে। এই ধরণের অনুষ্ঠান হতে থাকা উচিত যাতে মানুষের মধ্যে সচেতনা তৈরী হয়।

কোঙ্গো ব্রাজাভিলের প্রথম মসজিদ

রাজধানী ব্রাজাভিল থেকে ৭০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রাম হল এমিবি যেখানে আমরা জামাতের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক লাভ করি। মসজিদ নির্মাণের জন্য গ্রামের এক নবাগত প্রবীণ আহমদী আম্বোলা ইব্রাহিম সাহেব তাঁর প্লটের একটি অংশ দান করেন। স্থানীয় আহমদী সদস্যরা শ্রম দানের মাধ্যমে নির্মাণ ব্যয় সংকোচন করতে সক্ষম হন। এর নির্মাণের খরচ কয়েক জন ব্যক্তিই ব্যক্তিগতভাবে বহন করেছেন। ২০০৯ সালের ১৭ই মে যথারীতি মসজিদটির উদ্বোধন হয়। হুযুর আনোয়ার এর নাম রাখেন বায়তুস সালাম। ক্যামারুন নিবাসী মাননীয় আবু বাকার আদামো প্রথম ইমাম এবং মুয়াল্লিম সিলসিলা এই মসজিদের নিযুক্ত হন। উক্ত গ্রামের জামাতের জন্য আবু বাকার মোবেলো সাহেব সদর নিযুক্ত হন, পরবর্তীতে তিনি কঙ্গোর মজলিস আনসারুল্লাহ্র সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। ২০১৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন আর ২০০৯ সালে জামাতের সংবাদ পেয়ে খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে জামাতে আসেন।

২০০৭ সালের আগস্ট মাসে মাননীয় আব্দুর রহীম আরমাল সাহেবেকে রাজধানী থেকে ২৫০ কিমি দূরত্বে এনকাই নামক শহরে তবলীগের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। পরে ইব্রাহিম আতেলা সাহেব মুয়াল্লিমকে তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়। এনকাই কঙ্গোর চতুর্থ বৃহত্তম শহর। অত্রাঞ্চলে আমরা অনেক বড় সফলতা অর্জন করি; গ্রামাঞ্চলে দ্রুততার সাথে জামাতের বাণী পৌঁছনো আরম্ভ হয়।

কোঙ্গো যেহেতু একটি খৃষ্টান প্রধান দেশ আর জামাতের বাণী তাদের জন্য একেবারে নতুন বিষয় ছিল।সাধারণ খৃষ্টানদের কথা না-ই বললাম, খৃষ্টান পাদ্রীরা পর্যন্ত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বারা উপস্থাপিত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সামনে ধরাশায়ী হয়ে যেত। ফলশ্রুতিতে গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে জামাত শিকড় বিস্তার করতে থাকে। ২০০৯-১০ সালে অত্রাঞ্চলে তিনটি মসজিদ তৈরী হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই অঞ্চলে আহমদীয়াত গ্রহণকারী সকলেই ছিল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। এছাড়া গ্রাম্য অঞ্চলে স্থানীয় জামাত মসজিদ নির্মাণের জন্য বিনামুল্যে জায়গা দান করে থাকে। একদিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে ক্রুশ খণ্ড-বিখণ্ডিত হচ্ছে, অপরদিকে খোদা তা'লার একত্ববাদের ধ্বজা উড্ডীন হচ্ছে। আলহামদোলিল্লাহ্

তবলীগের ময়দানে সফলতা লাভ এবং বিরোধিতা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২০০৮ সালে শতবর্ষ খিলাফত জুবিলির পর সমগ্র কঙ্গোতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-বাণী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রশ্নোত্তর সভা, উন্মুক্ত সভায় মাইকের সাহায্যে তবলীগ, অলিতে-গলিতে, বাজারে বন্দরে হ্যান্ডবিল বিতরণ এবং প্রাইভেট চ্যানেল ডি.আর.টিভিতে অনুষ্ঠান প্রচারের কর্মসূচি গৃহীত হয়। আল হামদোলিল্লাহ। সমস্ত প্রোগ্রাম অত্যন্ত সফলভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় সৌদী থেকে পড়ে আসা এক অধম মৌলবী কঙ্গোতে জামাতের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। প্রথমে সে সারা দেশ ঘুরে ঘুরে নিজেদের প্রতিটি মসজিদে গিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কানি দেয় আর জামাতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রত্যেকটি মঞ্চে তার প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়। এছাড়াও টিভিতেও একাধিক বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে আমাকে বলেছিল, 'আমি তোমাদেরকে দেশ ছাড়া করে দেখাব।' আমি তাকে বার বার বলেছি, 'তোমাদের বাপ-দাদারা জামাতের বিরোধিতা করতে করতে কবরে পৌঁছে গেছে। কিন্তু জামাত একের পর এক উন্নতির শিখর স্পর্শ করতে থেকেছে। এমনকি কঙ্গোতে পৌঁছে গেছে। তুমি জামাতকে ধ্বংস করতে চাও। আমি তোমাকে আজকের দিনে বলছি, আমার কথাটি লিখে নাও, এরপর থেকে ইসলাম আহমদীয়াতের নামেই মানুষ কঙ্গোকে চিনবে আর তোমরা সকলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ঘটনার কিছু কাল পর থেকেই এখন কঙ্গোতে জামাত আহমদীয়ার সুবাদে ইসলাম শান্তির ধর্ম হিসেবে পরিচিত। পাদ্রীরা যখনই আমাদের সামনে মুসলমানদের কুকীর্তির কারণে ইসলামের উপর আক্রমণ করতে শুরু করে আর তাদের সাংবাদিকরা নিজে থেকেই এই কথা বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেয় যে আহমদীরা অন্যান্য মুসলমানদের মত নয়, এরা শান্তিকামী ।

পাদ্রীদের সঙ্গে মুবাহাসা

শান্তি প্রসঙ্গে তথ্যসমৃদ্ধ অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং উচ্চমানের বিতর্ক সভার জন্য কঙ্গো টিভির পক্ষ থেকে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরফলে জামাত আহমদীয়া কঙ্গোয় পরিচিতি লাভ করেছে।

পুস্তক প্রদর্শনী

জামাতের বই-পুস্তকও তবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সারা দেশব্যাপী এর প্রদর্শনীকে কাজে লাগানো হচ্ছে আর হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরী হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিনামূল্যে পামফ্লেটসও বিতরণ করা হচ্ছে।

রাজধানীর বুকে মরকযী সেন্টার

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কোঙ্গোর রাজধানী ব্রাজাভিলে আমরা ৯৭২বর্গ মিটার একটি ভূ-খণ্ড ক্রয় করার তৌফিক লাভ করেছি। এই জমিতে একটি বিরাট বাসভবন নির্মিত ছিল যেটিকে মেরামত করে মিশন হাউসের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ১২০ বর্গমিটার অংশ বাজামাত নামায এবং জুমাআর জন্য ব্যবৃহত হয়। এই হলঘরে প্রায় ২০০ ব্যক্তি নামায পড়তে পারে। ৪৫০ বর্গমিটারের স্থান এখনও ফাঁকা রয়েছে যেখানে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২০১১ সালে কোঙ্গোতে হিউম্যনিটি ফার্স্ট সংগঠনটি নথিভুক্ত হয়। তখন থেকে কানাডার হিউম্যানিটি ফার্স্ট সংগঠনের সহায়তা আর্ত মানবতার সেবা করার তৌফিক লাভ করছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট কানাডার সহায়তায় দুটি প্রাইমারি স্কুল, একটি ক্লিনিক এবং একটি সেলাই সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আলহামদোলিল্লাহ।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর স্কুলগুলি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে তৈরী করা হয়েছে যেখানে ১১৪ জন ছাত্র পড়াশোনা করছে।

জলসা সালানা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কোঙ্গো ব্রাজাভিল-এ ২০০৭ সালে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এখন পর্যন্ত দশটি কেন্দ্রীয় জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সারা দেশ ব্যপী সমস্ত আহমদীদেরকে জলসা সালানা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য আঞ্চলিক জলসার আয়োজন করানো হয়।

মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মাণ

২০০৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১২টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ১১টি মিশন হাউস রয়েছে, যেখান থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী কঙ্গোর প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে পোঁছে যাচ্ছে। একথাও উল্লেখযোগ্য যে, এখানে যারা জামাতে আহমদীয়ায় প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী, যারা নিজেদের হাতে ক্রুশ ভেঙে খান খান করে আহমদীয়াতের সুবাদে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হচ্ছে।

লাইবেরিয়ায় আহমদীয়াতের অগ্রগতি

-চৌধুরী নাঈম আহমদ বাজওয়া, প্রিন্সিপাল জামিয়াতুল মুবাশ্বিরীন, বুর্কিনাফাসো

১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে জামাত আহমদীয়া সিরালিওনের জলসা সালানা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) জামাতের সদস্যদের প্রতি দেওয়া বার্তায় বলেন-

"আপনাদের দেশ চতুর্দিক থেকে এমন সব এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত যারা আহমদীয়াত সম্পর্কে অনবহিত। তাই আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায় আর আপনাদের কাজের অনেক সুযোগ তৈরী হয়। তাই আপনারা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করে নিজেদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাকে তীব্র করুন, আর শুধু নিজেদের এলাকাতেই নয়, বরং লাইবেরিয়া এবং ফ্রেঞ্চ আফ্রিকান এলাকাতেও তবলিগের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিন তুলে।"

(রোযনামা আল ফযল, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর নির্দেশে তৎকালীন সিরালিওন-এর আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মৌলানা মহম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী সাহেব অবিলম্বে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সিরালিওন জামাতের কতিপয় নিষ্ঠাবান আহমদীদের মাধ্যমে লাইবেরিয়ায় বই-পুস্তক পাঠাতে শুরু করেন। ১৯৫২ সালের জুন মাসে তিনি নিজে লাইবেরিয়া আসেন এবং সেখানে একমাস অবস্থান করেন। সফরকালে তিনি খৃষ্টান মিশন, স্কুল এবং কলেজে জামাতের পরিচিত তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন মুসলমান নেতাদের সঙ্গে সক্ষাত করেন। এর পাশাপাশি সফরকালে তিনি লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম ইয়াবম্যানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি তাঁর কেবিনেটের মন্ত্রীদের নিকট জামাতে পরিচিতি তুলে ধরেন আর বই-পুস্তক উপস্থাপন করেন।

১৯৫৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) লাইবেরিয়াতে মিশন হাউস খোলার অনুমতি প্রদান করে আর সিরালিওনে খিদমতরত সুফি মহম্মদ ইসহাক সাহেবের নাম লাইবেরিয়ার মিশন হাউসে প্রথম কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ হিসেবে উঠে আসে। হুযুর বলেন, তাড়াতাড়ি চেষ্টা কর যাতে গোটা লাইবেরিয়া আহমদী হয়ে যায়। মাননীয় সুফি মহম্মদ ইসহাক সাহেব ৬ই জানুয়ারী লাইবেরিয়া পোঁছে সেন্ট্রাল মানরেভিয়ার ক্যারি স্ট্রীটে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তবলীগের কাজ শুরু করেন। তাঁর তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে একে একে মানুষ জামাতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে।

তিনি রাজধানী ছাড়া কাকাতা, বোমি হিলস টুবমানবার্গেও জামাতের বাণী পোঁছে দেওয়ার জন্য তবলীগি সফর করেন। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে তিনি সেদেশের রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম টুবম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। সাক্ষাতের সময় তিনি রাষ্ট্রপতিকে জামাতের বই-পুস্তক তুলে দেন। এছাড়াও তিনি আহমদীয়া বুক-শপ নামে একটি দোকানও চালু করেছিলেন যেখানে জামতের বই-পুস্তক ছাড়া অন্যান্য পাঠক্রমের বই পুস্তক ও বিভিন্ন প্রকারের বই-পুস্তক রাখতেন। এই বুক-শপটি ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত চালু থাকে।

রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশ্যে জামাতের বাণী

১৯৫৯ সালে মৌলানা মহম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী সাহেব লাইবেরিয়াতে নিযুক্ত হন। লাইবেরিয়া সেই সময় জাতিসংঘ এবং বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মর্যাদা রাখত। তাই সেদেশে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সফর ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। মৌলানা সাহেব এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রনেতাদেরকে জামাতে আহমদীয়ার বই-পুস্তক দেওয়া শুরু করেন। এরপর মাননীয় মুবারক আহমদ সাকি সাহেবের যুগের এই ধারা অব্যাহত ছিল। সেই সময় নিম্নলিখিত রাষ্ট্রনেতাদেরকে জামাতের বই-পুস্তক দেওয়া হয়।

স্যার জেমস রবার্টসন (গভর্ণর জেনারেল, নাইজেরিয়া)

কোয়ামে নিকরোমা (প্রধানমন্ত্রী, ঘানা)

সেকো টোরে। (রাষ্ট্রপতি, গিনি কোনাকিরি)

গ্যাগ হ্যামারশোল্ড (সাধারণ সচিব, জাতিসংঘ)

হেইলি সালাসি (ইথিওপিয়ার বাদশাহ)

এছাড়াও মরোক্কোর প্রধানমন্ত্রী, মোরিতানিয়া, চাড, গ্যাবন প্রমুখ দেশের রাষ্ট্রপতিদেরকেও জামাতের বই-পুস্তক দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে জনৈক খৃষ্টান মুন্নাদ বিলি গ্রাহাম লাইবেরিয়া সফরে আসেন, তখন তাঁকেও মৌলানা মহম্মদ সিদ্দীকি অমৃতসরী সাহেবের পক্ষ থেকে সংলাপের জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি সম্মত হন নি।

সংবাদপত্র, রেডিও এবং টিভিতে জামাতের প্রচার

মাননীয় মুবারক আহমদ সাকি সাহেব ১৯৬১ সালে লাইবেরিয়ার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা ডেইলি লিসেনার পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। প্রবন্ধগুলিতে তিনি ইসলাম ও আহমদীয়াতের পরিচিতি তুলে ধরতেন। ১৯৬২ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় লাইবেরিয়া রেডিও-য় ইসলামের প্রতিনিধিত্বে একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। ১৯৬৪ সালে যখন লাইবেরিয়ায় যথারীতি টিভিতে সম্প্রচার শুরু হয়, তখন সেখানেও নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারিত হত। এক্ষেত্রে টিভি প্রবন্ধকদের পক্ষ থেকে দিনের সম্প্রচারের পর বিভিন্ন ধর্মের নেতাদের দোয়া সংবলিত বাণী উপস্থাপন করার ধারা সূচিত হয় আর ইসলামের প্রতিনিধিত্বে আহমদী মুবাল্লিগগণ বছরের পর বছর ধরে এই সেবা করে আসছে।

প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আফ্রিকান মুবাল্লিগদের আগমণ

লাইবেরিয়ায় জামাত আহমদীয়ার বাণী পোঁছে দিতে সেখানকার কতিপয় স্থানীয় মুবাল্লিগদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য, যারা বিভিন্ন সময় লাইবেরিয়া এসে কিছু সময় থেকে সেখানে তবলীগের কর্তব্য পালন করতেন। যেমন- সিরালিওনের মাননীয় ফায়া কিসসি, গাম্বিয়া থেকে আল হাজ আব্দুল কাদির জিকনি, ঘানা থেকে জিবরীল সাঈদ এবং সিরালিওন থেকে সোনোসি সেসে বিভিন্ন সময়

লাইবেরিয়া এসে তবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন।

লাইবেরিয়ার প্রথম মসজিদ।

লাইবেরিয়ায় মিশন হাউসের পথ চলা শুরু হয় একটি ভাড়া বাড়ি দিয়ে। ১৯৬৭ সালে মাননীয় মুবারক আহমদ সাকি সাহেবের প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শহরের একেবারে কেন্দ্র স্থলে একটি ছোট্ট ভূখণ্ড ক্রয় করার তৌফিক লাভ হয় যেখানে ১৯৬৯ সালে মিশন হাউস স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তীকালে এখানেই একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়। লাইবেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় মসজিদটি অগ্নি সংযোগ ঘটানো হয়েছিল আর সেই একই স্থানে অনেক সুন্দর আরও একটি মসজিদ পুনরায় নির্মাণ করা হয়। যার নাম বায়তুল মুজীব। ইসলামের পরিচিতিমূলক ছবি হিসেবে এই মসজিদের ছবি লাইবেরিয়ায় স্কুলে পাঠ্যপুস্তকে ছাপানো হয়েছে।

লাইবেরিয়ার প্রথম জলসা সালানা

১৯৬৭ সালের ৫ই নভেম্বর প্রথম বার জামাত আহমদীয়া লাইবেরিয়ায় জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল একদিনের জলসা যা পেগওয়ে টাউনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জলসা দুটি অধিবেশন ছিল যেখানে আহমদীদের ছাড়া অ-আহমদী মুসলমানেরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। জলসার সময় চারটি বয়আত গৃহীত হয়েছিল। জলসা সালানার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহে.) -এর পক্ষ থেকে বিশেষ বার্তা প্রেরণ করা হয় যা জলসায় পাঠ করে শোনানো হয়।

লন্ডনের ফযল মসজিদে লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতির আগমণ

১৯৬৫ সালে লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম টাবম্যান যুক্তরাজ্যে সরকারি সফরে আসেন। সেই সময় লন্ডন মসজিদের ইমাম তাঁকে মসজিদ ফযলে আসার আমন্ত্রণ জানান যা তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে হেগ থেকে স্যর যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবও চলে আসেন যিনি সেই সময় হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে সেবারত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি মহাশয় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে ভীষণ আনন্দিত হন। রাষ্ট্রপতি মহাশয়কে ফযল মসজিদে আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় যার উত্তরে তিনি বলেন লাইবেরিয়ায় জামাত আহমদীয়া এবং এর সেবামূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি ভালভাবে জানেন। এরপর রাষ্ট্রপতি মহাশয় মসজিদের ইমাম বশীর আহমদ রফীক সাহেবকে লাইবেরিয়ার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসার আমন্ত্রণ জানান। ইমাম বশীর আহমদ রফিক সাহেব তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৯৬৮ সালের ২৬ শে জুলাই লাইবেরিয়ার স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে সরকারি অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহে.)এর সফর

১৯৭০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহে.) আফ্রিকা সফরে ২৯ ও ৩০ শে এপ্রিল লাইবেরিয়ারও সফর করেন। যদিও হুযুর জামাতের সফরে লাইবেরিয়া এসেছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম টাবম্যান সরকারের পক্ষ থেকে হুযুরকে প্রোটোকল প্রদান করেন আর ডুকর কন্টিনেন্টাল হোটেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। ২৯ শে এপ্রিল হুযুর দুপরে বিমানবন্দরে পৌঁছলে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার জামাতের সদস্যদের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যায় হুযুর রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনে সাক্ষাত করে পাকিস্তানের এক শিল্পকলা উপহার দেন। হুযুর তাঁর সফর কালে একটি প্রেস কনফারেন্সের মুখোমুখি হন। এছাড়াও জামাতের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করে জামাতের উন্নতির বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। ৩০ শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি মহাশয়া হুযুর (রহে.) এর সম্মানে নেমন্ত্রনের ব্যবস্থা করেন যেখানে সরকারি উচ্চ পদস্থ অফিসারবর্গ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য ধর্মের নেতাগণ আমন্ত্রিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মহাশয়া হুযুর (রহে.) কে অভিবাদনমূলক একটি পত্রে লেখেন-

It was a great privilage to have the spiritual king of the present age in their midst on whose prayers was always heard.

"অর্থাৎ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এই যুগের আধ্যাত্মিক বাদশাহ এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তিনি সেই কল্যাণমণ্ডিত সত্তা যার দোয়া সব সময় গৃহিত হয়।"

এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মহাশয়া ঘোষণা করেন যে, লাইবেরিয়া সরকারের পক্ষ থেকে হুযুর এবং জামাতকে ১০০ একড় জমি উপহার দেওয়া হচ্ছে। পরে সানওয়ে টাউনে সেই জমি জামাতকে দেওয়া হয়। হুযুর সেই রাতেই লাইবেরিয়া থেকে গ্যাম্বিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

লাইবেরিয়ায় প্রথম স্কুল এবং ক্লিনিক

সেনুসি সেসে সাহেব সিরালিওন থেকে জামাতের ব্যবস্থাপনার অধীনে লাইবেরিয়ার কেপ মাউন্ট কাউন্টির এলারগো নামক একটি গ্রামে বাস করতেন যেখানে তিনি বাচ্চাদেরকে স্কুলের মত করে পড়াতেন। এই ক্লাসগুলিই পরবর্তীতে লাইবেরিয়ায় স্থাপিত জামাতের প্রথম স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। ক্লিনিক চালু করার জন্য মাননীয় ডক্টর নাসীর আহমদ মুবাশ্বের সাহেবকে জামাতের পক্ষ থেকে লাইবেরিয়া পাঠানো হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় লিঞ্চ স্ট্রীটেই মিশন হাউস সংলগ্ন একটি ভাড়া বাড়িতে ২৯ নভেম্বর, ১৯৮৩ তারিখে জামাতের প্রথম ক্লিনিকের সূচনা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.)-এর সফর

১৯৮৮ সালে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) পশ্চিম আফ্রিকার সফরে আসেন, তখন সুযোগ পেয়ে তিনি ৩১ জানুয়ারী থেকে ২রা ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত দু'দিনের জন্য লাইবেরিয়াও আসেন। ৩১ জানুয়ারী সিরালিওন থেকে রওনা হয়ে দুপুর নাগাদ লাইবেরিয়া পৌঁছন। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে ওথেলো গোঙ্গার সাহেব আরও অন্যান্য আহমদী সদস্যদের সঙ্গে বিমানবন্দরে হুযুর (রহে) কে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। সরকারের পক্ষ থেকে হুযুরকে সরকারি প্রোটোকল দেওয়া হয়েছিল। হুযুর পুলিসের এসকোর্টে হোটেল আফ্রিকায় পৌঁছন। ১লা ফেব্রুয়ারী হুযুর রাষ্ট্রপতি স্যামুয়েল কায়োন ডোর -এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং লাইবেরিয়া সরকারকে জামাতের পক্ষ থেকে চিকিৎসা, শিক্ষা এবং কৃষি বিভাগে সহযোগিতার আশ্বাস দেন, অপরদিকে লাইবেরিয়ার উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর হ্যারী এফ মোনিবা সাহেব হুযুরের হোটেলে এসে সাক্ষাত করেন। ১লা ফেব্রুয়ারী হুযুরের সম্মানে জামাত আহমদীয়া লাইবেরিয়ার পক্ষ থেকে একটি নৈশভোজের আয়োজন করা যেখানে লাইবেরিয়া সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, সেনা অফিসার, রাষ্ট্রদূতদের প্রতিনিধি এবং মুসলিম নেতারা অংশগ্রহণ করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী রওনা হওয়ার পূর্বে মজলিস আমেলার উদ্দেশ্যে হুযুর একটি ভাষণ দান করেন এবং দুপুর দু'টোর সময় আইভোরি কোস্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

লাইবেরিয়ার উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সাক্ষাত

২০০৯ সালের লাইবেরিয়ার উপরাষ্ট্রপতি জোযেফ এন. বোয়াকায় যুক্তরাজ্যে সরকারি সফরে আসেন। সেই সময় জামাতের পক্ষ থেকে তাঁকে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলা হয়। ২০ মে ১৯জন প্রতিনিধি দল নিয়ে তিনি বায়তুল ফুতুহ মসজিদে এসে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং মধ্যাহ্নভোজ ও করেন। তিনি হুযুর আনোয়ারকে লাইবেরিয়ায় ভ্যাকেশনাল স্কুল খোলার অনুরোধ করেন। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর পক্ষ থেকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় অত্যন্ত সুচারুভাবে লাইবেরিয়ার মানুষের সেবা করে চলেছে।

লাইবেরিয়া জামাতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং উন্নতির রূপরেখা

২০০৫ সালে লাইবেরিয়ার সাধারণ নির্বাচনের পরিণামে ধীরে ধীরে গৃহযুদ্ধের পর মানুষের জীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসছে আর মুবাল্লিগদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে যার কারণে জামাতের উন্নতিও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। বর্তমানে লাইবেরিয়ায় ১০জন মরকযি মুবাল্লিগ এবং ১৫ জন স্থানীয় মুয়াল্লিম সেবা দান করছেন, যাদের অধিকাংশ ঘানার জামিয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। লাইবেরিার ১০ লাউন্টেনার-এ জামাতের ২৩৬টি স্থানীয় জামাত এবং ২৭টি মিশন হাউস রয়েছে। চিকিৎসার ময়দানে

জামাত উল্লেখযোগ্য সেবা করার তৌফিক পাচ্ছে। বর্তমানে এদেশে জামাতের পাঁচটি হাসপাতাল সচল রয়েছে যেখানে উৎসর্গিত চিকিৎসকরগণ মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে জামাতের দুটি প্রাথমিক স্কুল, দুটি জুনিয়র হাইস্কুল এবং একটি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল চলছে। অনুরূপভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর অধীনে একটি ভকেশনাল কলেজ এবং পাঁচটি প্রাইমারী স্কুল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবাদান করছে।

লাইবেরিয়ায় জামাত আহমদীয়ার নাম সরকারি স্তরে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বত্রই সুপরিচিত এবং জামাতের সেবামূলক কাজের সুবাদে সেদেশে সকলের নিকট সমাদৃত। আল হামদোলিল্লাহ আলা যালিক।

নাইজারে জামাতের অগ্রগতি

চৌধুরী নাঈম আহমদ বাজওয়া, প্রিন্সিপাল জামিয়াতুল মুবাশ্বিরীন, বুর্কিনাফাসো

প্রারম্ভিক তবলীগি প্রচেষ্টার ইতিকথা

১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতিবেশী দেশ নাইজেরিয়া এবং বেনিন থেকে বিভিন্ন সময়ে জামাতের তবলীগি দল নাইজারে আসতে থেকেছে। তারা দেশের রাজধানী এবং কিছু কিছু অঞ্চলে মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছে দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যেতেন। অনুরূপভাবে ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে নাইজেরিয়া থেকে আসা একটি তবলীগি দলের প্রচেষ্টার পরিণামে নিয়ামায় তিন ব্যক্তি বয়আত করার তৌফিক পান। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'খালিদ আব্দুল্লাহ্ যিনি আমৃত্যু নিজের অঙ্গীকার রক্ষায় অবিচল ছিলেন। তিনিই ছিলেন নাইজারের প্রথম আহমদী হওয়ার গৌরব অর্জনকারী ব্যক্তি।

বেনিনের আমীর মাননীয় সাফদার নাযীর গোলেগী সাহেব ১৯৯০ সালে নাইজারের রাজধানী নিয়ামা আসেন তবলীগি সফরে। শহরে অবস্থিত দূতাবাসে গিয়ে তিনি জামাতের পরিচয় দেন এবং বই-পুস্তক দেন। তিনি দোসে অঞ্চলের সম্রাটের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন এবং ইসলামের বাণী পৌঁছে দেন। তিনি নিয়ামায় অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসেও যান।যখন তিনি সেখানে নিজের পরিচয় জানান এবং বলেন যে, তিনি রাবোয়া থেকে এসেছেন,তখন মাননীয় গুয়ুর সাহেব (এম্ব্যাসাডার) উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হন এবং বলেন, আপনি তো আমার শিক্ষক হাফিয মির্যা নাসির আহমদ সাহেবের শহর থেকে এসেছেন। তিনি মুবাল্লিগের বেশ খাতির আপ্যায়ন করেন এবং তাঁর সঙ্গে সম্মানপূর্বক আচরণ করেন।

মাননীয় নাসের আহমদ সিধু সাহেব 'বোপো', নাইজারের প্রথম মুবাল্লিগ। এই জামাতটি তালাবির অঞ্চলের ডিপার্টমেন্ট ১৩-য় শহর থেকে ৩০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। গ্রামের সকলেই ওয়াহাবি মতবাদের অনুসারী ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর অ-আহমদী ওয়াহাবিদের পক্ষ থেকে ভীষণ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। বিরোধিতা এখনও পুরোপুরি শেষ হয় নি।

বেনিনের আমীর মাননীয় হাফিয এহসান সিকান্দর সাহেবের প্রচেষ্টায় ২০০০ সালের ২২ শে ডিসেম্বর নাইজারে যথারীতি জামাতের রেজিস্ট্রেশন হয়। মাননীয় আরিফ মাহমুদ শাহযাদ সাহেবকে ২০০১ সালে প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

জামাতের উন্নতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২০২২ সালের ২২ শে জুন পর্যন্ত ৪৬৭টি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিশন হাউসের সংখ্যা ৫২টি। সারা দেশে ১০টি লাইব্রেরি রয়েছে। আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মাননীয় আসাদ মুজীব সাহেব ছাড়াও আরও ১৪জন মরকযি মুবাল্লিগ এবং ১২ জন স্থানীয় মুয়াল্লিম জামাতের সেবা করছেন। সারা দেশে মোট ৪টি আহমদীয়া প্রাইমারি স্কুল এবং একটি আহমদীয়া মুসলিম ক্লিনিক সচল রয়েছে। আরও একটি ক্লিনিক নির্মাণাধীন রয়েছে। জামাতের পক্ষ থেকে দেশে নির্মিত মসজিদের সংখ্যা ৭৩টি। IAAAE-এর পক্ষ থেকে দু'টি আদর্শ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এদেশে মুসীদের সংখ্যা ৫৮ আর ওয়াকফীনদের সংখ্যা ৩৮জন। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর পক্ষ থেকে ৩টি সেলাই স্কুল কাজ করছে। অনুরূপভাবে মাদ্রাসা আহমদীয়া জামাতের তরবীয়তের কাজে নিজের ভূমিকা পালন করছে।

নাইজারে প্রথম জাতীয় সালানা জলসার সূচনা হয় ২০০৫ সালে। প্রথম জাতীয় মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালে। মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম জাতীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭সালে। আর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র প্রথম জাতীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। ২০০৭ সালে মাননীয় আকবার আহমদ তাহের সাহেবকে নাইজারের প্রথম আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়।

প্রথম আহমদীর বৃত্তান্ত

নাইজারের প্রথম আহমদী মাননীয় খালিদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে বয়আত করার তৌফিক পান। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয় ২০০৪ সালে বেনিনের পারাকো-য়। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়ার পর হুযুর বলেন, আপনি তো বলতেন, জানি না আবার কবে সাক্ষাত হবে? আজ আবার সাক্ষাত হয়ে গেল। হুযুর আনোয়ার তাঁকে হাত ধরে নিজের অফিসে নিয়ে যান আর সেখানে 'আলাইসা আল্লাহু' খোদিত আংটি পরিয়ে দেন। তিনি সব সময় এই আংটিটি যত্ন করে রাখতেন।

তিনি জামাতের বিভিন্ন পদে সেবা করেছেন আর তিনি নাইজারের প্রথম মুসীও ছিলেন। অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির পুণ্যবান এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত মানুষ ছিলেন। ২০১৪ সালে ৬৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথম আহমদী বাদশাহর কথা

মাননীয় আলহজ্জ উমর ইব্রাহিম সাহেব ১৯৬০ সালে আগাদেশ রিজনের ৫১তম সুলতান (বাদশাহ) নির্বাচিত হন। তিনি ২০০৩ সালে বেনিনের পোর্তোনোভোয় বয়আত করেন। ২০০৪ সালে যখন হুযুর আনোয়ার বেনিন আসেন, তখন তিনি তাঁর ১২ সদস্যের দল নিয়ে তিন-চার দিনের দীর্ঘ সফর করে সাক্ষাতের জন্য আসেন। ২০১২ সালে ৭৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১২সালের ১৬ই মার্চ তারিখের খুতবায় তাঁর কথা উল্লেখ করেন।

মিশন হাউস স্থাপন

নিয়ামে শহরে মিশন হাউস স্থাপন

নিয়ামে হল নাইজারের বৃহত্তম শহর। নাইজার নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর ১৯২৬ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর এদেশের রাজধানীর মর্যাদা পায়।

২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে নিয়ামে শহরের বানি ফন্ডো মহল্লায় প্রথম জামাতীয় মিশন স্থাপিত হয়। ২০০১ সালে ৪০০ বর্গমিটারের একটি বাড়ি ক্রয় করা হয় যেখানে থাকার কোয়ার্টার ছাড়া একাংশকে অফিস এবং নামায সেন্টারের জন্য পৃথক করা হয়েছে।ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে ২০০৫ সালে এই বাড়িটিকে জামাতের জাতীয় মুখ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। 'সাইট ডেপুটি' মহল্লায় ২০০৬ সালে মেয়রের পক্ষ থেকে জামাতকে ১২০০০ বর্গমিটারের একটি ভূ-খণ্ড দেওয়া হয় যার মধ্যে ২০০৮ সালে আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। নিয়ামে শহরে যথারীতি মিশনের শুরু হয় ২০১২ সালে।

তোওয়াডি টাউনের একটি জামাত 'সেনোহোবে'-য় ২০১৫ সালে মসজিদ নির্মিত হয়। ২০১৫ সালেই তোরোয়াডি শহরে মসজিদ এবং মুয়াল্লিম হাউস নির্মাণ করা হয়।

মারাদি শহরে মিশন স্থাপন

মারাদি হল নাইজারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ২০০১ সালে এখানে নিয়ামের পর যথারীতি জামাতের প্রথম মিশন খোলার তৌফিক লাভ হয়। 'তাম্বারা ওয়া' গ্রাম অত্রাঞ্চলের প্রথম জামাত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। এতদঅঞ্চলের প্রথম মসজিদও এখানেই নির্মিত হয়েছে।

বারনিকোনি শহরের মিশন স্থাপন

বারনি কোনি শহরে ২০০৪ সালে মিশনের ভিত স্থাপিত হয়। 'রাডোডাওয়া' জামাতে জামাতের প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। প্রথম জাতীয় জলসা সালানাও এই জামাতেই অনুষ্ঠিত হয়। শহর থেকে ১৩ কিমি দূরত্বে অবস্থিত 'সারনাওয়া'-য় ২০০৮ সালে মসজিদ এবং মুয়াল্লিম হাউস নির্মিত হয়। ২০১০ সালে শহরের প্রধান সড়ক সংলগ্ন ১৬০০ বর্গমিটারের একটি প্লট কিনে সেখানে মিশন হাউস নির্মাণ করা হয়। ২০২১ সালে

শহরে আহমদীয়া মুসলিম ক্লিনিক নির্মিত হয়।

তালাবির শহরে মিশন স্থাপন

তালাবির শহরের ডিপার্টমেন্ট ১৩–য় ১৯৯৯ সালে 'বোপো' গ্রাম সর্বপ্রথম আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করে। বোপো নাইজারের প্রথম জামাত হওয়ার মর্যাদা রাখে। ২০১৩ সালে এখানে যথারীতি মিশন খোলা হয়। তেরোয় ২০১৫ সালে মসজিদ এবং মুয়াল্লিম হাউস নির্মাণ করা হয়।

তালাবিরে যথারীতি মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে। মেয়রের পক্ষ থেকে ২০১৩ সালে জামাতকে ১২০০০ বর্গমিটারের একটি প্লট দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে মিশন হাউ, মসজিদ এবং প্রাচীর দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ২০১৫ সালে মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। 'ওয়ালাম' নিয়ামে এবং তালাবির থেকে ৮০ কিমি দূরের একটি মফসসল যেখানে ২০১৫ সালে মিশন খোলা হয়।

ডোগন ডোচি শহরে ২০১৩ সালের অক্টোবরে মিশন স্থাপিত হয়। মেয়রের পক্ষ থেকে ৩২০০ বর্গমিটারে একটি প্লট দেওয়া হয় যাতে ২০১৭ সালে প্রাচীর দেওয়ার পর মুয়াল্লিম হাউস নির্মাণ করা হয়। ২০২১ সাল শহরের কেন্দ্রস্থলে মেয়রের পক্ষ থেকে আরও একটি প্লট জামাতকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয় যেখানে রিজিনাল মসজিদ এবং সেলাই স্কুল নির্মাণ করা হয়।

দোসো শহরে মিশন হাউস স্থাপন

২০১৬ সালের অক্টোবরে যথারীতি এখানে মিশন স্থাপিত হয়। শহরের প্রাইভেট টিভি চ্যানেল 'ক্যানাল' –এর হুযুর আনোয়ার–এর খুতবা লাইভ সম্প্রচারিত হয়।

গুডাঁ রোমজি শহরে মিশন

২০১৪ সালে গুডাঁ রোমজি শহরে মসজিদ এবং মুয়াল্লিম হাউস নির্মিত হয়। যথারীতি শহরের সেন্ট্রাল মিশন শুরু হয় ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে। এই এলাকায় দুটি আদর্শ গ্রামও তৈরী হয়েছে।

গায়া শহরে মিশন

২০১৭ যথারীতি সেন্ট্রাল মিশন স্থাপনের তৌফিক লাভ হয়।

মাদাওয়া শহরে মিশন স্থাপন।

২০০৩ সালে এখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৬ সালে মেয়রের পক্ষ থেকে শহরে ৬৮০০ বর্গমিটার জমি জামাতকে উপহার দেওয়া হয়। মসজিদ নির্মাণের কাজ ২০০৬ সালে সম্পূর্ণ হয়। ২০১৭ সালে এখানে যথারীতি সেন্ট্রাল মিশনের উদ্বোধন হয়।

তাওয়া শহরে মিশন

জামাত এখানে ২০২০ সালে সেন্ট্রাল মিশন খোলার তৌফিক লাভ করে।

দাকোরো শহরে মিশন

এই শহরটি মারাদি অঞ্চলে জনসংখ্যা এবং আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম। এখানে ২০২১ সালে মিশন স্থাপিত হয়।

নাইজারে মসজিদ নির্মাণ

নাইজারে ২০০৪ থেকে ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৬টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। আলহামদোলিল্লাহ। কয়েকটি মসজিদের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করব। জামাত আহমদীয়া নাইজারের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মসজিদ হল 'রাডাডা' জামাতের মসজিদ যেটি ২০০৪ সালে নির্মিত হয়। এই জামাতটি বুরনিকোনি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। ২০০৪ সালে এই গ্রামটি আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয় মুবাল্লিগ সিলসিলা মাননীয় শাকির মুসলিম সাহেবের হাত ধরে। এই জামাতেই প্রথম নাইজারের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

নিয়ামে শহরে মসজিদ

নিয়ামে শহরে অবস্থিত 'সাইট ডেপুটি'–তে ২০০৭ সালের ২রা মার্চ অনুষ্ঠিত জলসা সালানা উপলক্ষ্যে বুর্কিনাফাসোর আমীর সাহেব মাননীয় মাহমদু নাসির সাকিব মসজিদের গোড়পত্তন করেন। মে মাসে যথারীতি নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। ২০০৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জুমার নাইজারের আমীর মাননীয় আকবর আহমদ তাহের সাহেব এই মসজিদের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জামাতের সদস্যরা ছাড়াও প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করেন। নামাযের পর নিয়ামের গভর্নর মাননীয় তাহের ওয়াহেদ সাহেব ভাষণ দেন। উদ্বোধনের পর প্রাইভেট টিভি চ্যানেল 'দুনিয়া' নাইজারের নায়েব আমীর মাননীয় আব্দুর রহমান ডারি সাহেবের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে এবং সেটি চারবার সম্প্রচার করা হয়। অন্যান্য চারটি রেডিও এবং চারটি সংবাদপত্রেও এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়। মসজিদের নাম রাখা হয় মসজিদ নাসের। এটি নিয়ামে অঞ্চল এবং নাইজার জামাতের প্রথম মসজিদ। মসজিদ আহমদীয়া প্রাইমারি স্কুলের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। জমিটির মোট আয়তন ১২০০০ বর্গমিটার যা সরকার উপহার হিসেবে জামাতকে দান করেছে। মসজিদের ছাদবিশিষ্ট অংশের আয়তন ২০০ বর্গমিটার। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। জামাতের যাবতীয় জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠান, যেমন– মজলিস শুরা, জলসা সালানা এবং অঙ্গ সংগঠনগুলির ইজতেমা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।

তালাবীর শহরে আঞ্চলিক মসজিদ।

এই মসজিদটি তালাবীর শহরের 'কাবিয়াঁ' মহল্লায় অবস্থিত। ২০১৫ সালের ৩০ শে অক্টোবর জুমআর দিন মাননীয় আমীর সাহেব শাকির মুসলিম সাহেব জুমআর নামাযের মাধ্যমে এই মসজিদের উদ্বোধন করেন। নামাযের পর তালাবীর রিজনের গভর্নরের মুখ্যসচিব এবং আঞ্চলিক প্রধান বক্তব্য রাখেন। অনুরূপভাবে এই বরকতমণ্ডিত অনুষ্ঠানে শহর প্রশাসন ছাড়াও জাতীয় কার্যসমিতির সদস্যবর্গ, মুবাল্লিগীন এবং ২৫টি জামাতের প্রতিনিধিবর্গ সমেত মোট ৯০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই মসজিদ তালাবীর রিজনের প্রথম মসজিদ। শহরের সমস্ত মসজিদগুলির মধ্যে এটি তৃতীয় বৃহত্তম। অনুরূপভাবে জামাতের মধ্যে এটি বৃহত্তম মসজিদ। এর ছাদ ঢাকা অংশের আয়তন ২৬০ বর্গমিটার। মসজিদ উদ্বোধনের সংবাদ জাতীয় সংবাদ চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়।

মারাদি শহরে মসজিদ

এই মসজিদ মারাদি শহরে অবস্থিত। ২০২২ সালের জানুয়ারী মাসে জুমআর দিন নাইজারের আমীর মাননীয় আসাদ মুজীব সাহেব জুমআর নামাযের মধ্য দিয়ে মসজিদের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শহর প্রশাসন, অ–আহমদী সদস্য এবং আহমদী সদস্য সমেত মোট ৩০০জন অংশগ্রহণ করেন। এটি মারাদি রিজনের জামাতের বৃহত্তম মসজিদ। এর ছাদে ঢাকা অংশের আয়তন ২০০ বর্গ মিটার।

জলসা সালানা নাইজার

প্রথম জলসা সালানা ২০০৫ সালের 'রাডাডাওয়া'–য় তাওয়া রিজনে অনুষ্ঠিত হয়। রাডাডাওয়া গ্রামটি তাওয়া রিজনের প্রথম জামাত। জলসায় আহমদী সদস্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক অ–আহমদী সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে পারফেক্ট ডিপার্টমেন্ট কোনি, মেয়র ডিপার্টমেন্ট সরনাভা, এলাকার চীফ ডিপার্টমেন্ট ডোগরাভা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকে প্রতি বছর নিয়মিত এখানে জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট–এর সেবামূলক কাজ

নাইজারে হিউম্যানিটি ফার্স্ট কানাডার সহযোগিতায় ২০০৫ সালে তৎপরতা শুরু করে। নাইজারে ২০১০ সালে ও.এন.জি হিউম্যানিটি ফার্স্ট নাইজার' নামে নথিভুক্ত হয়। মাননীয় আব্দুর রহমান ডারী সাহেব এর প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

২০০৫ সালে রোগীদের চেকআপের জন্য ৩টি দাতব্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। 'জামাত রাডাডাওয়া' এবং 'মাদাওয়া' শহরে কুপ খনন করা হয়।

২০০৬ সালে জার্মানী থেকে আগত চারজন চিকিৎসকের একটি দল ৩টি দাতব্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। 'জামাত দোহা আলাম' মালবাযায় একটি কুপ খনন করে।

২০০৮ সলে নিয়ামে তে একটি আইটি সেন্টার খোলা হয়। একটি স্কুলে ৫০টি বেঞ্চ বিতরণ করা হয়। দুঃস্থ ছাত্রদের মাঝে ১০টন চাল ও গম বিরতণ করা হয়।

২০০৯ সালে দুঃস্থদের মাঝে ২০টন চাল ও গম বিতরণ করা হয়। ২০টি নলকুপ মেরামত করা হয়। অভাবগ্রস্থদের মাঝে বিনামুল্যে ১৫০০ বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

২০১০ সালে চক্ষু পরীক্ষার জন্য ৩টি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প লাগানো হয়। ১০০টি অপারেশন করা হয়। অভাবপীড়িতদের মাঝে ২৮টন চাল ও গম বিতরণ করা হয়। অভাবীদের মাঝে ১০০০টি বস্ত্র বিতরণ করা এবং দারিদ্রগ্রস্থ পরিবারকে কাঁচা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়।

২০১১ সালে একটি নলকুপ মেরোমত করা হয় এবং ১৫টন শস্যদানা বিতরণ করা হয়।

২০১২ সালে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে হওয়া বন্যায় দুর্গতদের মাঝে ১০০টি বিছানা বিতরণ করা হয়। নিয়ামের গভর্নর হাউসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নিয়ামে শহরে ১৫টি হাতে টানা গাড়ি দেওয়া হয়।

২০১৩ সালে 'মাদাপীল' বুর্নিকোনীতে একটি দুঃস্থ পরিবারকে বাড়ি তৈরী করে দেওয়া হয়। ৭০টি দেশে মানুষের প্রাথমিক চাহিদাবলীর জিনিসপত্র দেওয়া হয়।

২০১৫ সালে শীতের সময় ৫৫০০টি জ্যাকেট বিতরণ করা হয়। ১০০জনের টিকা লাগানো হয়। দুঃস্থদের মাঝে ১০০ বস্তা চাল ও গম বিতরণ করা হয়। রমযান মাসে ১০০টি পরিবারের মাঝে রেশন দেওয়া হয়।

২০১৬ নাইজারে ৫ টি নতুন ওয়াটার পাম্প বসানো হয় ।

২০১৭ সালে ১০০ জন ছাত্রদেরকে স্কুল ব্যাগ এবং ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। ৪০টি নলকুপ মেরামত করা হয়। অন্যান্য আরও ২৫টি দরিদ্র পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। ১২০জন এথিলেটসকে শর্টস দেওয়া হয় এবং তাদের প্রশিক্ষনের খরচ দেওয়া হয়। মারাদি শহরে ফানকো আরব প্রাইমারি স্কুল নির্মাণ করা হয়। 'জামাত ডান্ডাযি মাকাউ' এবং 'হোকন সারা'-য় সেলাই স্কুল খোলা হয়।

দোসো অঞ্চলে ১কেজি করে চিনি এবং ৩কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। নিয়ামে এবং ডোগন ডোচি শহরে ২০০ বস্তা (অত্যাবশ্যক পণ্য) গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

IAAAE এর সেবামূলক কার্যকলাপ

২০১৩ সালে দেশের ২৫টি জামাতে সৌরশক্তির সাহায্যে এম.টি.এ লাগানো হয়েছে।

২০১৪ সালে প্রথম আদর্শ গ্রাম গড়ে ওঠে গুড্ডাঁ রোমজি অঞ্চলের 'ডোন্ডাজি মাকাও' গ্রামে। মাননীয় আকরাম আহমদী সাহেব মারাদী অঞ্চলের গভর্নরের সঙ্গে এর উদ্বোধন করেন।

২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ১৬০টি নলকুপ পুনস্থাপিত করা হয়েছে।

২০১৬ সালে বুর্নিকোনিতে একটি ওয়াটার পাম্প বসানো হয়েছে।

নাইজার-এর সামাজিক উন্নয়ন ও আঞ্চলিক প্রকল্প বিষয়ক মন্ত্রী 'হোকন সারা' নামে নাইজারের একটি গ্রাম পরিদর্শন করেন যেখানে জামাতের ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন (IAAAE) -এর প্রচেষ্টায় ২০১৭ সালে একটি আদর্শ গ্রাম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়।

২০২০ সালের ২৫ শে জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই গ্রামটি পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ভাইস গভর্নর, ভাইস প্রেসিডেন্ট, মেয়র, এলাকার চীফ অফ গুড্ডা রোমজি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গী প্রতিনিধি দল সর্বপ্রথম মসজিদ, বিদ্যুত ও জলসরবরাহের ব্যবস্থাপনা এবং সেলাই স্কুল পরিদর্শন করেন। এবং সব কিছু দেখে তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এরপর মন্ত্রী মহাশয় নিজের ভাষণে জামাত আহমদীয়া নাইজার এবং আমীর সাহেবের মাধ্যমে হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানান।

এই অনুষ্ঠানটি জাতীয় টেলিভিশন এবং ন্যাশনাল রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়। আর এর ফলে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা দেশে এবং দেশের বাইরেও জামাতের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের নাইজার সফর

নিম্নোক্ত প্রতিনিধিবর্গ নাইজার সফর করেন। তাঁরা এসে জামাতের ভবনসমূহ,মসজিদ, মিশনহাউস পরিদর্শন করেন,জামাতের পদাধিকারী, সদর এবং কার্যসমিতির সদস্যদের সঙ্গে মিটিং করেন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন জামাতের ইমারতের গোড়াপত্তন করেন এবং কিছু ভবনের উদ্বোধন করেন। মোটকথা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সফরের মাধ্যমে পূর্ণ উদ্যমে তালিম ও তরবীয়তের কাজ হয়। সফরকারী প্রতিনিধিবৃন্দের নাম নিম্নরূপ-

২০০৩ সালে মাননীয় মুবারক তাহের সাহেব, সেক্রেটারী মজলিস নুসরাত জাহাঁ। ২০১১ সালে হল্যাণ্ডের আমীর মাননীয় হিবাতুন নুর সাহেব। ২০১২ সালে IAAAE এর ইনচার্জ মাননীয় মহম্মদ তাহের নাদীম সাহেব মুবাল্লিগ সিলসিলা নাইজার সফর করেন এবং আদর্শ গ্রাম নির্মাণের বিষয়ে প্রায় আরও চারবার নাইজার সফর করেন। অনুরূপভাবে বেনিনের আমীর রানা ফারুক আহমদ সাহেব ২০১৩ সালে, ২০১৪ সালে মাননীয় আসাম আল খামিসি (মরোক্কো), ২০১৫ সালে তিউনেশিয়ার সদর জামাত মাননীয় সেলিম আল খামিসি, ২০১৮ সালে রাবোয়ার উকিলুল মাল সানি মাননীয় রফিক আহমদ সাহেব, ২০১৯ সালে অডিটর ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, মাননীয় মির্যা মাহমুদ সাহেব এবং হাফিজ মহম্মদ শরীফুদ্দীন আলি সাহেব নাইজার জামাত পরিদর্শনে আসেন।

সুলতান অফ আগাদীস (নাইজার)-এর উল্লেখ, প্রদত্ত খুতবা জুমআ হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস(২০১২)

২০১২ সালের ১৬ই মার্চ-এর জুমআর খুতবায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আবারও আমি একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যিনি হলেন সুলতান অফ আগাদীস (নাইজার)। ২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি ৭৫ বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁর নাম হল আল হজ্জ উমর ইব্রাহিম। ২০০২ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি নাইজারের সব থেকে বড় রাজা ছিলেন। আর তিনি নাইজারের প্রথাগত সমস্ত শাসকদের সর্দার ছিলেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতির বিশেষ চার সদস্যদের অন্যতম ছিলেন। ন্যাইজারে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আগাদীস সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মরহুম ১৯৬০ সালে আগাদীসের রাজা নির্বাচিত হন এবং ৫১তম রাজা ছিলেন। তিনি প্রায় ৫১-৫২ বছর রাজা ছিলেন। নাইজারে তিনি এক সম্মানীয় ব্যক্তি। আগাদীস অঞ্চলে যেখানে অস্থিরতা বিরাজ করত, সেখানে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি যেন ছিলেন শান্তির প্রতীক।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬-১২ এপ্রিল, ২০১২, খণ্ড-১৯, সংখ্যা-১৪, পৃ: ৫-৮)

সিরালিওনে জামাতের অগ্রগতি

-সাঈদুর রহমান, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, সিরালিওন

সিরালিওন আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তের দেশ আর কাদিয়ানের ছোট্ট জনপদ থেকে তা হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু ১৯১৫ সালে ফ্রিটাউন নিবাসী মূসা গাবা নামে এক পুণ্যবান আহমদীয়াতের মরকয কাদিয়ানে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন এবং ১৯১৬ সালে তিনি বয়আত করে সিরালিওনের প্রথম আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। (খুতবাতে তাহের, খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ৩রা এপ্রিল ১৯৮৮) এবছরই আরও সাতজন পুণ্যবান ইসলাম আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হন।

(আল ফযল ২৪ নভেম্বর, ১৯১৬)

১৯২১ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর জনৈক সাহাবী হযরত মৌলনা আব্দুর রহীম নাইয়ার (রা.) সিরালিওনে পদার্পণ করেন। (আল ফযল, ৩রা জুলাই, ১৯২১) তাঁর আগমণে সিরালিওনের মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। ২১ শে ফেব্রুয়ারী তিনি নিজের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওনা হন। কিন্তু তাঁর সংক্ষিপ্ত অবস্থান সত্ত্বেও তিনি হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের সামনে তুলে ধরেন এবং এখানকার মানুষের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যান।

তাঁর পর ১৯২৯ সালে মৌলানা হাকীম ফযলুর রহমান সাহেব তিন মাসের জন্য সিরালিওনে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি তবলীগ , তরবিয়ত এবং তালিমুল কুরআনের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত কাজ করেন।

১৯৩৭ সালের অক্টোবরে হযরত মৌলানা নাযীর আহমদ আলি সাহেব ঘানার গোল্ড কোস্ট থেকে সিরালিওনের ফ্রি টাউনে আগমণ করেন। এই বছর থেকে সিরালিওনে স্থায়ীভাবে জামাতের মুবাল্লিগগণের আনাগোনা এবং আহমদীদের সংখ্যায় বৃদ্ধি হতে শুরু হয়। ১৯৩৮ সালে তিনি 'রোকোপর' যান এবং সেবছরই তিনি সিরালিওনে প্রথম আহমদী প্রাইমারি স্কুল শুরু করেন। এর পূর্বে মুসলমানদের কোনও প্রাইমারি স্কুল ছিল না।

১৯৩৯ সালেই তিনি এক প্যারামাউন্ট চীফের আমন্ত্রণে দক্ষিণের প্রদেশে যান এবং তাঁর তবলীগে গোরামা চীফডামের বহু মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর সেখানে অবস্থিত ছোট্ট একটি মসজিদের সম্প্রসারণ করা হয়

আর এভাবে এটি সিরালিওনে জামাতের প্রথম মসজিদ ছিল।

১৯৪৩ সালের আগস্টে মাগবোরকায় প্রথম আহমদী মিশন হাউস নির্মিত হয় যার ছাদে ঢাকা অংশ ছিল ২৬–৩৬ ফুট।

সিরালিওনের প্রথম মজলিস শূরা ১৯৪৬ সালের ৩রা মে বো শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত মৌলানা নাযীর আহমদ আলি সাহেব ১৯৪৪ সালে পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং ১৯৫৪ সালে তিনি পুনরায় সিরালিওন আসেন। এখানে ফিরে আসার পর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন আর ১৯৫৫ সালে দীর্ঘ অসুস্থতার উপর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। সিরালিওনের আহমদীদের বাসনা অনুসারে তাঁকে সিরালিওনেই বো শহরে সমাহিত করা হয়। তিনি সিরালিওনের যথারীতি মুবাল্লিগ ও আমীর হওয়ার পাশাপাশি পশ্চিম আফ্রিকার তবলীগের প্রধান হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

তাঁর প্রচেষ্টায় ফ্রি টাউন ছাড়া কোপর বোরে, বো শহর, বাউমাউ এবং মাগবোরকায় যথারীতি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জামাতের প্রথম পত্রিকা আফ্রিকান ক্রিনসেট ১৯৫৫ সালের মে মাসে 'বো' শহর থেকে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। আর এবছরই বো শহরে আল হাজ আলি রোজারজ সাহেব-এর হেবাকৃত বাড়িতে নাযীর আলি প্রিন্টিং প্রেস স্থাপিত হয়।

নথি অনুসারে এখন পর্যন্ত সিরালিওনে সেবারত মরকযী মুবাল্লিগের মোট সংখ্যা ১২৮জন।

জামাত আহমদীয়ার প্রথম মাধ্যমিক স্কুল স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে বো শহরে। এটি ছিল সিরালিওনে মুসলমানদের প্রথম মাধ্যমিক স্কুল।

১৯৬১ সালের ২৭ শে এপ্রিল দেশের স্বাধীনতা উদযাপন অনুষ্ঠানে পার্লামেন্টের মঞ্জুরীক্রমে সরকারের পক্ষ থেকে জামাত আহমদীয়া পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রিত করা হয়। পাকিস্তানী বিচারপতি শেখ বশীর আহমদ সাহেবও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহে.)এর সফর

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহে.) ১৯৭০ সালের ৫–১৪ মে সিরালিওন সফর করেন। তাঁর আগমণে জামাত আহমদীয়া এবং একাধিক সরকারি আধিকারিক লিঙ্গো এয়ারপোর্টে স্বাগত জানাতে আসেন। স্টেট হাউসে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এই সফরে তিনি গভর্নর জেনারেল এইচ.ই বাঙ্গা টেজান সাই, প্রধান মন্ত্রী মি. সিয়াকা স্টেভানস এবং আরও বহু বিশিষ্টজনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই সফরকালে তিনি লিকেস্টা ফ্রিটাউনে একটি মসজিদের উদ্বোধন করেন। তিনি বো শহরে আহমদীয়া সেন্ট্রাল মসজিদের গোড়া পত্তন করেন। বো শহরে তিনি মৌলানা আল হজ্জ নাযির আহমদ আলি সাহেবের কবর যিয়ারত করেন এবং দোয়া করেন। এই সফরে তিনি একাধিক প্রেস কনফারেন্স করেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তাঁর এই সফরের সংবাদ দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত করে। নুসরাত জাহাঁ স্কীমের অধীনে এখন পর্যন্ত মরকযী ডাক্তারদের সংখ্যা ৪৮জন এবং শিক্ষকদের সংখ্যা ৪৮জন। মেজর ডক্টর শাহনওয়াজ সাহেব মরহুম সিরালিওনে সর্বপ্রথম চিকিৎসেবা প্রদানকারী ছিলেন। সারা দেশে জামাতের স্কুলের সংখ্যা ৩০৯টি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল রাবে (রহে.)-এর সফর

২৪–৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৮৮

লিঙ্গো এয়ারপোর্টে তাঁকে জামাতী পদাধিকারীগণ এবং একাধিক সরকারি কর্মকর্তা স্বাগত জানাতে আসেন।

সফরকালে তিনি রাষ্ট্রপতি এইচ.ই.ডক্টর জোসেফ সাইডু মোমোহ-র সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এছাড়াও তিনি যেখানেই গেছেন সেখানকার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন।

তাঁর সফরকালে সিরালিওনে বিভিন্ন জামাতী ভবন ও স্কুল পরিদর্শন করেন এবং জামতের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এছাড়াও তিনি একাধিক প্রেস কনফারেন্স করেন।

তাঁর সফরকালে সিরালিওনে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন স্থাপিত হয় আর মৌলবী হানীফ মাহমুদ সাহেবেকে এর প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করেন। ২০০৬ সালে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনকে পুনরায় বহাল করা হয় এবং এখন পর্যন্ত শতাধিক স্থানীয় মুবাল্লিগ শিক্ষালাভ করে কর্মক্ষেত্রে জামাতের সেবা করছে।

তাঁর এই সফরে ফ্রিটাউন ছাড়া মেকিনি,মাইল=৯১, বো শহর কেনিমা, নিউটন এবং রোকো সফর করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর এই সফরকালে সিরালিওনের জামাতের আমীর ছিলেন মাননীয় মৌলানা খলীল আহমদ মুবাশ্বের সাহেব। তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর কার্যকালে সিরালিওনে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে জামাতের বাণী পৌঁছেছে। বিশেষ করে ফ্রিটাউন, মিসাম্বরা চীফডম, বোয়া মেন্ডে চীফডম, জামাকোয়ে চীফডম, মিয়াম্বা-য় সাম্বেহোঁ চীফডম, মাশাকা চীফডম, বেন্ডেবো এবং বোঞ্চো বানায় নতুন জামাত তৈরী হয়।

১৯৭৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব এক ঝটিকা সফরে সিরালিওন যান এবং তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁর আগমণের সংবাদ দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা হয়।

১৯৮৯ সালে বিশ্বজনীন জামাত আহমদীয়ার শতবর্ষ জুবিলি অনুষ্ঠানে সিরালিওন সরকার জামাতের সেবামূলক কার্যকলাপের স্বীকৃতি হিসেবে একটি ডাকটিকিট জারি করে। এটি ছিল যে কোনও দেশের পক্ষ থেকে জামাতের সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ জারি করা প্রথম ডাক টিকিট।

শতবর্ষ জুবিলি উদযাপন উপলক্ষ্যে জামাত আহমীয়া সিরালিওন খোদা তা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মেন্ডে ভাষায় কুরআন করীমের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করার তৌফিক লাভ করেছে। আল হামদোলিল্লাহ। ১৯৯০ সালে এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।

জলসা সালানা সিরালিওন

জামাত আহমদীয়া সিরালিওন ১৯৪৯ সালে ১২-১৪ ডিসেম্বর বো শহরে তাদের প্রথম জলসা আয়োজিত করার তৌফিক লাভ করে। এই জলসায় ৩৩টি জামাত থেকে ৯০০ আহমদী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালের জলসা সালানার উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল এইচ.ই বাঙ্গা তেজানসিয়ে।

২০০৫ সালে জলসা সালানা সিরালিওনে প্রথম বার দেশের রাষ্ট্রপতি অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি আহমদ তেজান কাবা-এর সঙ্গে উপরাষ্ট্রপতি এবং একাধিক মন্ত্রীবর্গও উক্ত জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকে প্রায় প্রত্যেক জলসায় দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সাবেক রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, প্যারামাউন্ট চীফ এবং দেশের বিশিষ্টজনেরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছেন। আর জলসায় অংশগ্রহণ করে তারা নিজেকে গর্বিত মনে করেন। সরকারি এবং প্রাইভেট টিভি চ্যানেল এবং রেডিও চ্যানেলগুলি জলসা সালানার অনুষ্ঠানসমূহের সরাসরি সম্প্রচার করে। এছাড়াও দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি জলসার খবর বেশ ফলাও করে ছাপে আর এতে জলসা সংক্রান্ত প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় যার ফলে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যায়। আলহামদো লিল্লাহ্।

২০০৪ সালে জামাত আহমদীয়ার আমীর রাষ্ট্রপতি ভবনে জুমআর নামায পড়ানোর তৌফিক লাভ করেন। এবং এর পর রাষ্ট্রপতির অনুরোধে প্রতি মাসে এক বার সিরালিওনের আমীর এক সুদীর্ঘকাল যাবৎ সেখানে জুমআর নামায পড়ানোর তৌফিক পেয়েছেন। আর এর মাধ্যমে এখানে জুমআ আদায়কারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এবং বিদেশী প্রতিনিধিদের কাছে জামাতের বাণী পৌঁছতে থেকেছে। জুমআর খুতবা জাতীয় টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত হত।

২০০৪ সালেই প্রথমবার যথারীতি একটি কর্মসূচির অধীনে জামাতের স্কুলগুলিতে ইউনিফর্ম হিসেবে মেয়েদের ট্রাউজার, ঝুলযুক্ত কামিস এবং মাথায় স্কার্ফ, এবং ছেলেদের জন্য হাফ-প্যান্টের পরিবর্তে প্যান্ট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। আল হামদোলিল্লাহ্ এই রীতি সারা দেশে এতটাই সমাদৃত হয়েছে যে অন্যান্য মুসলমান স্কুলগুলিও ইউনিফর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা মেনে চলতে শুরু করে। এর আগে এখানকার স্কুলগুলিতে পশ্চিমা ঘরানার ইউনিফর্ম প্রচলিত ছিল।

২০০৬ সালের জানুয়ারীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) -এর মঞ্জুরীক্রমে সিরালিওনে মুসীদের জন্য কবরস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৬ সালের ২১ শে জুলাই সিরালিওনের রাষ্ট্রপতি ডক্টর আহমদ তেজান কাবান তাঁর চার জন মন্ত্রী সহ লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর পিছনে জুমআর নামায পড়েন এবং হুযুরের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারেন এবং বৈঠক করেন।

২০০৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সিরালিওন থেকে প্রতি বছর যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় প্রতিনিধি দল আসে, যার মধ্যে প্রতি বছর জামাতের প্রতিনিধিরা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদাধিকারী এবং প্যারামাউন্ট চীফও অন্তর্ভুক্ত থাকেন। অধিকাংশ সময় দেশের কিছু বিশিষ্টজনেরা যথারীতি আবেদন করে নিজের খরচে জলসায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

এছাড়াও কয়েক বছর পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা উপলক্ষ্যে সিরালিওনের রাষ্ট্রপতি ফোন করে হযরত খলীফাতুল মসীহকে জলসার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করার পাশাপাশি নিজের জন্যও দোয়ার আবেদন করেন। এবং প্রায় প্রতিবছর সিরালিওনের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যের জলসায় লিখিত শুভেচ্ছাবার্তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেরণ করা হয়।

অনুরূপভাবে সিরালিওনের জাতীয় টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রাইভেট চ্যানেলগুলি সরাসরি জলসার অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে থাকে এবং দিনের বাকি সময়ে রেকর্ড করা অনুষ্ঠান প্রচার করতে থাকে। জাতীয় টেলিভিশন এস.এল.বি.সি প্রতি সপ্তাহে হুযুর আনোয়ারের খুতবা বিনামূল্যে সম্প্রচার করে থাকে।

২০০৮ সালে জামাতের শতবর্ষ জুবিলীর সব থেকে বড় অনুষ্ঠান মেয়াতা কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত হয় যেখানে উপরাষ্ট্রপতি, চারজন মন্ত্রী সমেত দেশের বুদ্ধিজীবি, বড় বড় রাজনীতিক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সিরালিওন সরকারের পক্ষ থেকে জামাতের জনকল্যাণমূক কার্যাবলীর স্বীকৃতি হিসেবে তিন ধরনের নতুন ডাক টিকিট জারি করা হয়। এই অনুষ্ঠানের শেষেই উপরাষ্ট্রপতি এই টিকিটটি লঞ্চ করেন। সারা দেশে জামাতের সদস্যরা তাহাজ্জুদের নামায পড়েন এবং নফল রোযা রাখেন। জামাতের ভবন এবং মসজিদগুলিতে আলোকসজ্জা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা ছাপিয়ে হাজার হাজার মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম রেডিও ফ্রিটাউন সারা দেশে জামাতের প্রথম রেডিও স্টেশন ছিল যা ২০০৭ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পথ চলা শুরু করে। ২০১৭ সালে বো শহরে এবং ২০১৯ সালে মেকিনি তে আহমদীয়া রেডিও স্থাপিত হয়। এই তিনটি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে সারা দেশে আহমদীয়াতের বাণী স্থানীয় ভাষায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আর গত বছর থেকে প্রতি জুমআর দিন হুযুর আনোয়ার (আই.)এর খুতবা স্থানীয় তিনটি ভাষায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

২০১৩ সালের ২৭ শে এপ্রিল দেশের স্বাধীনতা উদযাপন অনুষ্ঠানে সিরালিওন-এর রাষ্ট্রপতি জামাত আহমদীয়া সিরালিওনকে দেশে অসাধারণ সেবামূলক কার্যকলাপের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার Presidential Gold Medal -এর জন্য মনোনীত করে। আল হামদোলিল্লাহ।

১৯২১ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী সিরালিওনে প্রথম আহমদী মুবাল্লিগ আগমণ এবং জামাত আহমদীয়া সিরালিওন-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সারা দেশে তিন দিন ব্যাপী আনন্দ উদযাপন কর্মসূচি পালন করা হয়। এবং বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয় এবং জামাতের ভবন ও মসজিদগুলিতে আলোকসজ্জা করা হয়। এবং সারা দেশে সেমিনার এবং জলসার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৩ শে মার্চ ফ্রিটাউনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি জুলডে জালোহ, সাবেক উপরাষ্ট্রপতি ভিক্টর ফু সাহেব, দেশের মন্ত্রীবর্গ এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাষণ দান করেন এবং জামাত আহমদীয়ার প্রচেষ্টা এবং সফলতার প্রশংসা করেন। এবছর সিরালিওনে ৬০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস মাডা বাইয়ো ২৭ শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত জাতীয় অনুষ্ঠানে জামাত আহমদীয় সিরালিওনের শতবর্ষ পূর্তিতে সারা দেশে জামাতের সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে জামাতকে সব থেকে বড় অসামরিক জাতীয় পুরস্কার Commander of the Order of the Rokel.প্রদান করা হয়।

আলহামদো লিল্লাহ, বিগত একশ বছরে জামাত সিরালিওনে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত বিভাগেও অনেক উন্নতি করেছে। প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে জামাতের সুসম্পর্ক রয়েছে। ২০২১ সালের ৩রা জুলাই PAAMA UK সিরালিওনে জামাতের শতবর্ষ পূর্তিতে একটি অনলাইন কনফারেন্সের আয়োজন করে যেখানে সিরালিনের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, পূর্বতন সরকারে প্রধান সমেত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ শুভেচ্ছা জানিয়ে অডিও বার্তা প্রেরণ করেন।

২০২১ সালে সিরালিওন জামাতের শতবর্ষ জুবিলি উপলক্ষ্যে সিরালিওনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) -এর মঞ্জুরীক্রমে বো শহরে মাদ্রাসাতুল হিফয শুরু করা হয় যা এযাবৎ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে।

আলহামদোলিল্লাহ, বিগত একশ বছরে জামাত তবলীগের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে এর পাশাপাশি দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সিরালিওনে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ জামাতের এই সব সেবামূলক কার্যকলাপের কথা একবাক্যে স্বীকার করে।

গত কুড়ি বছরে দেশের উত্তর সীমান্তের প্রদেশগুলিতে জামাতের বাণী অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করেছে, বিশেষ করে সিরালিওনের মেকিনি এবং পোর্টলোকো সংলগ্ন এলাকায়। এই অঞ্চলে বহু নতুন মসজিদ তৈরী হয়েছে আর বিপুল সংখ্যক মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আলহামদোলিল্লাহ্, সমস্ত অঙ্গ সংগঠনগুলি এখানে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এখানে কাজ করছে আর নিজের নিজের বাজেট থেকে সুচারুভাবে নিজেদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

তানজানিয়ায় জামাতের অগ্রগতি

-তাহের মাহমুদ চৌধুরী, আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ, তানজানিয়া

তানজানিয়ার পূর্বের নাম ছিল টাঙ্গা। পূর্ব আফ্রিকার আরও দুটি দেশ এবং ইউগান্ডার সঙ্গে ১৯৬১ সালে এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তানজানিয়ার রাজধানী হল ডোডোমা। দারুস সালাম হল দেশের বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। তানজানিয়ার মোট জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ খৃষ্টান এবং এব ৪০ শতাংশ মুসলমান।

তানজানিয়ায় পৃথিবীর বৃহত্তম জাতীয় উদ্যান 'SERENGETI' অবস্থিত। আর আফ্রিকর উচ্চতম পর্বত KILIMANJARO তানজানিয়ায় অবস্থিত। এই পর্বতে গ্লেশিয়ারের উপস্থিতি রয়েছে যা সারা বিশ্বের পর্যটক ও পর্বতারোহীদের আকর্ষণের কেন্দ্র।

তানজানিয়ায় জামাত প্রতিষ্ঠা

১৮৯৬ সালে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের আগমণ ঘটে পূর্ব আফ্রিকায়। যদিও এই সাহাবাগণ কেনিয়ার উপকূলীয় শহর মাম্বাসায় অবতরণ করেন। কিন্তু তাঁদের তবলীগি প্রচেষ্টার পরিণামে ইউগান্ডা এবং টাঙ্গানিকাতেও জামাতের সূত্রপাত হয়। দারুস সালাম, টাবোরা এবং যুনজারে আহমদীয়া জামাতও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই সব আহমদীরা ভারতীয় বংশোদ্ভুত ছিলেন। স্থানীয় মানুষ অর্থাৎ আফ্রিকানদের মধ্যে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত জামাতের প্রসার লাভ সম্ভব হয় নি। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে জামাতের প্রবল বিরোধিতা দৃষ্টিপটে কেনিয়া জামাতের আবেদনে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) মৌলানা শেখ মুবারক আহমদ সাহেবকে পূর্ব আফ্রিকার প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে নাইরোবি যাওয়ার নির্দেশ দেন। ১৯৩৫ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯৩৬এর প্রারম্ভে তিনি নাইরোবি থেকে টাঙ্গানিকার টাবোরা শহরে পদার্পণ করেন এবং কয়েক মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। টাবোরায় শেখ সাহেবের তবলীগের ফলে স্থানীয় আফ্রিকার বাসিন্দাদের মধ্যে আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটতে শুরু করে।

আফ্রিকানদের মধে মাননীয় সুলেমান কাগোনাজো প্রথম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, যিনি টাঙ্গানিকা-র বুকোবা এলাকার মানুষ ছিলেন। প্রারম্ভিক আহমদীদের মধ্যে মাননীয় আমরী উবাইদি সাহেবের নামও রয়েছে, যিনি ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র থাকাকালীন আহমদী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মরকয থেকে আরও মুবাল্লিগ আসার ফলে টাঙ্গানিকার বিভিন্ন শহরে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে টাঙ্গানিকা স্বাধীনতা লাভ করলে সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য মৌলানা মহম্মদ মনোয়ার সাহেবকে আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়। ভৌগলিক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে তানজানিয়াকে ৩১টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রত্যেকটি প্রদেশে সুদৃঢ়, নিষ্ঠাবান এবং সক্রিয় জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মৌলানা শেখ মুবারক আহমদ সাহেবের সঙ্গে এবং পরবর্তীতে যে সমস্ত মরকযী মুবাল্লিগরা কাজ করেছেন তাঁরা হলেন- মৌলানা মহম্মদ মনোয়ার সাহেব, মৌলানা ইনায়েতুল্লাহ্ সাহেব, মৌলানা আব্দুল করীম শার সাহেব,মৌলানা জালালুদ্দীন কমর সাহেব, মৌলানা ফযলে ইলাহি বশীর সাহেব, মৌলানা জামীলুর রহমান রফীক সাহেব।

টাবোরায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ ও বিরোধিতা

প্রথম থেকেই টাঙ্গানিকার টাবোরা শহর জামাতের সক্রিয়তা ও তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি নিষ্ঠাবান জামাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৪০ সালে জামাত এখানে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। মসজিদ নির্মাণের জন্য ভিত খনন করা হচ্ছিল তখন বিরোধীদের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া শুরু হয়। অবশেষে একদিন তারা মুবাল্লিগ মুবারক আহমদ সাহেব এবং কিছু আহমদী বাড়িতে আক্রমণ করে বসে। শহরে একটা ভীতি ও ত্রাসের পরিবেশ তৈরী হয়। পুলিশ প্রায় পঞ্চাশজন দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করে। বিষয়টি গভর্নর পর্যন্ত পোঁছে যায়। মুষ্টিমেয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাও বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গা দিচ্ছিল। তাই প্রশাসন মসজিদ নির্মাণের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। এরপর ১৯৪৪ সালে সরকার জামাতকে মসজিদের জন্য তার থেকেও ভাল জায়গা দেয়। এরপর কাজ শুরু হলে আফ্রিকান মিস্ত্রি ও শ্রমিকেরা কাজ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু খোদা তা'লার মহিমা দেখুন! সরকার ইতালীয় বন্দীদের মজদুরী করার অনুমতি দিলে সেই সব শ্রমিকরা মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ করে। এইরূপে বিরোধীতা সত্ত্বেও ১৯৪৪ সালে টাবোরায় জামাতের মসজিদ নির্মিত হয়।

আজ খোদা তা'লার কৃপায় তানজানিয়া রিজন-২০তে ৩৯৩টি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ২৩২টি মসজিদ এবং ১৪৬টি মিশন হাউস নির্মিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)এর বিশেষ আনুকুল্যে বিগত দশ বছরেই ৮৬টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। আলহামদোলিল্লাহ আলা যালিক।

সোয়াহিলী ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ

সোয়াহিলী ভাষায় কুরআন করীমের একটি মাত্র অনুবাদ ছিল যার অনুবাদক ছিলেন গডফ্রে ডেইল নামে জনৈক পাদ্রী। এই অনুবাদটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল আর এরই উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামী শিক্ষার উপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল। কিছু কিছু আয়াতের অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছিল আর কিছু আয়াতের অনুবাদ এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে কুরআনের শিক্ষার উপর আপত্তি করা যায়। এই পটভূমিকায় মুসলমানদের দ্বারা অনুদিত একটি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। তাই নিরলস পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যাবসনার পর জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ১৯৫৩ সালে সোয়াহিলী ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদটি জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়। কেনিয়ার বিবরণে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

মাননীয় আমরী উবাইদি সাহেব

ইমরী উবাইদি সাহেবের জন্ম হয় ১৯২৪ সালে। তিনি স্কুলে থাকাকালীনই পূর্ব আফ্রিকায় জামাতের মুবাল্লিগ মাননীয় শেখ মুবারক আহমদ সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মিশনে যাতায়াত করতে শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বই-পুস্তক পড়তেন। মৌলানা মুবারক আহমদ সাহেব তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনা কিশতিয়ে নূহ-র সোয়াহিলী অনুবাদ পড়তে দিয়ে বলেন, 'দেখুন তো ব্যকরণের কোনও ভুল আছে কি না।' উদ্দেশ্য ছিল এই বই অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর হৃদয় উন্মোচিত করা। এরপর তিনি বয়আত করেন এবং তাঁর তবলীগে আরও কিছু সদস্য আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। কিছু কাল সরকারি চাকরীর পর তিনি জামাতের কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ধমীয় শিক্ষার্জনের জন্য রাবোয়া যান। প্রায় দুই বছর পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। তখন তাঁকে টাঙ্গানিকার পশ্চিম প্রদেশের রিজিওনাল কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবেও নির্বাচিত হন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি তাঁর খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার বলে খুব দ্রুত দেশের প্রথম কেবিনেটে স্থান লাভ করেন আর ১৯৬৩ সালের ১২ই মার্চ তিনি বিচার মন্ত্রালয়ের দায়িত্ব হাতে পান। ১৯৬৪ সালে তিনি তানজানিয়ার রাষ্ট্রপতি নিয়ারের সঙ্গে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান রাষ্ট্রনেতাদের কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে মিশর যাত্রা করেন। ১৯৬৪ সালের ১৬ই অক্টোবর মাত্র ৪০ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ইউগান্ডার প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরাও তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর মৃত্যুকে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি বলে অভিহিত করেন। তিনি কেবল ৪০ বছরের আয়ু পেয়েছেন কিন্তু নিজের পুণ্য এবং ধর্মসেবার কারণে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

খোদা তা'লার ভালবাসা Mapenziayz Mungu পত্রিকা

সোয়াহিলী হল পূর্ব আফ্রিকার সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা। এখন পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য এই ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ করার বিশেষ কোনও চেষ্টা হয় নি। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরাই ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে খৃষ্টান মিশনারীরা ব্যাপকহারে এই ভাষায় নিজেদের ধর্মের বই-পুস্তক প্রকাশ করছিল। আর এর ফলে তাদের তবলীগি প্রচেষ্টা ফলপ্রসূও হচ্ছিল। এই সব কারণে জামাত সোয়াহিলী ভাষায় বই-পুস্তক প্রকাশ করতে শুরু করে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী থেকে এই ভাষায় Mapenziayz Mungu নামে জামাত একটি পত্রিকা চালু করে। যখন এই পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে পোঁছতে শুরু করল আর আর খৃষ্টান মিশনারীদের আপত্তিসমূহের যুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রকাশিত হতে শুরু করল তখন খৃষ্টান মিশনারীদের জন্য তা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল। আজ খোদার কৃপা ও অনুকম্পায় এই পত্রিকা আহমদীয়া প্রিন্টিং প্রেস তানজানিয়া থেকে প্রতি মাসে প্রকাশিত হচ্ছে।

তানজানিয়ায় জলসা সালানা

তানজানিয়ায় প্রথম জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে দারুস সালামের মসজিদ সালাম - এ মৌলানা মহম্মদ মনোয়ার সাহেবের নেতৃত্বে। যেহেতু তানজানিয়া বিশাল আয়তনের দেশ আর দারিদ্রের কারণে প্রত্যন্ত গ্রাম গঞ্জের মানুষের পক্ষে দারুসসালামে আসা অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আগামী বছর জলসা সালানা বিভিন্ন প্রদেশে অনুষ্ঠিত হবে। যাতে জামাতের সমস্ত সদস্য জলসার বরকত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে। ২০০০ সালের পর থেকে সমস্ত জলসা দারুস সালামেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.)-এর সফর

১৯৮৮ সালটি তানজানিয়ায় আহমদীয়াতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বছর। প্রথম বার যুগ খলীফা ১৯৮৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর এই দেশে পদার্পণ করেন। উদ্যম ও উচ্ছ্বাসে পূর্ণ আহমদীরা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) কে দারুস সালাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। দারুস সালামের মেয়র জনাব কিতওয়ানা কোন্ডো সাহেব হুযুরকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। ব্যস্ততায় ঠাসা কর্মসূচি ছিল এটি। হুযুর (রহ.) প্রশ্নোত্তর সভায় যোগ দেন, আহমদীয়া কবরস্তানের যিয়ারত করেন, দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও কর্মীবৃন্দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। হুযুর (রহ.) সাংবাদিক সম্মেলনে একটি ভাষণ দান করেন যেটি Prestigious Five star hotel Kiliminjaro-য় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস কনফারেন্সে তিনি আফ্রিকান নেতাদেরকে বুঝেশুনে খরচ করার কথা স্মরণ করান। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলে, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল নৈতিকতা। নিজেদের স্বার্থের জন্য পরাশক্তি দেশগুলি দুর্বল দেশগুলির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। দুর্বল দেশগুলিকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হয় না, বড় দেশগুলির এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। হুযুর বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখা হয় ততক্ষণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। ১৯৮৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর হুযুর (রহ.) মিকুমি জাতীয় উদ্যানে যান যেখানে তিনি রাত্রি যাপন করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি মোরোগোরোতে আহমদীয়া মুসলিম হাসপাতালের গোড়াপত্তন করেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর ডোডোমা=য় একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদের উদ্বোধন করেন। দারুস সালামে মরহুম আমরী উবাইদি সাহেবের কবরে দোয়া করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর তানজানিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোসেফ সানদে ওয়ারিওবার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে জামাত আহমদীয়ার কার্যকলাপের বিষয়ে অবগত করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কুরআন মজীদের একাধিক ভাষার অনুবাদ উপহার দেন। সন্ধ্যায় হুযুর আনোয়ার মসজিদ সালামে জামাতের সদস্যদের সঙ্গে নিশিভোজে ভাষণ প্রদান করেন। আহমদীরা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে শতশত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন।

২০০২ সালের জলসা সালানায় উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর আলি মহম্মদ শীন সাহেব অংশগ্রহণ করেন। ২০০৪ সালের জলসা সাবা সাবা গ্রাউন্ড হলে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে তানজানিয়ায়র প্রধানমন্ত্রী ফ্রেডরিক সীমা অংশগ্রহণ করেন। জলসার জন্য প্রতি বছর জায়গা পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। ২০০৫ সালে মাননীয় আলি সঈদ মুসে (তানজানিয়ান) আমীর নিযুক্ত হন। তাঁর যুগে মসজিদ সালা থেকে ৩৫ কিমি দূরে প্রায় চল্লিশ একর একটি জমি ক্রয় করা হয়। এই এলাকার নাম হল কিটোঙ্গা যেখানে ২০০৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত বাৎসরিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০০৫ সালের ঐতিহাসিক জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১৭-১৮ ই মে তানজানিয়া সফর করেন এবং জলসা সালানায় তিনটি ভাষণ প্রদান করেন। এটি তানজানিয়া জামাতের ৩৭তম জলসা সালানা। এই জলসা অনুষ্ঠিত হয় নাজি মোজা গ্রাউন্ডে আর। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক মার্কি লাগানো হয়েছিল।

উদ্বোধনী ভাষণ

হুযুর সকাল দশটায় জলসা গাহের বাইরে আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তানজানিয়ার আমীর সাহেব সেদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তিলাওয়াত ও নযমের পর হুযুর আনোয়ার ইংরেজিতে ভাষণ দান করেন যার সরাসরি অনুবাদ করেন আলি সাঈদ মুসা সাহেব। হুযুর তাঁর ভাষণে তাকওয়া অবলম্বনের এবং নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের উপদেশ দেন।

জলসার দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে ১০ ই মে সকাল দশটায় হুযুর আনোয়ার লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের মার্কিতে ভাষণ দান করেন। হুযুর আনোয়ার মহিলাদেরকে সন্তানদের সুশিক্ষা দানের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাঁর এই ভাষণের একটি বিশেষ দিক হল, ভাষণ চলা কালে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল, জলসা গাহ পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। সামিয়ানা থেকে পানি পড়ছিল। কিন্তু মহিলারা খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা ও নিবিষ্টতার কারণে নিজেদের স্থান থেকে নড়ে নি। হুযুরও এই দৃশ্যটি অনুভব করেছেন। পরে তিনি অনেক স্থানে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

সমাপনী ভাষণ

মুষলধার বৃষ্টির কারণে জলসা গাহ পানিতে ডুবে গিয়েছিল। কার্যত জলসা চলা অসম্ভব ছিল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ইসমাইলী কমিউনিটির ডায়মন্ড জুবিলি হল ভাড়া নেওয়া হয়। আর এই সভাকক্ষেই হুযুর সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। এই জলসায় ২৫৫ জন ব্যক্তি বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল হামদোলিল্লাহ।

তানজানিয়া জামাতের ৫০তম জলসা সালানা

২০১৯ সালের জলসা ২৭-২৯ শে সেপ্টেম্বরে কিটোঙ্গায় জামাতের নিজস্ব জমির উপর অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সাত হাজার ছিল। জলসায় মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া জাতীয় ব্লাড ব্যাংকে ১১২ বোতল রক্ত সঞ্চয় করেন।

লেক জোনস-এ জামাত আহমদীয়ার বীজ বপন এবং উন্নতি

২০১৩ সালে সিঙ্গার অঞ্চলে সোঙ্গা মাইল গ্রামে এক অমুসলিম আহদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করে। এই এলাকায় অধিকাংশ মানুষ পৌত্তলিক এবং ধর্মহীন ছিল। ধর্মের প্রতি তাদের আগ্রহ দেখে যথারীতি একটি অভিযানের মাধ্যমে যখন তাদেরকে তবলীগ করা হল তখন সেই গ্রামে ৯০টি বয়আত হল। পরবর্তীতে সেখানে একটি জমি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আর ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে এই এলাকায় অত্যন্ত দ্রুত জামাতের বিস্তার ঘটেছে। সিলালা গ্রামে ৪০০টি বেশি বয়াত হয়েছে আর মাননীয় আমীর সাহেব সেই গ্রামে এলে গ্রামবাসীরা হর্ষউল্লাসে তাদের অভ্যর্থনা জানায়। এই আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি দেখে মাননীয় আমীর সাহেব লেইক জোনে তবলীগি প্রচেষ্টা আরও তীব্র করেন। নও মোবাইনদের দেখাশোনার জন্য মুয়াল্লিমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। শিয়াঙ্গা রিজনে খোদা তা'লার কৃপায় ৭৭টি জামাত এবং ১৪জন মুয়াল্লিম রয়েছেন। এই অঞ্চলের তাজনীদ বর্তমানে সাত হাজার। সাইমু রিজনেও তবলীগি প্রচেষ্টা তীব্র করার ফলে নতুন জামাত গঠন হয়েছে। এই অঞ্চলের বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। ৩৯টি জামাতে স্থানীয় মুয়াল্লিম সেবাদানের তৌফিক পাচ্ছেন।

২০১৭ সালে সেইমু রিজন পরিদর্শনকালে মাননীয় আমীর সাহেব শিয়াঙ্গার অঞ্চলে কর্তব্যরত মুয়াল্লিম রমযান মাহমুদ সাহেবকে গেইতা রিজনে তবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শিয়াঙ্গার এবং সেইমু রিজনের ন্যায় এই রিজনেও বিপুল সংখ্যক মানুষ জামাতে আহমদীয়ায় যোগদান করছে। আর হাজার হাজার সংখ্যায় মানুষ বয়আত করেছে এবং জামাত স্থাপিত হয়েছে। এই মুহূর্তে গেইতা রিজনে জামাতের সদস্য সংখ্যা ৫ হাজার। ১৮টি জামাত এবং মোট ২৪ টি জামাতে মুয়াল্লিম নিযুক্ত রয়েছেন।

তাহের মাহমুদ চৌধুরী সাহেব এবং আমীর ও জোনের মুবাল্লিগ ইনচার্জ- এই তিনজন এলাকার তরবীয়তের জন্য জামাতগুলি পালাক্রমে পরিদর্শনে যান। আর নতুন মসজিদ, মিশন হাউস এবং জনসেবামূলক কাজের উদ্বোধন করেন। জামাতের তিনটি অঙ্গ সংগঠন (আনসার, খুদ্দাম ও লাজনা) -এর সদর এবং তাদের প্রতিনিধিরাও তাঁর দলের অন্তর্ভুক্ত।

তানজানিয়ার আমির সাহেবের লেইক জোনের সাম্প্রতিক সফর

নওমোবাইনদের তালিম ও তরবীয়তের জন্য মাননীয় আমীর সাহেব ২৬ শে জুন থেকে ৬ই জুলাই ২০২২ পর্যন্ত লেইক জোন পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনটি রিজনের নও মোবাঈনদের জন্য জলসার আয়োজন করা হয়। যদিও গোটা রিজনটি নওমোবাঈনদের ,তবু জলসায় অংশগ্রহণ এবং তাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। এই সফরে ৯টি সদ্য নির্মিত নতুন মসজিদ এবং ৯টি মুয়াল্লিম হাউস-এর উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনেক গঠনমূলক আলোচনাও হয়।

শান্তি সম্মেলন

২০১০ সালের পর থেকে জামাত আহমদীয়া তানজানিয়ার উদ্যোগে দেশে শান্তি সম্মেলনের আয়োজনকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হতে শুরু করে এবং এর জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সফল ও ফলপ্রসু হয়।

জামেয়া আহমদীয়া তানজানিয়া

১৯৮৪ সালের ২৭ শে মে যথারীতি জামেয়া আহমদীয়া তানজানিয়ার পথচলা শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে মিশনারী ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই ট্রেনিং কলেজের তত্ত্বধানের দায়িত্ব অর্পিত থাকত রিজনাল মুবাল্লিগের উপর। সেই সময় তিন বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করার পর স্থানীয় মুয়াল্লিমদের কর্মক্ষেত্রে পাঠানো হত। ২০০৩ সালে মাননীয় করীমুদ্দীন শামস সাহেব (মুবাল্লিগ সিলসিলা) এই ট্রেনিং কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। আর এর নাম রাখা হয় জামেয়া আহমদীয়া তানজানিয়া।

২০০৮ সালে জামেয়া মোরোগোরো রিজনের কিহোন্ডা মহল্লায় স্থানান্তরিত করা হয়। ধাপে ধাপে জামেয়ার মধ্যেই শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য আবাসনও তৈরী হতে থাকে।

বর্তমানে জামেয়াতে মোট ৫৫জন ছাত্র অধ্যায়নরত আছে যাদের মধ্যে প্রতিবেশী দেশ কেনিয়া, মালাভি এবং ব্রুন্ডির ছাত্ররাও রয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে যথারীতি জামেয়া আহমদীয়া তানজানিয়ার নির্বাচিত ছাত্রদেরকে উচ্চ শিক্ষার জন্য জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশন্যাল পাঠানোর প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। এখনও পর্যন্ত ৬জন ছাত্র শাহিদ ক্লাস উত্তীর্ণ হয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়েছে।

MTA স্টুডিও

তানজানিয়া এম.টি.এ স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালে। তানজানিয়ার প্রথম মুবাল্লিগ মাননীয় আমরী উবাইদী সাহেবের নাম অনুসারে হুযুর আনোয়ার (আই.) স্টুডিওর নামকরণের মঞ্জুরী প্রদান করেন। বর্তমানে পাঁচজন ওয়াকফীনে যিন্দেগী স্টুডিওতে সেবা করার তৌফিক লাভ করছে। স্টুডিওতে সোয়াহিলী এবং ইংরেজি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রস্তুত করে এম.টি.এ লন্ডন স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরী উবাইদী স্টুডিওতে এই মুহূর্তে দশটি বিভিন্ন সিরিজের উপর অনুষ্ঠান তৈরীর কাজ হচ্ছে, যেগুলি তবলীগি, তরবীয়তি এবং সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা সংবলিত।

আহমদীয়া প্রিন্টিং প্রেস

১৯৩০-এর দশকে টাম্বোরায় একটি প্রেস খোলা হয়। পরবর্তীতে অত্যাধুনিক এবং কার্যকরী প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে দুইজন আহমদী খুদ্দাম মাননীয় আব্দুর রহমান মহম্মদ আমে সাহেব এবং মহম্মদ মাকোকা সাহেবকে প্রশিক্ষণের জন্য ব্রিটেনে রাকিম প্রেসে পাঠানো হয়। তারা ফিরে এলে প্রিন্টিং প্রেসকে মসজিদ সালামে শুরু করা হয়। এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ প্রিন্টিং প্রেসের ভিত। এর প্রথম ইনচার্জ নিযুক্ত হন মাননীয় শেখ মুরতাজা সাহেব। টেমেকেতে নতুন ভবন নির্মাণ করার পর প্রেসকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এখন সেখানে জামাতের প্রস্তুতকৃত সোয়াহিলী বই-পুস্তক ছাপানো হয়।

আহমদীয়া মাধ্যমিক স্কুল ইটোঙ্গা

২০১০ সালে তানজানিয়ার আমীর সাহেব মজলিস আমেলা বা কর্মসমিতির পরামর্শক্রমে জামাতের ৪০ একর জমিতে একটি মাধ্যমিক স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেন। এটি সেই জায়গা যেখানে জামাত আহমদীয়ার জলসা সালানাও অনুষ্ঠিত হয়। এর আশপাশে বহু সংখ্যক আহমদীরা জায়গা কিনে বাড়ি তৈরী করেছে। যার ফলে এখানে একটি বিরাট জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত স্কুল সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ স্কুলে ও লেভেল এবং এ লেভেলের ক্লাসে আহমদী এবং অ-আহমদী ছাত্ররা সমান সমান সুযোগ সুবিধা সহযোগে শিক্ষালাভ করছে।

তানজানিয়ায় IAAAE এর সেবামূলক কার্যকলাপ

আহমদীয়া ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন তানজানিয়ায় জনকল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করছে। এখানে একটি বড় সমস্যা হল পানীয় জলের সংকট। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। চার থেকে পাঁচ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে পানি বয়ে আনা একটা সাধারণ বিষয়। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর এতটাই গভীরে যে তাতে নলকূপ বসাতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। IAAAE প্রতি বছর তানজানিয়া নিজেদের সামর্থানুসারে পানীয় জলের নতুন নলকূপ বসাচ্ছে। পাশাপাশি পুরোনো খারাপ হয়ে যাওয়া নলকূপগুলি মেরামত করে। গত পাঁচ বছরে ৮০টি নতুন ওয়াটার পাম্প বসানো হয়েছে আর ২০০টির বেশি পুরোনো ও খারপ হয়ে যাওয়া সারানো হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এই নেয়ামত থেকে উপকৃত হচ্ছে।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট

তানজানিয়ায় হিউমন্যানিটি ফার্স্ট-এর রেজিস্ট্রেশন হয় ২০১০ সালে। এই সংগঠনটি তানজানিয়ায় একাধিক প্রকল্প পরিচালনা করছে। IAAAE এর সঙ্গে মিলে ওয়াটার পাম্প বসাচ্ছে। মোরোগোরো-তে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেছে। রাজধানী ডেডোমা-য় হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা করছে, যার জন্য ১০০ একর জমি কেনা হয়েছে। সোনেগা শহরে একটি নতুন ডিসপেন্সারী নির্মিত হচ্ছে।

ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে হিউম্যানিটি ফার্স্ট প্রতি বছর প্রায় একশটি কুরবানীর পশু জবেহ করে তার মাংস অভাবীদের মাঝে বিতরণ করে।

❖**❖*****❖***

১ম পাতার শেষাংশ.....

জার্মানীতে) এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাওয়ার এবং আহমদীয়াতের সঙ্গে মানুষের নৈকট্য তৈরী হওয়ার একটি ধারা শুরু হয়েছে, ব্যাপকহারে জামাতের পরিচিত তৈরী হয়েছে। দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে আহমদীয়াতকে এখন মানুষ জানতে শুরু করেছে আর মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই এর অন্তর্ভুক্ত।

(জলসা সালানা জার্মানী, ৭ই জুন, ২০১৫, সমাপনী ভাষণ)

আজ পৃথিবীতে জামাত আহমদীয়ার পরিচিতি তার থেকে অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে যা আট বছর পূর্বে ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) এখন পৃথিবীর প্রথম সারির উন্নত দেশগুলিতে হুযুর আনোয়ারের গ্রহণযোগ্যতা ব্যপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক সময় ছিল, যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জন্মস্থান অজ্ঞাত ও অখ্যাত ছিল আর আজ সারা পৃথিবীতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি সংবলিত ১৮৮২ সালের কয়েকটি ইলহামের উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"এটি সেই যুগের ভবিষ্যদ্বাণী, যখন আমি নিভৃত কোণে গুপ্ত ছিলাম এবং যারা আজ আমার সাথে আছে তাদের কেউই আমাকে চিনত না। আমি সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, যারা কোন সম্মান ও ঐশ্বর্যের দরুন পৃথিবীতে আলোচিত হয়। মোটকথা, আমার কিছুই ছিল না। আমি কেবল একজন সাধারণ মানুষ ছিলাম। আমি অজ্ঞাত ছিলাম। এক ব্যক্তিও আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত না। ..... অতঃপর খোদা তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে নিজের বান্দাগণকে আমার প্রতি মনোযোগী করে তুললেন এবং দলে দলে লোক কাদিয়ান আসল এবং আসছে। লোকেরা নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী এবং সব ধরনের উপঢৌকন এত বিপুল পরিমাণে দিয়েছে এবং দিচ্ছে, যা আমি হিসেব করতে পারি না।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৬১)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নুযুল-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

"এবং দ্বিতীয় কারণ হল, স্বল্পতম সময়ে সমস্ত দেশে মসীহ মওউদ-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া। কেননা যে বস্তু উর্ধ্বলোক থেকে অবতীর্ণ হয় তাকে দূরের ও কাছের এবং বিভিন্ন দিকের মানুষ দেখে ফেলে। আর একজন ন্যায় বিচারকে দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে কোনও পর্দা থাকে না আর বিদ্যুতের ঝলকানির ন্যায় তা প্রত্যক্ষ করা হয় যা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত বিদীর্ণ করে চলে যায় আর চতুর্দিককে বলয়াকারে পরিবেষ্টিত হয়ে যায়।" (খুতবা ইলহামিয়া, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৩)

অতএব, সেই দিন সন্নিকটে যখন জামাত সমস্ত দিকে বলয়াকারে ছেয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ॥ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সারা বিশ্বে জামাতের বিজয় লাভের জন্য তিন শতাব্দী সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন:

"আজ হতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবে না, যখন ঈসা (আ.)-এর অপেক্ষাকারীরা, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা। আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাতে সেই বীজ বোপিত হয়েছে। এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।"

(তাযাকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৬৭)

তাযাকেরাতুশ শাহাদাতাঈন ১৯০৩ সালের রচনা। আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণীর একশ আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। তিন শতাব্দী পূর্ণ হতে একশ বিরাশি বছর বাকি আছে। একশ বিরাশি বছর পর গোটা বিশ্বে জামাত আহমদীয়ার একাধিপত্য হবে। কিন্তু যে গতিতে আহমদীয়াত সারা বিশ্বে প্রসার লাভ করছে আর যে গতিতে এর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আমরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারি যে, সেই নির্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বেই আহমদীয়াত পৃথিবীতে বিজয়ী হবে। ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! তুমি এমনটিই কর। আমীন সুম্মা আমীন।

যুগ ইমামের বাণী

অভিশপ্ত ঐ জীবন, যা কেবল দুনিয়ার জন্য এবং হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতঈন)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মধ্যপ্রাচ্যে আহমদীয়াতের অগ্রগতি

-শামসুদ্দীন মালাবারী, মিশনারী ইনচার্জ , ফিলিস্তীন।

মধ্য-প্রাচ্য হল এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড। পৃথিবীর এই অংশটি এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক এলাকা যেটি একাধিক সভ্যতার আঁতুড় ঘর হিসেবে পরিচিত। আর বর্তমান পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম ইসলাম, খৃষ্টবাদ ও ইহুদীধর্মের উন্মেষও ঘটেছে এই মধ্যপ্রাচ্যে। এই ধর্মগুলির পবিত্র স্থানগুলি এই মধ্যপ্রাচ্যেই অবস্থিত। কুরআন করীমে উল্লেখিত আম্বিয়াগণের ঘটনাবলী এই ভূ-খণ্ডেই সংঘটিত হয়েছে। আর কুরআন করীমে বর্ণিত সমস্ত ফল-ফলাদির সামগ্রিকভাবে উৎপত্তি স্থল এই ভূ-খণ্ডটিই। এই মুহূর্তে আমরা যদি পৃথিবীর কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস ঘেঁটে দেখি তবে দেখব যে, ঐতিহাসিক, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যপ্রাচ্য যতটা সমৃদ্ধ তা পৃথিবীর অন্য কোনও অংশ নয়।

মধ্য প্রাচ্যের জাতিসমূহের মধ্যে রয়েছে আফ্রিকান, আরব, আর্মেনীয়, গ্রীক, ইহুদী, কুর্দ, ফার্সি, তাজিক, তুর্কি এবং তুর্কিমান। তবে নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হল আরবী। অন্যান্য ভাষার মধ্যে রয়েছে- আর্মেনীয়, আযারি, বর্বর, হিব্রু, কুর্দ, ফার্সি এবং তুর্কি।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ এই অঞ্চলের সমস্ত দেশে হযরত মসীহে মহম্মদীর অনুরাগীরা বিদ্যমান, কোথাও কম, কোথাও বেশি। কোথাও তথাকথিত উলেমাদের নির্যাতন সহ্য করে, আবার কোথাও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় নিজেদের ঈমানকে রক্ষা করে নিভৃতে নিজ প্রভু প্রতিপালকের নিকট দোয়া করে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ অন্তরে নিজেদের ঈমানকে সুপ্ত রেখে যুগ ইমামের জামাতে প্রবেশ করেছে।

যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে আরবরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি আর আরবী এতদঞ্চলের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। তাই আরবদের মহান মর্যাদা এবং আরবী ভাষার প্রাধান্যের কারণে আরবদেশসমূহের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল্লাহ্ তা'লা সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আরববাসীদের আহমদীয়াত গ্রহণ সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছেন সেই ঐশী সংবাদ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই প্রকাশ পেতে শুরু করে। আর সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর জন্মভূমিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৯০-এর দশকেই পৌঁছে গিয়েছিল। ১৮৯১ সালে পবিত্র মক্কা শহরের জনৈক বুযুর্গ হযরত মহম্মদ বিন শেখ আহমদ আল মাক্কী (সাকিন মহল্লা শোয়েবে আমির) এবং হযরত মহম্মদ আস সৈয়্যদ আল হামীদ তারাবালিসি আসশামি, যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে স্বয়ং বয়আত করেছেন- এই দুই বুযুর্গ তিনশ তেরো সাহাবার অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে তিনি নিজের রচনাবলীতে উল্লেখ করেছেন। এঁরা ছাড়াও তাঁর জীবদ্দশায় আরবের আরও অনেক পুণ্যাত্মার সত্যান্বেষী চোখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সত্যতা ধরা দিয়েছিল। আর তাঁরা বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। আরবদের পুণ্যবান ও সিরিয়ার আব্দালদের একটি দল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর কল্যাণরাজি লাভ করতে করতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে আর নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর যুগেও আরবদের মাঝে তবলীগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয় আর এর জন্য আরবীতে বিদ্বান আলেম তৈরী করা হয়। এই উদ্দেশ্যে হুযুর (রা.) হযরত মৌলবী গোলামনবী সাহেব মিসরীকে মিসর প্রেরণ করেন। এরপর ১৯১৩ সালে হযরত জায়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ শাহ সাহেব (রা.) এবং শেখ আব্দুর রহমান মিসরীকে তবলীগ ও তরবীয়তের উদ্দেশ্যে মিশর পাঠানো হয়।

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রথম খিলাফতের যুগে প্রথম বার হজ্জ সফরের সময় কয়েকটি আরব দেশের সফর করেন আর সেখানে আহমদীয়াতের তবলীগের পথ অনুসন্ধান করেন। এরপর তিনি খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর ১৯২২ সালে হযরত শেখ মাহমুদ আহমদ সাহেব ইরফানি (রা.) কে শিক্ষকতার জন্য মিশর প্রেরণ করেন। আর তাঁর হাত ধরে মিশরে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তিনি স্বয়ং আরবদেশসমূহের সফর করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খলীফা হযরত মসুলেহ মওউদ (রা.)-এর আরবে সফর করার ফলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণতা পায়। দামাস্কের পূর্বে মসীহ্‌র আবির্ভাবের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন-

ثُمَّ يُسَافِرُ
اَلْمَسِيْحُ الْمَوْعُوْدُ أَوْ خَلِيْفَةٌ مِّنْ خُلَفَائِهِ
إِلَى أَرْضِ دَمِشْق، فَهٰذَا مَعْنَى الْقَوْلِ
الَّذِىْ جَآءَ فِي حَدِيْثِ مُسْلِمٍ أَنَّ عِيْسٰى
يَنْزِلُ عِنْدَ مِنَارَةِ دَمِشْق، فَإِنَّ النَّزِيْلَ
هُوَ الْمُسَافِرُ الْوَارِدُ مِن مُّلْكٍ آخَرَ"

অর্থাৎ অতঃপর মসীহ মওউদ কিম্বা তাঁর খলীফাদের মধ্য থেকে কোনও এক খলীফা দামাস্ক যাবেন। অতএব, দামাস্কের মিনারের পূর্বে মসীহর অবতরণ এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা, কোন ভিনদেশ থেকে আগত মুসাফির অবতরণ করে (আবির্ভূত হয়)।

১৯২৪ সালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন ইউরোপ সফর করেন, তখন তিনি আদান, সাঈদ পোর্ট, কায়েরো, বায়তুল মুকাদ্দস, হাইফা, দামাস্ক, বেরুত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আরব শহরসমূহ পরিদর্শন করেন। আরব দেশসমূহের সফরের সময় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ঘটে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর বারো জন সঙ্গী নিয়ে জাহাজে সফর করছিলেন। এক সঙ্গী হযরত ডক্টর হাশমতুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, একদিন হুযুর যখন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জাহাজের ডকে বা-জামাত নামায পড়ার পর বসে রয়েছেন। সেই সময় জাহাজের চিকিৎসক, যিনি ইতালির বাসিন্দা ছিলেন, তিনি হুযুরের দিকে ইঙ্গিত করে নিচু স্বরে বললেন, 'যীশু মসীহ এবং তাঁর বারো জন্য শিষ্য।' একথা শুনে আমি ভীষণ আশ্চর্য হই। এই ভেবে যে খোদা তা'লার কিরূপ মহিমা, ইউরোপের এক বাসিন্দা কিভাবে এমন সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কথা বলছে।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩৭)

এই সফর কালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) দামাস্কে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। সাক্ষাতের সময় সেখানকার এক স্বনামধন্য আলেম ও সাহিত্যিক শেখ আব্দুল কাদির সাহেব মাগরিবি বলেন, একটি জামাতের সম্মানীয় নেতা হওয়ার কারণে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করছি। কিন্তু এমন আশা করবেন না যে, এই এলাকায় কোনও ব্যক্তি আপনার চিন্তাধারায় প্রভাবিত হবে। কেননা আমরা হলাম আরব বংশোদ্ভূত আর আরবী আমাদের মাতৃভাষা। কোনও হিন্দুস্তানী, সে যতবড়ই বিদ্বান হোক না কেন, আমাদের থেকে বেশি কুরআন ও হাদীসের অর্থ বোঝার ক্ষমতা রাখে না। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর এই ধারণাকে খণ্ডন করেন এবং সেই সঙ্গে মৃদু হেসে বলেন, আমরা তো সারা পৃথিবীতেই মুবাল্লিগ পাঠাব। কিন্তু হিন্দুস্তান ফিরে গিয়ে আমার সর্বপ্রথম কাজ হবে আপনার দেশে মুবাল্লিগ পাঠানো এবং আর এটাই দেখার যে খোদার পতাকা বাহকদের সামনে আপনার শক্তি সামর্থ কতটুকু?

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪৩)

তিনি (রা.) এমনটিই করেন। সফর থেকে ফিরে এসে হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন শামশ সাহেবকে হযরত জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেবের সঙ্গে সিরিয়া রওনা করেন আর এভাবেই সেখানে জামাতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মৌলানা শামস সাহেবের প্রচেষ্টায় সিরিয়ার জামাত ক্রমশ উন্নতি লাভ করতে থাকে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর যুগে কাবাবীরে এলাকায়, দামাস্ক, বেরুত, বাগদাদ, জর্ডন, আদান, মিশর, ইরান প্রভৃতি অঞ্চলে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে আহমদী মুবাল্লিগগণ নিয়মিত যাতায়াত করতেন। আর পুণ্যবানদেরকে আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে দান করেছেন। এরপর সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯৫৫ সালে আরও

একবার সিরিয়া সফর করেন যেখানে তাঁর স্বহস্তে রোপিত চারাবৃক্ষকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জীবদ্দশাতেই ফলদার বৃক্ষতে রূপান্তরিত করে দেখিয়েছেন। এইভাবে আরবভূমিতে ও সিরিয়াতে, বিশেষ করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মাধমে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও বিজয় সংঘটিত হয় আর এক প্রসিদ্ধ সুফি হযরত এহিয়া বিন আকাব (রা.) মুয়াল্লিম আল বিস্তিন-এর ভষ্যিদ্বাণী

ومحمودٌ سيَظهر بعد هذا، ويَملك الشامَ بلا قِتال

(অর্থাৎ এরপর মাহমুদের আবির্ভাব হবে যে সিরিয়াকে বিনা যুদ্ধে জয় করবে) স্বমহিমায় পূর্ণতা পায়। (পূর্ণাঙ্গ ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য 'শামসুল মাআরেফ আল কাবীর লিল শেখ আহমদ বিন আলি আল বুনি' দ্রষ্টব্য)

এরপর সিরিয়ায় হযরত জালালুদ্দীন শামস সাহেবের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ হয় আর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)=এর দোয়ার কল্যাণে অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আরোগ্য দান করেন। এরপর ঐশী প্রজ্ঞার অধীনে মৌলানা শামস সাহেবকে হায়ফা স্থানান্তরিত হতে হয়। ১৯২৮ সাল প্রথমে হাইফায় ও পরে কাবাবীরে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

জামাত কাবাবীর

কাবাবীরে জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালে হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন সাহেব শামস-এর মাধ্যমে। কাবাবীরের জামাত প্রথম থেকেই একশ শতাংশ আরব আহমদীদের নিয়ে গঠিত এক জামাত, যাদের মধ্যে অধিকাংশ পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে।১৯৩১ সালে এখানে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয় যা জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে আরবভূমিতে তৈরী প্রথম মসজিদ। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মসজিদের নাম রাখেন 'জামি সৈয়্যদানা মাহমুদ' যেটি কারমিল পাহাড়ের উপর সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত। ১৯৭৯ সালে এই মসজিদের সম্প্রসারণ হয়। মসজিদের দুটি সুউচ্চ মিনার রয়েছে যা তেল আবীব হাইফার প্রধান সড়কে অনেক দূর থেকে দৃশ্যমান। এখানে বহু সংখ্যক দর্শনার্থী আসেন আর ইসলামের পরিচয় লাভ করেন। আর তারা একথাও ব্যক্ত করেন যে, আমরা এই সুন্দর ভূমিতে সুন্দর মসজিদে প্রকৃত ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করেছি।

কাবাবীর জামাত গড়ে তুলতে প্রধান ভূমিকা যে পরিবারের সেটি হল 'অউদাহ' পরিবার। উসমানী খিলাফত যুগের শেষের দিকে ১৮৫০ সালের কাছাকাছি সময় অউদাহ নিদা নামে জনৈক ব্যক্তি তাঁর পাঁচ পুত্র সহ জেরুযাম সংলগ্ন নাআলাইন গ্রামে হিজরত করেন এবং সেখানে কারমাল পাহাড়ের একটি অংশে বসবাস করতে শুরু করেন।

পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'লা এই পরিবারটিকেই আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন। অউদাহ সাহেবের পুত্রদের মধ্য থেকে একজন শতবর্ষ জীবি হয়েছেন আর তিনি সন্তানসন্ততিসহ আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করেছেন। অপরদিকে মরহুম অউদাহ সাহেবের সমস্ত পৌত্র এবং তাদের সন্তানেরা বয়আত করে যুগ ইমামের জামাতে সামিল হয়েছে।

জামাতের যে সমস্ত বুজুর্গ মুবাল্লিগগণ এখানে এসেছেন তারা কাবাবীরকেই মধ্যপ্রাচ্যের মরকয বানিয়ে অনেক তবলীগি ও তরবীয়তের কাজ পরিচালনা করেছেন। ১৯৩২ সালে মৌলানা আবুল আতা সাহেব জলন্ধরীর মাধমে কাবাবীর থেকে প্রথম আরবী পত্রিকা 'আল বাশারাতুল ইসলামিয়া আল আহমদীয়া' প্রকাশিত হয় আর এই পত্রিকাটিই ১৯৩৫ সাল থেকে 'আলবুশরা' নামে প্রকাশিত হতে থাকে যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এর পর শিশুদের তালিম ও তরবীয়তের জন্য যথারীতি 'মাদ্রাসা আহমদীয়া, নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ' স্থাপন করা হয়। ধীরে ধীরে জামাতের ঐতিহ্য অনুসরণ করে এবং খলীফাগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপিত হতে থাকে আর ১৯৬৮ সাল থেকে মুসলেহ মওউদ দিবস, মসীহ মওউদ দিবস এবং খিলাফত দিবস পালন আরম্ভ হয়। এই প্রসঙ্গে মরহুম মৌলানা বশীরুদ্দীন উবাইদুল্লাহ্ সাহেব মুবাল্লিগ=এর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন নিযুক্ত মুবাল্লিগ মৌলানা মহম্মদ হামীদ কাউসার সাহেবের প্রচেষ্টায় মুসলেহ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে জলসা এবং মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার বাৎসরিক ইজতেমা একত্রে আয়োজিত হতে থাকে আর বস্তুতপক্ষে এই জলসাই বস্তুত এখানকার সালানা জলসার পটভূমিকা রচনা করে।

কাবাবীবের প্রারম্ভিক জলসা সালানা।

১৯৯৫ সালে কাবাবিরে প্রথম বার যথারীতি জলসা সালানার আয়োজন হয়।যেখানে কাবাবীরের মানুষ ছাড়াও বহিরাগত অতিথিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে কাবাবীবের ২য় জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিবসীয় এই জলসায় একদিন তবলীগ দিবস হিসেবে পালিত হয়। অনুরূপভাবে ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে কাবাবীরের তৃতীয় জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কিছু স্থানীয় পরিস্থিতি এবং প্রতিকূলতার কারণে তিন বছর (১৯৯৮-২০০) পর্যন্ত জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় নি। এরপর ২০০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কাবাবীরে জলসা সালানা যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আরবের প্রতিকুল অবস্থার প্রভাব

১৯৪৮ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন হয়। হায়ফা এবং অন্যান্য এলাকা থেকে মুসলমানেরা জর্ডন এবং সিরিয়া হিজরত করে।কিন্তু কাবাবীর বাসী খিলাফতে আহমদীয়ার বরকতে যুগ খলীফার নির্দেশ মেনে নিজেদের মাতৃভূমি কাবাবীর ছেড়ে বের হয় নি আর নিজেদের জমি ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দেয় নি। তারা প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থেকেছে। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর দোয়া এবং দিক-নির্দেশনায় কাবাবীর বাসী নিরাপদ থেকেছে এবং নিজেদের মসজিদের পাশ্ববর্তী এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে নিজেদের নৈতিকতাকে হাতিয়ার করে শত্রুদেরকে প্রভাবিত করেছে আর এখনও পর্যন্ত শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বাস করছে। কিন্তু অন্যান্য আরব দেশের অবস্থা অনুরূপ নয়।

ষাটের দশকে আরবদেশসমূহে রাজনৈতিক পালাবদল এবং অস্থিরতার কারণে সব থেকে বেশি ক্ষতি জামাতের হয়েছে। কেননা, সেই সময় জামাত আহমদীয়ার তৎপরতা শিখরে পৌঁছেছিল এরফলে হঠাৎ তা সীমিত হয়ে পড়ে। তবলীগ বন্ধ থাকার কারণে নবাগত আহমদীদের সংখ্যা শূন্যে নেমে যায়, অপরদিকে পুরোনো আহমদীদের প্রতি অনবরত নির্যাতন করা হয় আর মানসিক নির্যাতনের কারণে তারা মরকযের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সফল হয় নি আর এভাবে কিছু সময়ের মধ্যে এই সব এলাকায় কোথাও কোথাও আহমদী থেকে যায়, কিন্তু আহমদীয়াতের সুদৃঢ়, সক্রিয় ও সুস্পষ্ট অস্তিত্ব অদৃশ্য হয়ে যায়।

আরবভূমিতে নতুন করে আহমদীয়াতের বৃক্ষরোপন

চতুর্থ খলীফার যুগে এম.টি.এর মাধ্যমে এবং বিশেষ করে লিকা মাআল আরব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরবদের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে আর বিভিন্ন স্থানে জামাত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতে খামিসার যুগে আরবদের মধ্যে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে। খিলাফতে খামিসার যুগ আরবদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকা এক ঐশী তকদীর। খিলাফতে খামিসার যুগে আরবদেশসমূহে সংঘটিত উন্নতির বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

খিলাফতে খামিসার যুগে আরবদেশসমূহে জামাতের অগ্রগতি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর একবার আমাদের এক নিষ্ঠাবান আরব ভাই মাননীয় মুনীর অউদাহ সাহেবকে বলেছিলেন, আমার যুগে আরবদের মাঝে তবলীগের পথ প্রশস্ত হবে আর আরবদের মাঝে আহমদীয়াতের বীজ বোপিত হবে, প্রচুর মানুষ আহমদীয়াতের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই কথা

যুগ ইমামের বাণী

আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হতো, তা হলেও আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ ও তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না। (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, kolkata

আজ আরবদের বিজয়সমূহ এবং জামাতের প্রসার লাভের মাধ্যমে পূর্ণ হচ্ছে। এম.টি.এ ৩ আল আরাবিয়াও এরই একটি অংশ। সেই সময় একটি স্থায়ী আরবী চ্যানেল এবং এর জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান তৈরী করা একেবারে অসম্ভব বিষয় ছিল, কিন্তু খোদা তা'লার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ খলীফার বাসনা এবং অভিপ্রায় কিভাবে বাধা পেতে পারে?

আরবদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

আল হাওয়ারুল মুবাশির-এর একটি অনুষ্ঠানে ২০০৮ সালের ৮ই জুন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) আরবদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণে বলেন-

"আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

হে সমগ্র আরববাসী! আপনাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা, আশিস ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। এই মুহূর্তে যদিও পৃথিবীর দৃষ্টিতে আপনাদের সংখ্যা নগণ্য, কিন্তু আপনাদের হৃদয়সমূহ এখন জ্যোতিতে পরিপূর্ণ আর আমি আশা করি, এই সংখ্যা অচিরেই হাজার, লক্ষ এমনকি কোটিতে পৌঁছবে। ইনশাআল্লাহ।..... আমি সমস্ত আরব আহমদী ভাইদের এই বার্তা দিতে চাই যে, আজ যে ইসলাম ও যে কৃপায় আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের ধন্য করেছেন সেটিকে সঙ্গী করে সামনে এগিয়ে চলুন আর ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তিতে থাকবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র পৃথিবীকে, সমগ্র আরব জগতকে মহম্মদী মসীহর পদতলে নিয়ে আসতে পারেন। আর এটা এজন্য নয় যে মহম্মদী মসীহ্র পদতলে একত্রিত করার মধ্যে তাঁর কোনও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে,বরং বস্তুতপক্ষে তাদেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর পদতলে নিয়ে আসার নামান্তর হবে যাঁকে আজ পৃথিবী ভুলে গিয়েছে। ... ২৭ শে মে খিলাফত দিবসের দিন আমি সমস্ত আহমদীর কাছে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, আপনারা আঁ হযরত (সা.)-এর বাণীকে পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে এবং খিলাফতে আহমদীয়াকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে যাবতীয় ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবেন আর ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র জগতে আঁ হযরত (সা.) পতাকা উড্ডীন হয়। আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করি আর আমি আশা করি যে, আরবে বসবাসকারী আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক আহমদী আমার 'সুলতানে নাসীর' হয়ে এই কাজে সহযোগী হবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এর তৌফিক দান করুন। আমীন।"

ينصرك رجال نوحي اليهم من السماء

এম.টি.এ আল আরাবিয়ার মাধ্যমে যদিও তবলীগের একের পর এক উৎকৃষ্ট পথ উন্মোচিত হয়েছে, কিন্তু হিদায়াত দান করা আল্লাহর হাতে। তাই আমরা দেখি আল্লাহ্ তা'লা অনেক পুণ্যাত্মাদেরকে সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে সময়ের পূর্বেই আঁ হযরত (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ও প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের ছবি দেখিয়েছেন। আর পরবর্তীতে এম.টি.এর মাধ্যমে তারা তাঁদের ছবি নিজের চোখে দেখেছেন আর খোদা তা'লা প্রদর্শিত পথে এই পন্থায় হিদায়াত লাভকারীর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হল।

কাবাবীর থেকে সম্প্রচারিত লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠানের সময় মিশরে এক বন্ধু মহম্মদ আবু মহম্মদ সাহেব ফোন করেন আর কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলেন, পাঁচ ছয় বছর আগে আমি একটি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, রসুল করীম (সা.) এসেছেন আর তিনি আমাকে নিজের বাহুদ্বয়ের মধ্যে আলিঙ্গন করছেন আর শক্ত করে আমাকে নিজের দিকে টেনে রেখেছেন যখন কিনা আমি শীত অনুভব করছিলাম। এরপর হুযুর (সা.) আমাকে ডেকে নিয়ে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যান। সেই সময় অন্য কোনও কারণে আমি বেশ রাগান্বিত ছিলাম। রসুল করীম (সা.) আমাকে বললেন, আমাদের সামনের ঐ বাড়িটির দিকে দেখ। আমি সে দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম, বিশ্রী শয়তানী চেহারার এক ব্যক্তি সেখান থেকে বের হচ্ছে। হুযুর (সা.) আমাকে বললেন, এই যে শয়তান রয়েছে সে মানুষের ক্রোধের সময় তাকে নিজের বশে করে নেয়। আর আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, ক্রোধকে নিজের উপর চাপতে দিবে না। হুযুর (সা.) আমাকে তিনবার এই উপদেশটি পুনরাবৃত্তি করেন। এরপর আমার সঙ্গে আলিঙ্গন বন্ধ হয়ে প্রস্থান করলেন। আমি শুধু এই কথার পুনরাবৃত্তি করছিলাম, 'আমার প্রিয় প্রভু আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন।

এই ঘটনার অনেক সময় পর টেলিভিশনে চ্যানেল পরিবর্তন করার সময় প্রিয় প্রভু সৈয়্যদানা আহমদ (আ.) কে দেখতে পেলাম আর আমি বললাম, খোদার কসম! ইনিই সেই ব্যক্তি যাকে আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) হিসেবে দেখেছিলাম। আমি এর পূর্বে বহুবার এই মুখটি স্বপ্নে দেখেছি, কিন্তু তাঁকে চিনতাম না। এরপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, এটি আমার প্রিয় প্রভু হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর মুখ। কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজের পুরোনো আকিদা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না। আর এই কারণে বয়আত করি নি। এগুলি প্রায় চার বছর আগের কথা। সম্প্রতি এক সপ্তাহ পূর্বে একদিন আমি ঘুম থেকে জেগে উঠতেই এক জোরালো কণ্ঠস্বর আমার কানে এল যা এইরূপ- তুই সব কিছু বিশ্বাস করিস,কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে মান্য করিস না যাকে আল্লাহ্ তা'লা উর্ধ্বলোক থেকে প্রেরণ করেছেন।' খোদার কসম, এমনটিই হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রী সন্তানদের বললাম, আজ থেকে তোমরা সকলে আহমদী আর আমি তোমাদের ওসীয়্যত করছি, আহমদী না হয়ে যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে।

দারুল আমান (ওয়েস্ট ব্যাংক, ফিলিস্তিন)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ফিলিস্তিনের ওয়েস্ট ব্যাংক অনেক পুণ্যাত্মা বয়আত করে জামাতের সামিল হয়েছে। খিলাফতে খামিসার আশিসময় যুগে আরবদের মাঝে যে দ্রুততার সাথে জামাতের বিস্তার ঘটেছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ওয়েস্ট ব্যাংকের জামাত। যদিও ওয়েস্ট ব্যাংকের অনেক অঞ্চলে বয়আত হয়েছে, কিন্তু তুলকারাম শহরের থেকে শহরতলীতে এর সংখ্যা বেশি। তুলকারাম শহরের অধীনে কুফর সুর নামে একটি গ্রামও রয়েছে যেখানে খিলাফতে রাবেয়ার শেষের দিকে মাননীয় আব্দুল কাদির মুদাল্লিল সাহেবের পরিবার বয়আত করেছিল। এখন খিলাফতে খামিসার যুগে এলাকার আরও কিছু মানুষও বয়আত করার পর থেকে মাননীয় আব্দুল কাদির সাহেবের বাড়ির একটি অংশ মসজিদ ও মিশন হাউস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে আহমদী বন্ধুরা জুমআর দিন একত্রিত হতেন আর মাসে একবার জলসাও হত।

এরপর এম.টি.এ আল আরাবিয়া এবং স্থানীয় আহমদীদের বন্ধুসুলভ তবলীগি অভিযানের মাধ্যমে এলাকায় আরও বয়আত হয়। ফলে একটি স্থায়ী মরকয তৈরীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওয়েস্ট ব্যাংক ফিলিস্তীনে মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মাণ করা আমাদের জামাতের জন্য অন্যান্য আরব মুসলমান দেশের মতই কঠিন এমনকি অসম্ভব বিষয় ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। মসজিদ অবশ্য নেই, কিন্তু একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণের তৌফিক লাভ হয়েছে। ২০১২ সালের ১৮ই এপ্রিল সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পক্ষ থেকে পাঠানো একটি বরকতমণ্ডিত পাথর দ্বারা বিল্ডিং-এর ভিত্তি স্থাপন হয় আর দ্রুত গতিতে কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। এই নির্মাণের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করেছে লাজনা ইমাউল্লাহ্ কাবাবীর।

ওয়েস্ট ব্যাংক ফিলিস্তিন-এর মিশন কে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) 'দারুল আমন' নাম দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই ভবনটি ফিলিস্তীনে শান্তির কেন্দ্র। বিভিন্ন শ্রেণীর ফিলিস্তীনি লোকেরা নিজেদের ধর্মীয় ভেদাভেদ সরিয়ে রেখে এই মরকযে বার বার একত্রিত হয় আর শান্তি ও নিরাপত্তার কথা শোনে, শেখে এবং অন্যদেরকে শেখায়।

আল খলীল-এ জামাত

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২০১৯ সাল থেকে দক্ষিণ ফিলিস্তিনের খলীলেও যথারীতি জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) বলেন- কাবাবীরের মুবাল্লিগ সিলসিলা লেখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দক্ষিণ ফিলিস্তীনের শহরে কয়েক বছর থেকে আহমদীরা বাস করছেন, কিন্তু সেখানে কোনও সংগঠিত জামাত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই বছরে এখনে যথারীতি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর আল খলীল একটি ঐতিহাসিক শহর, যেটি হযরত

ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্মস্থান, যেখানে হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব এবং তাঁদের পবিত্র সহধর্মিণীদের কবর রয়েছে। এই শহর সংলগ্ন গ্রামগুলিতে আমাদের ২৭জন আহমদী সদস্য রয়েছে আর যথারীতি জামাত স্থাপন করা হয়েছে। একজন আহমদী তাঁর নিজের বাড়ির কিছু অংশ মসজিদ হিসেবে পৃথক ছেড়ে রেখেছেন যাতে সেখানে নামায পড়া যায়।

(খুতবা জুমআ, ৭ই আগস্ট, ২০২০)

আহমদী পরিবারগুলিতে পালাক্রমে জুমআ পড়া হয় আর বৈঠক করা হয়।

মসরূর সেন্টার কাবাবীর

জামি সৈয়্যদানা মাহমুদ কাবাবীর সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যেটির নির্মাণ প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে এগিয়েছে। সব শেষে দুটি সুউচ্চ মিনারের কাজ ১৯৯০-এর দশকে সম্পূর্ণ হয়। পনোরো বছর পর আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় কাবাবীর জামাতকে একটি ভবন নির্মাণের তৌফিক দান করেন। যেটির নাম হল মসরূর সেন্টার। এটি একটি দ্বিতল ভবন যার একটি অংশে এম.টি.এ-র স্টুডিও তৈরী হয়েছে যেটি জামাতের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আধুনিক ডিজাইনের অত্যন্ত সুন্দর স্টুডিও তৈরী হয়েছে। বাকি অংশে সভাকক্ষ, অভ্যর্থনা হল, অফিস, মিটিং হল এবং লাইব্রেরী তৈরী হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর ভাষায় ভবিষ্যতের সুসংবাদ এবং এর প্রারম্ভিক ঝলক।

২০২১ সালের ৫ই জুন হুযুর আনোয়ার (আই.) কাবাবীর জামাতের সঙ্গে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের যে উন্নতি হচ্ছে আর জামাত যে ভাবে প্রসার লাভ করছে, প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি দেশের একাধিক শহরে জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর জামাতের পরিচিত তৈরী হচ্ছে, পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানেও যেভাবে জামাতের পরিচিতি তৈরী হয়েছে, তাতে আমি আশা করি, আগামী কুড়ি, পঁচিশ বছর জামাতের উন্নতির অতি গুরুত্বপূর্ণ বছর হতে চলেছে। ইনশাআল্লাহ্॥ আর আপনারা দেখবেন, অধিকাংশ মসীহ মওউদ (আ.)-এর পতাকা তলে এসে যাবে কিম্বা অন্ততপক্ষে মুসলমানদের অধিকাংশ একথা স্বীকার করবে যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'ইনশাআল্লাহ্ একদিন আসবে যেদিন উম্মতে মুসলেমা মসীহ মওউদ (আ.)-এর পতাকা তলে খানা কাবায় প্রবেশ করবে।"

হুযুর আনোয়ার এইকথাগুলি বলেছিলেন কাবাবীর জামাতের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। সেই সময় আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং যুগ খলীফার বার্তা আরবভূমি তথা মধ্যপ্রাচ্যে জোরালোভাবে পৌঁছে গিয়েছে।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট সংগঠনের মাধ্যমেও মধ্যপ্রাচ্যে জামতের হাত দিয়ে সেবামূলক কর্মসূচি অত্যন্ত সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ফিলিস্তীনে রামাল্লা শহরে সম্প্রতি ফিলিস্তিন সরকারের অনুমোদনক্রমে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর অফিস খোলার তৌফিক লাভ হয়েছে।

উপসংহার

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বৈপ্লবিক যুগে আরবভূমিতে হাজার হাজার পথ হারানো মানুষ তাদের গন্তব্য খুঁজে পেয়েছে আর অসংখ্য ঘুমিয়ে পড়া মানুষ জেগে উঠেছে। ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় শত শত আরব অংশগ্রহণ করেছে, আরবদের মধ্য থেকে ওয়াকফীনে যিন্দেগী এবং মুবাল্লিগীন প্রস্তুত হয়েছে এবং হচ্ছে। ওয়াকফে নও স্কীমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ খলীফার আন্তরিক বাসনা ও সংগ্রামকে দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের গভীর প্রত্যয় জন্মেছে যে, সেই দিন দূরে নয় যখন আমরা হযরত খাতামান্নাবীঈন মহম্মদ (সা.)-এর পতাকাকে সকল পতাকার চেয়ে উচ্চে উড্ডীন হতে দেখব। তখন সমগ্র আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাসিন্দারাও কুরআন মজীদের ভাষায় অবলীলায় বলে উঠবে-

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ
الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا
يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

প্রকল্পের একটি রূপরেখা।

১৯৮৯ সালে জলসা সালানা জার্মানী উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) জামাত আহমদীয়া জার্মানীকে শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সারা দেশে ১০০টি মসজিদ নির্মাণের প্রকল্প দেন। উক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় জার্মানীর উইটলিচ শহরে, যার নাম রাখা হয় বায়তুল হামদ। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) ২০০০ সালে এর উদ্বোধন করেন। এছাড়া খিলাফতে রাবেয়ার যুগে মসজিদ নুরুদ্দীন (ডারমাস্টাডেট), মসজিদ নাসের (ব্রামিন) এবং মসজিদ তাহের (কোবনিজ) মসজিদের গোড়াপত্তন করা হয়। এছাড়া কীল শহরে মসজিদ হাবীব নির্মাণের জন্য ১৯৯৯ সালে একটি প্লট ক্রয় করা হয়েছিল। খিলাফতে রাবেয়ার যুগে যে আরও কিছু প্লট ক্রয় করা হয় সেগুলি হল রেইডস্টাডট-এ মসজিদ বায়তুল আযিয-এর জন্য প্লট ২০০০ সালে ক্রয় করা হয়। মসজিদ সামী (হানবোর)-এর জন্য ২০০১ সালে, বায়তুল আলীম (ওয়ারযবার্গ)-এর জন্য ২০০১, মসজিদ আল হুদা (ইউজিনজেন)-এর জন্য ২০০২ সালে এবং মসজিদ বশীর (বেনেশীম)-এর জন্য ২০০২ সালে। এই প্লটগুলির মঞ্জুরী হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.)-এর নিকট নেওয়া হয়। আর মসজিদগুলি নির্মিত হয় খিলাফতে খামিসার প্রারম্ভিক সময়ে।

(রোযনামা আল ফযল, লন্ডন, অন-লাইন,৪ঠা জুন, ২০২০, পৃ: ৬)

জার্মানীতে যে সমস্ত মসজিদের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে সেগুলির সংখ্যা ৬৪টি। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা-র সময় বলেন, "জার্মানীতে একশটি মসজিদের প্রকল্পের অধীনে এবছর পাঁচটি মসজিদের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরফলে এই মসজিদগুলির সংখ্যা দাঁড়াল ৬৪টি।"

(২০২২ সালে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই)-এর ভাষণ)

নির্মাণ সম্পূর্ণ মসজিদগুলি ছাড়া জার্মানীতে একাধিক মসজিদ বিভিন্ন পর্যায়ে নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে। আর একশটি মসজিদের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনোর দিন আল্লাহ্র কৃপায় খিলাফতে খামিসার কল্যাণময় নেতৃত্বে ক্রমশ নিকটতর হচ্ছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) জামাত আহমদীয়া জার্মানীকে সুসংবাদ শোনাতে গিয়ে বলেন-"ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জার্মানী ইউরোপের প্রথম দেশ হবে যেখানে একশটি শহর বা মফস্সলে আমাদের মসজিদের আলোকিত মিনারগুলি দৃশ্যমান হবে আর যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নাম সেই এলাকার আকাশে বাতাসে মুখরিত হবে যা বান্দাকে খোদার নিকটবর্তী করবে।"

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ১৬ই জুন, ২০০৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) -এর ভাষায় আমার লেখা শেষ করব। তিনি বলেন-

"সুতরাং ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এসব উন্নতি হবে। আল্লাহ্তা'লা সর্বদা আমাদেরকে অবিচল রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জামা'তের পূর্ণ উন্নতির দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকনের সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার সৌভাগ্য দিন যেন আল্লাহ্তা'লার অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য আমরা আমাদের জীবনে দেখতে পাই। আমাদের ইবাদত, আমাদের নামায ও আমাদের কর্মসমূহ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়। আমরা যেন খিলাফতের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং নিজ বংশধরদেরকেও এ বিষয়ে অবগত করতে পারি, যেন কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরগণ এ নেয়ামত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকে।

..... সব আহমদী যেন প্রকৃত রূপে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা পালন করতে পারে এবং সত্যিকার আহমদী হতে পারে। সেসব মুসলমান, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এখনো চিনতে পারেনি, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাঁকে চেনার ও তাঁর বয়আত করার সৌভাগ্য দান করুন। সমগ্র পৃথিবীতে আমরা যেন যথাশীঘ্র ইসলামের পতাকা এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পতাকা উড্ডীন হতে দেখি এবং পৃথিবীর সর্বত্র তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৮ শে মে, ২০২১)

মহান আল্লাহ্র বাণী

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞানী। (আল আরাফ: ২০১)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita, Bangaingaon (Assam)

ইউরোপে জামাতের অগ্রগতির রূপরেখা

-জাভেদ ইকবাল নাসির, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, জার্মানী।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ওসীয়ত মোতাবেক তাঁর আনীত বাণী তাঁর উত্তরাধিকারী তথা খলীফাগণ মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে এসেছেন আর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখবেন। ইনশাআল্লাহ্॥ এই দ্বিতীয় কুদরত ইউরোপ মহাদেশে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে লক্ষ্যে পোঁছে দিতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখে নি আর এই ক্ষেত্রে যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করেছে। কোথাও মুবাল্লিগ পাঠানো হয়েছে, কোথাও মসজিদ নির্মাণের সূচনা হয়েছে, কোনও কোনও স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্য প্লট কেনা হয়েছে আর কোথাও কাঠামো সমেত প্লট কিনে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়েছে। সত্যের বাণী পোঁছে দিতে একদিকে যেমন সফর করা হয়েছে, তেমনি আহমদী সদস্যদের তালিম তরবীয়তের জন্য প্রশ্নোত্তর সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জলসা সালানার সূচনা হয়েছে, অপরদিকে শারীরিক শক্তি ও সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য ইজতেমার আয়োজনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কোথাও তবলীগ ও দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ কাজের জন্য ফ্লাইয়ারস বিতরণ করা হয়েছে আবার কোনও দেশে ব্যপকহারে বই-পুস্তক প্রকাশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একদিকে এই দেশগুলিতে কুরআন করীমের অনুবাদ সেখানকার স্থানীয় ভাষায় করার জন্য ভাষাবিদদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে মুবাল্লিগদেরকে ইউরোপীয় দেশগুলির ভাষা শেখার জন্য বিশেষ নির্দেশ জারি করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার এক অসাধারণ নেয়ামত মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া-র সূচনাও তাঁর চতুর্থ খলীফার মাধ্যমে হয়েছিল। আর এই চ্যানেল তাঁর পঞ্চম খলীফার হাত ধরে ইউরোপের মাটি থেকে নতুনভাবে শুরু হতে দেখা গেছে। যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

"এম.টি.এর মাধ্যমে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে ইসলামের প্রকৃত বাণী পোঁছে যাচ্ছে। প্রথমে এটি একটি মাত্র ভাষায় ছিল, আর একটি চ্যানেল ছিল। এখন পৃথিবীতে এম.টি.এ-র আটটি চ্যানেল কাজ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমটিএ স্টুডিও তৈরী হয়েছে , যেখান থেকে এম.টি.এর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। এখন একটি মাত্র জায়গায় আর স্টুডিও নেই, সর্বত্র স্টুডিও তৈরী হয়ে রয়েছে। সর্বত্র না হলেও, আফ্রিকাতেও আবার উত্তর আমেরিকাতেও আর ইউরোপেও স্টুডিও তৈরী হয়ে গিয়েছে। আমরা যদি নিজেদের সামর্থের দিকে দেখি তবে এটা সম্ভবই ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও ইসলামের প্রকৃত বাণী পোঁছে যাচ্ছে।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৮ শে মে, ২০২১)

ইউরোপের মাটি থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিং-এর দৃশ্য গোটা বিশ্ব দেখছে। এমন বিশেষ মর্যাদা অন্য কোনও মহাদেশের নেই। হুযুর আকদস (আই.) এ প্রসঙ্গে বলেন-

" আল্লাহ তা'লা খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরীর জন্য একটি নতুন পথও দেখিয়ে দিয়েছেন। যেটি হল অন-লাইন সাক্ষাতের বা ভার্চুয়াল সাক্ষাতের মাধ্যম যা এই কোভিড মহামারির কারণে প্রচলন পেয়েছে। এর মাধ্যমে মিটিংও হচ্ছে। সাক্ষাতও হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে সরাসরি জামাতগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। জামাতের সদস্যরা সরাসরি যুগ খলীফার দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারছে। আমি এখানে লন্ডন থেকে কখনও আফ্রিকার কোনও দেশের সঙ্গে, কখনও ইন্ডোনেশিয়া, কখনও অস্ট্রেলিয়া, কখনও আমেরিকার সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করে নিই। অতএব, এগুলি সবই আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের নিদর্শন। অতএব, আমাদের কখনই একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা যিনি নিজ কৃপার দৃশ্য প্রকাশিত করছেন আর খিলাফতের আশিস দ্বারা আমাদের বিভূষিত করেছেন আমরা যেন সব সময় এর অধিকারের প্রতি সুবিচার করতে পারি। "

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ২৮ শে মে, ২০২১)

জার্মানী জামাতকে একশ'টি মসজিদ নির্মাণের এক উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়া হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) মাধ্যমে , কিন্তু তা লক্ষ্য ছুঁবে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বরকতমণ্ডিত যুগে। ইনশাআল্লাহ্॥ ইউরোপে কবাডি ম্যাচ খেলার ও দেখার সুযোগ হয় এই আশিসময় যুগে। ক্রিকেট খেলোয়াড়রা নিজেদের শখ পূর্ণ করেছে এই দ্বিতীয় কুদরতের ছত্রছায়ায়। ইউরোপে পরামর্শ সভার সূচনা হয়েছে এই খিলাফতেরই ছত্রছায়ায়। শরণার্থী হিসেবে ইউরোপে আশ্রয় লাভ হয়েছে এরই কল্যাণে। কল্পনাতীত বিষয় নিকটবর্তী হতে দেখেছে ইউরোপ এরই কল্যাণে।বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের দল ইউরোপে গঠিত হয়েছে এরই হাত ধরে। ইউরোপীয় ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার কৃতিত্ব এই সব বুজুর্গদেরই। ইউরোপ মহাদেশ একের পর এক দোয়া কবুল হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে এই যুগেই। ইউরোপ বা পৃথিবীর কোনও দেশে যদি কখনও অন্যায় অবিচার চোখে পড়েছে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খলীফাগণ ভাষণ ও খুতবার মধ্যে সেগুলির বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এর সুস্পষ্ট উদাহরণ হল বোসনিয়ায় সংঘটিত অত্যাচার।

যখন তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের লক্ষণ ক্রমশ প্রকাশ পেতে শুরু করল তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ইউরোপের কিছু দেশের পার্লামেন্ট হাউসে গিয়ে ভাষণ দান করেছেন আর এর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জগতকে সচেতন করেছেন। যেমন, হযুর আনোয়ার (আই.) ২০০৮ সালের ২২ শে অক্টোবর তারিখে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট হাউস অফ মেনস-এ নিজের ভাষণে বলেন-

"গত শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এর পিছনে যে কারণইথাকুক না কেন, যদি আমরা গভীর দৃষ্টিতে দেখি, কেবল একটি কারণসবার উপরে মাথা চাড়া দিয়ে থাকে আর তা এই যে প্রথম বার যথাযথভাবে ন্যায়-বিচারের দাবি পূরণ করা হয় নি। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ,যাকে নির্বাপিত আগুন মনে করা হয়েছিল, তা কেবল ধামাচাপা দেওয়া আগুন সাব্যস্ত হল যা মৃদু মৃদু জ্বলছিল, আর পরিণামে লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত হল এবং দ্বিতীয়বার পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে ফেলল।

আজ, অস্থিরতা বাড়ছে আর যুদ্ধসমূহ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ সমূহআর একটি বিশ্বযুদ্ধের পথ রচনা করছে। সর্বোপরি বিদ্যমান অর্থনৈতিকও সামাজিক সমস্যাবলী এ পরিস্থিতিকে গুরুতর করে তোলার কারণ হবে।

পবিত্র কোরআন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সুবর্ণ নীতি বর্ণনা করেছে।এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, লোভে শত্রুতা বৃদ্ধি পায় কখনও এটা নিজভৌগলিক সীমারেখার সম্প্রসারণে প্রকাশ পায়, আর কখনও বা প্রাকৃতিকসম্পদ সমূহ করায়ত্ব করার মধ্য দিয়ে, আর কখনও কেবলমাত্র অন্যের উপর নিজ আধিপত্যের নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এর ফল স্বরূপনিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটে-তা নির্দয় স্বৈরশাসকদের হাতে হোক, যারা নিজ জনগণের অধিকার হরণ করে এবং নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে, বা কোন আগ্রাসী শক্তির হাতে যারা বাইরে থেকে দেশে প্রবেশ করে। কখনও নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত মানুষের কান্নার রোল বহির্বিশ্বের কানেও গিয়ে পোঁছে। এতে যাই হোক না কেন, আমাদের

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

মহানবী (সাঃ) এ সোনালী শিক্ষা দিয়েছেন যে, অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী উভয়কে সাহায্য কর। মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন যে, একদিকে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো তারা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, "তারহাতকে অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে, কেননা অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন তাকে খোদার শাস্তির পাত্র বানিয়ে দেয়। সুতরাং তারপ্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমরা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা কর। আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রতম পরিসর (ব্যক্তি সত্তা)-কে ছাড়িয়ে এ নীতি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রযোজ্য।

..... শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রথম শর্ত হল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। আর যদি ন্যায়বিচারের নীতি অবলম্বন সত্ত্বেও শান্তি প্রতিষ্ঠারসকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে একতাবদ্ধ হও এবং সমবেতভাবে ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং লড়তে থাক যতক্ষণ নাসেই সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষ শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়। "

(বিশ্বসংকট ও শান্তির পথ, পৃ: ১৫-১৬)

" অনুরূপভাবে ২০১২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণে বলেন-

"নিষ্ঠুরতা সমূহকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে,কেননা যদি এগুলোকে ছড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে সারা পৃথিবীতে ঘৃণার আগুন এভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে যে মানুষ অচিরেই বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটজনিত সমস্যাবলীকে ভুলে যাবে।এর চাইতে বহুগুণ ভীতিপ্রদ এক পরিস্থিতির তারা মুখোমুখি হবে। এতবড় সংখ্যায় প্রাণহানি হবে যে, আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না।

সুতরাং ইউরোপীয় দেশগুলো যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হয়েছে, তাদের দায়িত্ব যে, তারা তাদের অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে ন্যায়ের দাবি পূরণ করতে হবে এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আন্তরিক হতে হবে।"

(বিশ্বসংকট ও শান্তির পথ, পৃ: ১২৯)

(বিশ্বসংকট ও শান্তির পথ, পৃ: ৯৬)

হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইউরোপের দারিদ্রপীড়িত দেশগুলিতে সেবামূলক কাযকর্মগুলিকে যখন নিজেদের শিখরে নিয়ে গিয়েছে, তখন তাদেরই পরামর্শে এবং দোয়ায় পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার খলীফাতুল মসীহর কথা ইউরোপের নেতারা শুনেছেন এই যুগেই। আফ্রিকার বাদশাহরা জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে খিলাফতের কল্যাণরাজিতে ধন্য হয়েছে এই দেশেই। এই যুগেই যুগ খলীফার কথার সরাসরি অনুবাদ বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ হয়েছে। জলসা সালানা এবং জামাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য জামাতের নামে বড় বড় জমি রেকর্ড হয়েছে এই সময়ের মধ্যেই। মুবাল্লিগদের প্রস্তুত করার জন্য জামেয়া খোলা হয়েছে মসীহ মওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের মাধ্যমেই এই যুগেই। ইসলামের বাণী সমগ্র ইউরোপের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে ইমাম মাহদীর খলীফাদের হাতেই। তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ ইউরোপের প্রসার লাভ করেছে খিলাফতের আহ্বানেই। ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে এবং মুসিদের সংখ্যায় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে এদেরই প্রচেষ্টায়। ওয়াকফীনে নও স্কীমের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়েছে আর এর শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়েছে তা খিলাফতেরই দান। কিন্তু এর সূচনাও হয়েছে পৃথিবীর এই অংশে। বড় বড় জলসার দৃশ্য যা জগতবাসী নিজেদের বাড়িতে বসে দেখেছে তারও সূচনা হয়েছে ইউরোপ থেকে। অনুরূপ একটি জলসা সালানা হল ২০০১ সালের জার্মান জলসা। ২০০১ সালে ব্রিটেনের ফুট এন্ড মাউথ ব্যধি ছড়িয়ে পড়ায় জলসা সালানা ব্রিটেনের আয়োজন সম্ভব হয় নি। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) এই সিদ্ধান্ত নেন যে, এই বছর জার্মানীর জলসা হবে কেন্দ্রীয় জলসা। এই উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) জার্মানী আসেন আর জলসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই জলসা মানহাইম-এর মে মার্কেটে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৬০ টির বেশি দেশের ৪৮ হাজার অতিথি অংশগ্রহণ করেন। এই জলসায় প্রথম বার জার্মানীতে আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠিত হয়।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০১)

আলফযল যখন থেকে অনলাইনে প্রকাশিত হচ্ছে আর বিদ্যুত তরঙ্গের গতিতে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে, তো এই মোযেজাও ইউরোপের পৃষ্ঠভূমি থেকে সংঘটিত হয়েছে। যেমন, হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.) রোযনামা আল ফযল অন লাইনের প্রবর্তনের সময় বলেন-

"আল ফযল-এর ১০৬ বছর পূর্তিতে লন্ডন থেকে আল ফযল-এর অনলাইন সংস্করণ প্রকাশনার সূচনা হচ্ছে আর এই পত্রিকাটি রোযানামা আলফযল আজ থেকে ১০৬ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ১৮ই জুন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল-এর অনুমতি ও দোয়ার মাধ্যমে পথ চলা শুরু করেছিল। পাকিস্তান গঠনের পর কিছু সময় এটি লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর নেতৃত্বে রাবোয়া থেকে এটি প্রকাশিত হতে থাকে। এই প্রাচীন উর্দু দৈনিক পত্রিকাটির অন-লাইন সংস্করণ লন্ডন থেকে ২০১৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর থেকে সূচনা হচ্ছে। আজ ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এর সূচনা হবে যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে অনায়াসে দেখা যাবে। এর ওয়েব সাইট alfazlonline.org প্রস্তুত হয়ে গেছে। এর প্রথম সংখ্যাও প্রস্তুত রয়েছে।..... এতে আলফযল-এর গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্যউপাত্ত দেওয়া আছে যা আল্লাহ্ তা'লা-এর নির্দেশাবলী বিষয়ের উপর কুরআন করীমের আয়াতের উপর অনেক আয়াতও আসবে আর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশের অধীনে হাদীসও থাকবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর উদ্ধৃতিও থাকবে। অনুরূপভাবে কিছু আহমদী নিবন্ধকারের নিবন্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধও থাকবে। আহমদী কবীদের কবিতাও থাকবে। ওয়েবসাইট ছাড়া টুইটারেও এই পত্রিকার উপস্থিতি রয়েছে।"

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৯)

সেই ফলদায়ী সতেজ বৃক্ষ যা সারা বিশ্বে নিজের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে তার রঙবেরঙের ফুল ও ফল-ফলাদি আয়ত্ব করা মানুষের কাজ নয়। কিন্তু কয়েকটির বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

ইউরোপে জামাতের মিশনের ভিত রচনা এবং খলীফাগণের সফরসমূহ

যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সংবাদ দিয়েছিলেন ঠিক তেমনটিই হয়েছে। তাঁর তিরোধানের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে খোদা তা'লার দ্বিতীয় কুদরতের আবির্ভাব ঘটে। আল্লাহ তা'লার কৃপায় ১৯১৩ সালে ইংল্যান্ডে জামাত আহমদীয়ার প্রথম মিশন তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায় যখন হযরত চৌধুরি ফতেহ মহম্মদ সিয়াল সাহেবকে তবলীগের উদ্দেশ্যে সে দেশে পাঠানো হয়। আল হামদোলিল্লাহ। এর হাত ধরেই ভারতের বাইরে ইউরোপে প্রথম মিশনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'লার অনন্ত কৃপারাজি বর্ষিত হতে থাকে। সমস্ত কিছুর বর্ণনা গোল্পদে সিন্ধু দর্শনের নামান্তর হবে। এখানে মাত্র কয়েকটি তবলীগি মরকয এবং মিশন হাউসের গোড়াপত্তন সম্পর্কেই বর্ণনা করব যেগুলি খলীফাদের সফরকালে সম্পন্ন হয়েছিল। যদিও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই মার্কিন মুলুকে সত্যের বাণী পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে যথারীতি আহমদীয়া মুসলিম মিশন স্থাপিত হয় দ্বিতীয় খিলাফত কালে, যখন হযরত মুফতি মহম্মদ সাদেক সাহেব সেখানে মুবাল্লিগ হিসেবে পদার্পণ করেন। ১৯২৪ সালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ইউরোপের সফর করেন যা জামাতের ইতিহাসের এক অবিস্মরনীয় অধ্যায়। এই সফরে তিনি ইতালি ও ফ্রান্স সফর শেষে ব্রিটেনের মাটিতে পা রাখেন। এইরূপে তিনি মহম্মদী মসীহর বাণী সরাসরি এই মহাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

তাহরীকে জাদীদের সূচনার পর জামাতে আহমদীয়ার তবলীগ এক নতুন যুগে প্রবেশ করে।

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত স্পেন, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া, ইয়োগোস্লাভিয়া, ইতালি এবং পোল্যাণ্ডে জামাতের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর কিছু সময়ের মধ্যে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী, স্কটল্যান্ড প্রভৃতি দেশে জামাতের মিশন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সুইজারল্যান্ড, হল্যাণ্ড, ইতালি, অস্ট্রিয়া, জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ডে পুনরায় সফর করেন। এই সফরে তিনি প্রত্যেক স্থানে ভাষণের মাধ্যমে এবং মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে দেন। ১৯৫৬ সালে হুযুর স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলিতে তবলীগের উদ্দেশ্যে মুবাল্লিগ প্রেরণ করেন আর এইবাবে সুইডেন, ডেনমার্ক এবং নরওয়েতে তাঁর দ্বারা প্রেরিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে জামাতের বার্তা পৌঁছে যায়।

জামাত আহমদীয়ার এগিয়ে চলা খিলাফতের সালিসার যুগেও অব্যাহত থেকেছে। ১৯৭৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহে.) ইউরোপ সফরে আসেন। এই সফরে তিনি ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি, সুইডেন এবং ডেনমার্কের সফর করেন। ১৯৭৫ সালে হুযুর পুনরায় ইউরোপ সফরে আসেন। ১৯৭৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা সফরে যান, যেখান থেকে ফেরার পথে তিনি ইংল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যান্ড এবং হল্যান্ড সফর করেন। ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস এক ঐতিহাসিক সফর করেন যা তিনটি মহাদেশের ১৩টি দেশ ব্যাপী ছিল। এই দেশগুলি হল পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, সইডেন, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, স্পেন, নাইজেরিয়া, ঘানা, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন। এই সফরেই তিনি ১৯৮০ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে স্পেনে বাশারত মসজিদের গোড়াপত্তন করেন। ”

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ শে মে, ২০২০, পৃ: ২৯)

যে সমস্ত দেশ খিলাফতে রাবেয়ার যুগে আহমদীয়ার সত্যতা স্বীকার করেছে সেগুলি হল ইউক্রেন, তাতারিস্তান, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, মেসোডোনিয়া, স্লোভেনিয়া, বোসনিয়া, চেক রিপাবলিক, কোসোভো, মাল্টা প্রভৃতি দেশ। অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) তাঁর খিলাফতকালে নিজেও একাধিক সফর করে বিশ্ববাসীকে সরাসরি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করেন। এই দেশগুলি হল নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, লুক্সামবার্গ, হল্যাণ্ড, স্পেন,কানাডা, বেলজিয়াম এবং আয়ারল্যান্ড। এর মধ্যে কিছু দেশ এমনও আছে যেদেশের মাটিতে খলীফাতুল মসীহ প্রথম বার পা রাখেন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) -এর নেতৃত্বে জামাত আহমদীয়া উন্নতির পথে ধাবমান রয়েছে। তাঁর খিলাফত কালে জিব্রাল্টার, এস্টোনিয়া, মোন্টি নিগ্রো, লাতিভা, আইসল্যান্ড, সার্বিয়া, লিথোনিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ আহমদীয়াতের সতেজ বৃক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর ফলদায়ী শাখা-প্রশাখায় পরিণত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। ২০১৯ সালের জলসা সালানায় হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন- “খোদা তা'লার কৃপায় এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ২১৩টি দেশে আহমদীয়াতের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়েছে। আর বিগত ৩৫ বছরে ১২২টি নতুন দেশে আল্লাহ্ তা'লা জামাত দান করেছেন। ”

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) নিজে সফর করেছেন। এই সফরগুলির মধ্যে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ রয়েছে। যেমন -জার্মানী, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন প্রভৃতি।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ শে মে, ২০২০)

সংক্ষেপে ইউরোপ মহাদেশে মসজিদ নির্মাণের একটি রূপরেখা

খোদা তা'লা জামাত আহমদীয়াকে লন্ডনে খিলাফতে সানিয়ার যুগে মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা দান করেন। হুযুর এর আনন্দের মুহূর্তে ১৯২০ সালে ৯ সেপ্টেম্বর ডালহৌসিতে একটি জলসা করেন এবং নির্মীয়মান মসজিদের নাম রাখেন ‘মসজিদ ফযল’। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) ১৯২৪ সালের ২২ শে আগস্ট লণ্ডনে আসেন। উইম্বলে সম্মেলন এবং অন্যান্য অনেক তবলীগি কর্মসূচি পালিত হয়। এই সময়েই হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) ১৯২৪ সালের ১৯ শে অক্টোবর তারিখে রবিবার দিন মসজিদ ফযলের গোড়াপত্তন করেন। জার্মানীর হামবার্গে মসজিদ ফযলে উমর-এর গোড়াপত্তন করেন ১৯৫৭ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী। আর ১৯৫৭ সালের ২২ শে জুন হযরত চৌধুরী যাফরুল্লাহ্ খান সাহেব এর উদ্বোধন করেন। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে হযরত খলীফাতুল মসী সালেস (রহে.) ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে মসজিদ নুসরত জাহাঁর উদ্বোধন করেন। এবং ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে সুইডেনের গোথেনবার্গ শহরে মসজিদ নাসের-এর উদ্বোধন করেন। ১৯৮০ সালর ২রা অক্টোবর তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহে.) ইংল্যাণ্ডের ব্যাডফোর্ড শহরে মসজিদ বায়তুল হামীদ-এর উদ্বোধন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সলিক (রাহে.) স্বয়ং স্পেনে গিয়ে ১৯৮০ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে মসজিদ বাশারত-এর গোড়াপত্তন করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে) ১৯৮২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্পেনের পেদ্রোবাদ শহরে ৭০০ বছর নির্মিত হওয়া প্রথম মসজিদ ‘মসজিদ বাশারত’-এর উদ্বোধন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) ব্রিটেনের নতুন এবং সুপ্রশস্ত মসজিদের জন্য ১৯৯৫ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫ মিলিয়ন পাউন্ড-এর একটি ফান্ড গঠন করেন। ১৯৯৯ সালের ২৮ শে মার্চ হুযুর (রহে.) বায়তুল ফুতুহর জন্য প্রস্তাবিত জায়গায় ঈদুল আযহিয়ার নামায পড়ান এবং সেই বছরই তিনি (রহে.) ১৯ শে অক্টোবর মসজিদ বায়তুল ফুতুহ-র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী হুযুর (রহে.) এই মসজিদের জন্য আরও ৫ মিলিয়ন পাউন্ড চাঁদা একত্রিত করার আহ্বান জানান। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০০৩ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে এই মসজিদের উদ্বোধন করেন। এই মসজিদে একসঙ্গে ১০ হাজার মানুষ নামায পড়তে পারেন। এটি পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদ হিসেবে গণ্য। ১৯৮২ সালের ৫ অক্টোবর তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) ইংল্যাণ্ডের শহর গিলিংহামে আহমদীয়া মিশনের উদ্বোধন করেন। ৭ অক্টোবর তারিখে লন্ডনের ক্রাইডেন এলকায় আহমদীয়া মিশন বায়তুস সুবহান-এর উদ্বোধন করেন। ১৯৮৫ সালে টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে মসজিদ বায়তুস সালাম-এর উদ্বোধন করেন এবং পরবতীতে এখানে পুনর্নির্মাণের পর খিলাফতে খামিসার যুগে মসজিদ মুবারক নির্মিত হয়।

১৯৮৫ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) নুনস্পীট (হলান্ডের) নতুন মরকয বায়তুন নুরের উদ্বোধন করেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর জার্মানীর কোলোন শহরে বায়তুন নাসার মসজিদের উদ্বোধন করেন। ১৯৮৬ সালের ২২ শে মে, গ্লাসগোতে স্কটল্যাণ্ডের নতুন আহমদীয়া মিশন বায়তুর রহমান-এর উদ্বোধন করেন। ১৯৯২ সালে হুযুর (রহে.) জার্মানীর গ্রস গেরাও শহরে বায়তুশ শুকুর মসজিদের উদ্বোধন করেন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ শে মে, ২০২১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০১১ সালে ২১ শে অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত জুমআর খুতবায় বলেন-

“যেমনটি আপনরা খুতবায় শুনেছেন যে, নরওয়েতে মসজিদ নাসার-এর উদ্বোধন হয়েছে। মাশাআল্লাহ্ খুব সুন্দর মসজিদ। মসজিদ বায়তুল ফুতুহ-র পর নিঃসন্দেহে এটি ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। সেখানকার জামাত খুব ছোট, কিন্তু এই মসজিদটি দেখে মনে হয় অনেক বড় জামাত অথবা অনেক ধনীদের জামাত। কিন্তু দুটি কথা-ই সঠিক নয়। জামাতটি বড়ও নয়, আর সেখানে বেশি ধনী মানুষও নেই। কেবল চিন্তা করা এবং চেতনা তৈরী করার প্রয়োজন ছিল। ”

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ২১ শে অক্টোবর, ২০১১)

জার্মানীতে ১০০টি মসজিদ

এরপর ২২পাতায়.....

“আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।”

ঐশী ইলহামের পটভূমি এবং মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাওয়ার অলৌকিক ঘটনাবলী।

–আব্দুস সামী খান, শিক্ষক, জামিয়া আহমদীয়া ঘানা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর ইলহাম সমগ্র ‘তাযকেরা’ থেকে জানা যায় যে আল্লাহ্ তা’লা হুযুর (আ.) কে ঐশী সাহায্য এবং বিশ্বজয়ের বিপুল সুসংবাদ দান করেছেন। এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন যাতে কোনও প্রকারের সন্দেহ বাকি না থাকে। এই সব ইলহাগুলির মধ্যে একটি হল ‘আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।’ ১৮৯৮ সালে তিনি এই ইলহাম প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ আজ থেকে ১২৪ বছর পূর্বের ইলহাম এটি। আর এই মাত্র একটি ইলহামই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এই ইলহামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আরও কিছু ইলহাম রয়েছে যা নিম্নরূপ–

‘আমি তোমাকে পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত সম্মানের সঙ্গে খ্যাতি দান করব।

(তাযকেরা, পৃ: ১৪৯)

খোদা ..... তোমার আহ্বানকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিবেন।

(ইশতেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬)

খোদা তা’লা মনস্থির করেছেন যে, তিনি তোমাকে সুখ্যাতি দান করবেন আর আকাশে বাতাসে তোমার নামের জৌলুস প্রকাশ করবেন।

(তাযকেরা, পৃ: ২৮২)

তিনি তোমার জামাতকে পৃথিবীতে প্রসারিত করবেন আর তিনি একে আশিস দান করবেন এবং বর্ধিত করবেন আর তাদের সম্মান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(তোহফাতুন নাদওয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–১৯, পৃ: ৯৭)

আরবী ইলহাম –

অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ তা’লা আমাকে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন যে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন, এমনকি আমার বিষয়টি পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে পৌঁছে যাবে।’

ইংরেজি ইলহাম:

I shall give you a large party of Islam.

(তাযকেরা, পৃ: ৮০)

(১) এই ইলহামের সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর বিরোধিতা কেমন ছিল?

২) ইলহামের সময় হুযুরের বাণী কতদূর পৌঁছে গিয়েছিল?

৩) পৃথিবীর প্রান্ত বলতে কি বোঝায়?

৪)পৃথিবীর প্রান্তে হুযুরের তবলীগ পৌঁছে যাওয়ার অলৌকিক ঘটনাবলী।

ইলহামের পটভূমি

ইলহামের পটভূমির গভীরে যেতে হলে আমাদেরকে এর চার বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৪ সাল থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি দিতে হবে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, উম্মতে মহম্মাদীয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যে মাহদীর প্রতীক্ষায় ছিল তার লক্ষণাবলীর মধ্যে অন্যতম ছিল চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শন। ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে এই নিদর্শনটি প্রকাশিত হয়। অনেক পুণ্যবান মানুষ এই নিদর্শন দেখে হুযুর (আ.)কে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে মুসলমান জাতি এই নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। উলেমারা নিত্যনতুন অজুহাত উদ্ভাবন করে, হাদীসকে হাদীস বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। হাদীসকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে দেয় আর চাঁদ ও সূর্যের গ্রহণের জন্য এমন তারিখের কথা বলে যা প্রকৃতির নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উত্তরে অনেক যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন করেন, বহু পুস্তক রচনা করেন,একের পর এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, কিন্তু মান্যকারীর সংখ্যা অনেক কম ছিল আর অস্বীকার সংখ্যা তুলনা হাজার গুণ বেশি ছিল।

১৮৯০ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঈসা (আ.)–এর মৃত্যু সংক্রান্ত ইলহামের ঘোষণা করেন যাকে নিয়ে মুসলমান জাতি বিভ্রান্ত ছিল, কিন্তু ১৮৯৫ সালে হুযুর (আ.) এই সত্য উন্মোচন করেন যে হযরত মসীহ (আ.)–এর কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরে বিদ্যমান। এই ঘোষণা মুসলমান এবং খৃষ্টান উভয়ের জন্য স্পর্শকাতর বিষয় ছিল আর উভয় জাতির মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

১৮৯৬ সালে হুযুর (আ.) কাবুলের আমীর আব্দুর রহমান–এর নামে একটি তবলীগি পত্র লেখেন যা হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব শহীদ বহন করে নিয়ে যান। চিঠির উত্তরে আমীর বললেন– ‘কাবুলে এসে এই দাবি করে গেলে টের পাবে।’ এরপর মৌলবী মহম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবী কাবুল গিয়ে আমীরকে উস্কানি দেয় আর ফিরে এসে বলল, মির্যা সাহেব কাবুল গেলে জীবিত ফিরতে পারবেন না।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৮)

এরপর আমীর হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) কে শহীদ করে দেয় আর ১৯০৩ সালে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.)কেও মসীহ মওউদ (আ.)–এর উপর ঈমান আনার অপরাধে সাধারণ মানুষকে দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা শহীদ করা হয়।

১৮৯৬ সালেই হুযুর হিন্দুস্তানের সমস্ত উলেমা এবং গদ্দীনশীনদেরকে মোবাহালার চ্যালেঞ্জ জানান। যার পরিণামে তাদের ভক্তদের মাঝে বিদ্বেষাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত এই বিরুদ্ধবাদী উলেমাদের সংখ্যগরিষ্ঠ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর যারা জীবিত ছিল তারা কোন না কোন বিপদে নিপতিত ছিল।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৫১)

১৮৯৩ সালে পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথামের সঙ্গে হুযুরের মুবাহাসা (জঙ্গে মুকাদ্দস) হয়েছিল। মোবাহাসার শেষে হুযুর (আ.) আব্দুল্লাহ আথাম–এর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু সে আন্তরিকভাবে প্রায়ঃশ্চিত্ত করে সাময়িকভাবে খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। কিন্তু সত্য গোপন করার দোষে দুষ্ট হয়। আর অবশেষে ১৮৯৬ সালের ২৭ শে জুলাই হাবিয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনাটি খৃষ্টানজগতের বিদ্বেষ ও আক্রোশের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। আর অবশেষে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে ১৮৯৭ সালে পাদ্রী মার্টিন ক্লার্ক হুযুর (আ.)–এর বিরুদ্ধে হত্যার মামলা রুজু করে।

১৮৯৭ সালে তুরস্কের নায়েব রাষ্ট্রদূত হোসেন কামি কাদিয়ান আসেন। তিনি তুরস্কের কল্পিত খিলাফতে উসমানিয়ার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায়ের বাসনা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হুযুর (আ.)–কে কাশফ–এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় তুরস্কের সম্রাটের অবস্থা সংকটাপূর্ণ। আর এই অবস্থার সঙ্গে পরিণাম শুভ নয়। এই ঘটনার পর সে ফিরে গিয়ে পত্রিকায় হুযুর (আ.)–এর বিরুদ্ধে এক বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করে আর ব্যপকহারে সেটিকে প্রচার করে। অর্থাৎ এর দরুন হুযুর (আ.) মুসলমানদের শক্তিধর উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শত্রুতাকে আহ্বান জানালেন।

হুযুর (আ.) ১৮৯৩ সালে রসুল অবমাননাকারী লেখরাম সম্পর্কে ৬ বছরের মধ্যে তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেন।১৮৯৭ সালের ৬ই মার্চ যখন এই ভবিষ্যদ্বাণীটি স্বমহিমায় পূর্ণ হল তখন হিন্দু ও আর্যরা তাঁর প্রাণের শত্রুতে পরিণত হল। তারা অভিযোগ আরোপ করল যে, তিনি (আ.) নাকি তাকে হত্যা করিয়েছেন। তাঁর গৃহের তল্লাশি নেওয়া হল আর যারা তল্লাশি নিচ্ছিল সেই পুলিস বলে গেল মির্যা সব সময় রক্ষা পেয়ে যায় এবার আমার হাত দেখবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হল আর হত্যাকারীর জন্য পুরস্কার নির্ধারিত করা হল। মৌলবী বাটালবী সাহেব লিখলেন, আমি এর জন্য কসম খেতে প্রস্তুত যে লেখরামের হত্যার পিছনে মির্যা সাহেবের ভূমিকা রয়েছে। হযরত মির্যা সাহেবকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টাও করা হল।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড,পৃ: ৫৯৮)

১৮৯৮ সালের প্রারম্ভে জনৈক মৌলবী মুল্লা মহম্মদ বখশ যাফর জাটলি একটি ইশতেহার প্রকাশ করে হুযুর (আ.)-এর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে দেয়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯)

১৯৯৮ সালের মাঝের দিকে হুযুর (আ.) এর উপর পাঞ্জাব সরকার আয়কর ফাঁকি এবং রাজস্বের ক্ষতি করার অভিযোগ এনে মোকাদ্দমা করে। ১৮৯৮ সালের শেষের দিকে মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী-র প্ররোচনায় হুযুর (আ.)-এর বিরুদ্ধে শান্তি ভঙ্গের মামলা রুজু হয় আর মৌলবী সাহেব বয়ান দেন যে মির্যা সাহেব তার হত্যার চক্রান্ত করছেন।

একথাও স্মরণ থাকে যে, 'বারাহীনে আহমদীয়া'-র প্রারম্ভিক খণ্ডগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর কুফর-এর ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। (আলমি ফিতনায়ে তাকফীর কে মুতাল্লুক রসুল করীম (সা.) কি পেশগুইয়াঁ, দোস্ত মহম্মদ শাহিদ, পৃ: ১৬, ডেনমার্ক)

এরপর ১৮৯০ সালে মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সারা ভারত ঘুরে ২০০ উলেমাদের কাছ থেকে কুফর-এর ফতোয়া আদায় করে নিয়ে আসে আর কদর্য ভাষায় তাঁকে আক্রমণ শুরু করে।

(হায়াতে তৈয়্যবা, পৃ: ১০২)

এই ঘটনাবলী সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবন, সম্পদ ও সম্মান গভীর সংকটে ছিল আর বিরোধীরা তাঁকে চতুর্দিকে ঘিরে রেখেছিল। এমন পরিস্থিতি বিবেচনায় কোনও ব্যক্তিকে উন্মাদগ্রস্ত ছাড়া কিছু বলা যায় না যে দাবি করবে যে সে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে, আর বিরুদ্ধবাদীরা বিফলমনোরথ হবে, আর সে পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত সম্মান ও খ্যাতি লাভ করবে এবং তাকে গ্রহণ করা হবে। এই ঘটনাগুলি কি মনে করিয়ে দেয় না সেই খোদা প্রেরিত পুরুষের কথা যিনি স্বজাতির অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যখন স্বীয় মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তার পশ্চাদধাবনকারীকে তিনি বলছেন 'পারস্য সম্রাটের স্বর্ণ কঙ্কন তোমার হাতে পরানো হবে।'

কতদূর পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছেছিল?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন এই ইলহাম প্রাপ্ত হন, সদ্যজাত জামাতটির তখন জামাতের কোথাও কোনও নাম বা খ্যাতি ছিল না। তাই ভারতে তখন আহমদীদের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু কোনও জামাতীয় ব্যবস্থাপনা ছিল না। আহমদীরা আর্থিক কুরবানিও করতেন, তথাপি চাঁদার কোনও যথারীতি ব্যবস্থাপনা ছিল না। হুযুর (আ.) প্রয়োজন অনুসারে আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করতেন আর জামাতের সদস্যরা সেই আহ্বানে সাড়া দিতেন। কোনও মুবাল্লিগ বা মুরুব্বী, কোনও পত্র-পত্রিকা সেই যুগে ছিল না। ১৮৯৭ সালের শেষে আল হাকাম পত্রিকা অমৃতসর থেকে সপ্তাহ অন্তর প্রকাশিত হত আর ১৯০২ সাল থেকে রিভিউ অফ রিলিজিয়ন প্রকাশিত হয়।

ভারতের বাইরে হুযুর (আ.)কে নিয়ে সব থেকে বেশি আলোচনা নিশ্চয় ব্রিটেনে হত। কেননা ভারতে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল আর ভারতের সমস্ত সংবাদ সেখানে পৌঁছে যেত। ১৮৯৭ সালের মে মাসে, হুযুর (আ.) ইংল্যান্ডে রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে তোহফায়ে কায়সারিয়া নামে একটি তবলীগি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে রাণীর বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায় নি।

হুযুর (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পরই ইশতেহারের মাধ্যমে বিশ্বজনীন নিদর্শন প্রকাশের ঘোষণা করেছিলেন। আর পৃথিবীর বড় বড় নেতা ও ধর্মগুরুদেরকে নিজের বার্তা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তিনি বলেন-

" আল্লাহ তা'লার কৃপা ও সামর্থদানে কোটি কোটি বিরুদ্ধবাদীদের সামনে এই দাবি করা হয়েছে আর এই দাবি মানুষকে জানাতে প্রায় ত্রিশ হাজারের বেশি ইশতেহার বিতরণ করা হয়েছে, আর আট হাজার ইংরেজি ইশতেহার এবং ইংরেজি রেজিস্ট্রি চিঠি ভারতের বিভিন্ন পাদ্রী ও পণ্ডিত ও ইহুদীদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। কেবল এতটুকুই নয়, ইংল্যান্ড ও জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রীস,রুস, রোম এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বড় বড় পাদ্রীদের নামে এবং রাজা ও মন্ত্রীদের নামে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ওয়েলসের রাজপুত্র ও ইংল্যাণ্ড ও ভারতের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং জার্মানের রাজপুত্র বিসমার্ক। তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ আমার সিন্দুকে রক্ষিত আছে।"

(মাকতুবাতে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪৯)

এর থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ নেতাদের কাছে হুযুরে দাবি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তাঁকে গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে নি। আর একথাও বলা যাবে না যে তাদের জাতির কাছেও হুযুর (আ.)-এর বাণী পৌঁছে গিয়েছিল। কেননা সেই সব জাতির ভাষা আয়ত্ব করতে গেলেও একটা অনেক বড় ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হত।

পৃথিবীর প্রান্ত বলতে কি বোঝায়?

Verdens Ende"

The End of the Earth

অর্থাৎ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত' নরওয়ে।

একথা সর্বজনবিদিত যে পৃথিবী গোলাকার আর গোলাকার বস্তুর কোনও প্রান্ত হয় না। তাই এই ইলহামে পৃথিবীর প্রান্ত বলতে সর্বত্র বোঝানো হতে পারে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে তোমার তবলীগ পৌঁছে যাবে।

যে সব প্রসিদ্ধ স্থানগুলিকে পৃথিবীর প্রান্ত বলা হয়, যে স্থানগুলি প্রায় জনমানবশূন্য, যেখানে সমুদ্রর এলাকা শুরু হয়ে যায়।

নরওয়ে শহর শিভিন এর উত্তরে একটি স্থান রয়েছে যেটিকে The End of the Earth বলা হয়।

উত্তর মেরু সংলগ্ন দেশ ফিনল্যাণ্ডকে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত বলা হয়। অনুরূপভাবে আমেরিকা, রাশিয়া এবং কানাডার উত্তরাংশকেও শেষ প্রান্ত বলা হয়। এছাড়া দক্ষিণ মেরু এবং আন্টার্টিকা মহাদেশকেও পৃথিবীর প্রান্ত হিসেবে ধরা হয়। সেখানে বাস করে কেবল কিছু বিজ্ঞানী যারা সেখানে গবেষণার কাজ করে।

ফিজি, যার উপর দিয়ে শূন্য ডিগ্রি দ্রাঘিমা চলে গিয়েছে এবং যেটি পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে বিভক্ত করে, সেই ফিজিকেও পৃথিবীর প্রান্ত বলা হয়।

কথিত আছে জাপান হল সূর্যোদয়ের দেশ অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জাপানে সূর্য উদিত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র সামোয়া ২০২১ -এর ডিসেম্বর থেকে নিজেদের স্থানীয় সময়কে পরিবর্তন করেছে। এরফলে এটি পৃথিবীর এই দেশটি সর্বপ্রথম সুর্যোদয় দেখে।

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, যতগুলি দেশ ও ভূখণ্ড সমুদ্র উপকূলবর্তী সেগুলির প্রত্যেকটিকে পৃথিবীর প্রান্ত দেশ বলা যেতে পারে। এই সব দেশের অধিকাংশেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছে গেছে। হয়তো কিছু এমন দেশও বাকি আছে যেখানে আহমদীয়াতের আলোক পৌঁছয় নি, সেখানে আগামী কয়েক বছরের হুযুর (আ.)-এর বাণী নিশ্চয় পৌঁছে যাবে।

বাণী পৌঁছনোর অসাধারণ দৃশ্য।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে যখন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিব- এই ভবিষ্যদ্বাণীতে অব্যশই এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত ছিল যে খোদার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন তাঁর সঙ্গে থাকবে আর এও ইঙ্গিত ছিল যে খোদা তা'লার রীতি অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার জন্য ঐশী জামাতের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাও জরুরী হবে। ঠিক সেই মত জামাত আহমদীয়া প্রাণ, সম্পদ, সময়, সম্মান এবং সন্তানদের কুরবানী করে এই পবিত্র বাণীকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে। এই পথে বহু আহমদী শহীদও হয়েছে, অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা সহন করতে হয়েছে, স্ত্রী সন্তানদের ত্যাগ করতে হয়েছে, ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করতে হয়েছে, অনেক ব্যাথা বেদনা সহন করতে হয়েছে। বন্দীদশা কাটাতে বাধ্য হতে হয়েছে। কিন্তু চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখা হয় নি আর খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে সমস্ত ত্যাগস্বীকারের সর্বোত্তম পরিণাম দান করেছেন। কিন্তু এর একটি ঈমান উদ্দীপক দিক হল অনেক স্থানে জামাতের বাণী এমনভাবে পৌঁছেছে যার জন্য

কোনও বিশেষ পরিশ্রম বা সংগ্রামের প্রয়োজন হয় নি। বরং কেবল আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ তকদীর এবং জ্যোতির্বিকাশের মাধ্যমে সেই সব দেশে আহমদীয়াতের বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়েছে। যেমন-

ঘানায় প্রারম্ভিক তবলীগের জন্য যথারীতি কোনও পরিকল্পনা করা হয় নি। ঘানায় আকরাফো নামে একটি মফসসলের ইউসুফ নিয়ারকো নামে জনৈক মুসলমান ১৯২০ সালে একটি স্বপ্নে দেখেন, তিনি শুভ্র ব্যক্তির সঙ্গে নামায পড়ছেন। তিনি স্বপ্নটি নাইজেরিয়ার জনৈক মিস্টার আব্দুর রহমান পেদ্রো সাহেবকে শোনান।আব্দুর রহমান সাহেব তাঁকে বলেন, আমি একটি মুসলিম মিশন সম্পর্কে পড়েছি যার মরকয ভারতে অবস্থিত আর লন্ডনেও একটি শাখা রয়েছে। ইউসুফ সাহেব নিজের স্বপ্নে সংবাদ যখন তাদের প্রধান মাহদী আপাকে দেন, তখন তিনি মুসলমানদের একটি বৈঠকের আয়োজন করেন যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে আহমদীয়াত এর মরকযকে এই মর্মে একটি চিঠি লেখা হোক যে তাদের সেখানে কাউকে মুবাল্লিগ হিসেবে পাঠানো হোক। ঘানার প্রথম আহমদী চিখ মাহদী আপা ক্যাপ কোস্ট-এর এক সিরিয়া নিবাসী মুসলিম বণিকের কাছ থেকে হযরত ডাক্টার মুফতি মহম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)-এর ঠিকানা সংগ্রহ করেন, যিনি সেই সময় লন্ডনে ছিলেন। মাহদী আপা সাহেব তাঁর সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করেন আর কিছু অর্থ জোগাড় করে শুভ্রবর্ণ মুবাল্লিগ আনার জন্য লন্ডন মিশনে পাঠিয়ে দেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর নির্দেশে ১৯২১ সালে হযরত মৌলানা আব্দুর রহীম নাইয়ার সাহেব (রা.) লন্ডন থেকে ঘানা পৌঁছন।

গাম্বিয়ার মিশনও এইভাবেই স্থাপিত হয়। গ্যাম্বিয়ার এক ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য সিরালিওন যায়। সেখানে সে কোন এক দোকানে নামায শিক্ষা পুস্তিকা দেখতে পায় যেটিতে আরবীর পাশাপাশি ইংরেজি অনুবাদও ছিল। সেই মেয়েটি নিজের দেশে কখনও এমন বই দেখে নি। সে বইটি কিনে গাম্বিয়ায় নিজের এক আত্মীয়কে পাঠিয়ে দেয়। বইটি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান-এর কর্তৃক প্রকাশিত ছিল। বারা ইনজয় নামে এক তরুন কাদিয়ানে জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ করে আরও অন্যন্য ধর্মীয় বই-পুস্তক পাঠানোর অনুরোধ করে। তাকে জামাতের আরও অনেক বই-পুস্তক পাঠানো হয় এবং বলা হয় যে তাঁর নিকটবতী দেশে জামাতের মিশন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেখানে যোগাযোগ করে আরও বই-পুস্তক ও তথ্য সংগ্রহ করার অনুরোধ করা হয়। সেই সময় মাননীয় নাসীম সাইফি সাহেব নাইজেরিয়ার মিশনারী ইনচার্জ ছিলেন। সর্বপ্রথম নাইজেরিয়া থেকে একজন মুয়াল্লিম মাননীয় হামযা সুন্নী আলু সাহেব গ্যাম্বিয়া আসেন আর প্রায় একবছর পর্যন্ত বাঞ্জোল-এ তবলীগ করতে থাকেন। এরপর ঘানার একজন স্থানীয় মুয়াল্লিম মাননীয় সাঈদ জিবরীল কয়েক মাসের জন্য আসেন। সেই সময় যেহেতু গাম্বিয়ায় যথারীতি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় নি তাই মাননীয় সাঈদ সাহেব গলায় একটি ব্যাগ ঝুলিয়ে রাখতেন আর ব্যাগের উপর লেখা থাকত আহমদীয়াত। তিনি ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করতেন। এরফলে শিক্ষিত যুবকরা আহমদীয়াতের মরকয কাদিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলে। আর সেখান থেকে নিয়মিত পত্র-পত্রিকা আসা শুরু হয়ে যায়।

(আরযে বিলাল ,নিবন্ধকার মনোয়ার আহমদ খুরশিদ মুবাল্লিগ সিলসিলা)

১৯২৩ সালে ইন্ডোনেশিয়া থেকে ৪জন যুবক ধর্মীয় শিক্ষার্জনের জন্য ভারতে এলে তারা কাদিয়ান এসে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর নিকট ধর্মীয় শিক্ষাদানের অনুরোধ করেন। এরই মাঝে তাঁরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এবং সেখান থেকে দেশে ফিরে গিয়ে তবলীগ শুরু করেন।

জাপানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় হযরত মুফতী মহম্মদ সাদিক সাহেব (রা.) -এর তবলীগী পত্রের মাধ্যমে ইসলামের বাণী পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু যথারীতি মিশন স্থাপিত হয় ১৯৩৫ সালে সুফি আব্দুল কাদির নিয়ায সাহেবের মাধ্যমে।

সুদূর প্রাচ্যের পুণ্যবানরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সৌভাগ্যবানের নাম হল- হংকং- ও চীনের হযরত ক্বারী গোলাম মুজতাবা সাহেব (রা.) এবং ক্বারী গোলাম হামিম সাহেব (রা.)। অস্ট্রেলিয়ার হযরত সুফি হাসান মুসী সাহেব (রা.) ১৯০৩ সালে বয়আত করেন। নিউজিল্যাণ্ডের হযরত প্রফেসর ক্লিমেন্ট রীগ সাহেব (রা.) ১৯০৮ সালে হুযুর (আ.)-এর যিয়ারত করেন এবং ফিরে গিয়ে বয়আত করেন। ফিজির প্রথম আহমদী ছিলেন হাজি মহম্মদ রমযান সাহেব যিনি ১৯৫৯ সালে জামাতে সামিল হন।

চীনে আমাদের প্রথম মুবাল্লিগ সুফি আব্দুল গফুর সাহেব ১৯৩৫ সালে পৌঁছন। কিন্তু আহমদীয়াতের বাণী সেখানে ১৯২৪ সালেই পৌঁছে গিয়েছিল। এর থেকে জানা যায় যে সেখানে বেশ কিছু আহমদী ছিলেন কিন্তু তাদের সঙ্গে মরকযের যোগাযোগ ছিল না।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩১২)

আমেরিকাকেও নতুন জগত বলা হয় আর একদিক থেকে সেটাও পৃথিবীর এক প্রান্ত। আমেরিকায় আলেকজান্ডার হুযুর (আ.)-এর সঙ্গে পত্র মারফত যোগাযোগ করে মুসলমান হয়ে যায় আর তাঁরই মাধ্যমে ১৯০৪ সালে মি. এন্ডারসন আহমদী হয়ে যান। হুযুর (আ.) তাঁর নাম রাখেন আহমদ।

রাশিয়ার উত্তর মেরু সংলগ্ন এলাকাগুলিকেও পৃথিবীর প্রান্ত বলা হয়। রাশিয়ার চিন্তাবিদ ও মহান উপন্যাসকার টলসাই-এর সঙ্গে হযরত মুফতি মহম্মদ সাদেক (রা.)-এর পরিচয় এবং পত্রের আদান-প্রদান চলত আর তাঁকে যখন ইসলামী নীতি-দর্শন পাঠানো হয়, তিনি অত্যন্ত সুন্দর মন্তব্য করেন।

এগুলি কয়েকটি উদাহরণ মাত্র আর এবিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, এই প্রতিশ্রুতি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ছিল যা যাবতীয় প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে পূর্ণ হয়েছে। এমন বহু ঘটনাবলী রয়েছে যেখানে কেবল খোদা তা'লার অভিপ্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত এটি কেবল একটি ইলহাম নয় বরং এটি এক মহান প্রতিশ্রুতি যার পূর্ণ হওয়ার কাহিনী পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। এটি এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী যা পৃথিবীর প্রত্যেকটি অংশে নিজের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে চলেছে। এটি একটি ইতিহাস যা খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে পরিপূর্ণ। মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। এক বিশাল জগত এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। এটি একটি জ্যোতি দ্বারা লিখিত যা পৃথিবীর বুকে খোদিত হয়েছে।

আরবদের পুণ্যবান ও সিরিয়ার আব্দালরাও এখন তাঁর উপর দরূদ প্রেরণ করছে আর অনরাবরাও তাঁর এক আঙুল হেলনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত। পৃথিবীর ২১৩টি দেশে আহমদীয়াতের পাতাকা উড্ডীন আছে আর প্রতিটি পতাকা সেই ইলহামকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কোথায় কাদিয়ানের ন্যায় ছোট্ট একটি জনপদ আর সেখানকার মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ আর কোথায় পৃথিবীর সুদূর প্রান্তর তথা সমুদ্র ঘেরা দ্বীপসমূহ! সবুজ ও সজীবতায় ঘেরা প্রান্তর, চিরবরফের দেশ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু, তেল সমৃদ্ধ মরুভূমির দেশসমূহ, নতুন জগত হোক বা পুরোনো, আবদ্ধ দেশ হোক বা অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার মত উপকুলীয় জনসংখ্যার দেশ- পৃথিবীর সর্বত্র কাদিয়ান এবং এর পবিত্র নবীর নাম মুখরিত হচ্ছে আর হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ আছে। আর এমন এক সময় আসবে যখন أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا (যুমর: ৭০) সারা জগত প্রভু প্রতিলপালকের নুরে আলোকিত হয়ে উঠবে। ইনশাআল্লাহ্ ।

যুগ খলীফার বাণী

"আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সোপান হল নামায।"

(ফিনল্যাণ্ডে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে, ২০১৯ সাল)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

যুগ খলীফার বাণী

মোমেনদের জন্য নিজেদের আনুগত্যের মান ক্রমশ উন্নত করা একান্ত আবশ্যক। (খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad

যুক্তরাজ্যে ২০২২ সালের জলসা সালানা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করছেন।

৬ই আগস্ট ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যে জলসা সালানা উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় অধিবেশনে হুযুর আনোয়ার ভাষণ দান করছেন।

২১ শে আগস্ট ২০২২ যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদ থেকে এম.টি.এ-র মাধ্যমে হুযুর আনোয়ার জার্মানী জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দান করছেন এবং (বামদিকে) দোয়া পরিচালনা করছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১৩ই মার্চ, ২০২২ যুক্তরাষ্ট্রের (টেকসাস) মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাত করছেন।

22 শে মে, 2022 যুক্তরাজ্যের মজলিসে শুরায় হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ দান করছেন।

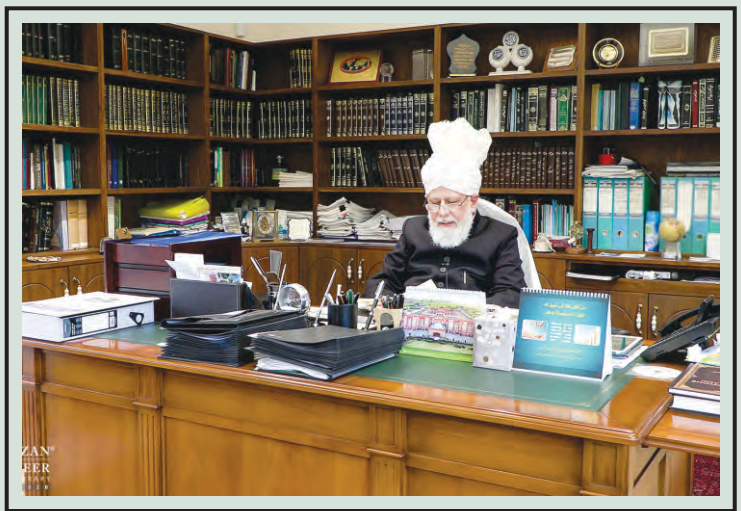

The God Summit 2022-
এর জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর বিশেষ বার্তা পাঠ করছেন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Mobile: +91 9 679 481 821
E-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian

Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Vol. 7 Thursday 22 - 29 - December - 2022 Issue. 51 - 52

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91 99153 79255
e -mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL: Rs.800/-
By Air : 50 Pounds or
: 80 U.S $ or
: 60 Euro

Humanity First
Serving Mankind

هوالشافی
We Treat Allah Heal
NOOR HOSPITAL
نور ہسپتال
QADIAN
1917 - 2017
100 Years Celebration
Serving Humanity Since Hundred Years

TAHIR HEART INSTITUTE

IAAAE
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AHMADI ARCHITECTS & ENGINEERS

FOOD SECURITY
GIFT SIGHT
ORPHAN CARE
WATER FOR LIFE
GLOBAL HEALTH
DISASTER RELIEF
COMMUNITY CARE
KNOWLEDGE FOR LIFE

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir

প্রকাশনায়-জামিল আহমেদ নাসের ও মুদ্রণে ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান। প্রো:- তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান